জীবন-সংগ্রাম।

(অদ্ভুত বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনারাজি সম্বলিত ঔপন্যাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক।)

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।
অসম্ভবং নো চিরকর্ম্মভূমৌ
অদৃষ্টবান্ লব্ধপদঃ সুখী চ॥

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত।

(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।)

(প্রথম অভিনয় রজনী, ৭ই পৌষ সন ১৩১৮ সাল।)

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সুরলয়ে গঠিত।

শ্রীহরিদাস বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(৯ নং মধুরায়ের লেন, সিমলা, কলিকাতা।)

১৯১২।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

প্রকাশকের আত্মকথা।

অধুনা রঙ্গালয়ে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই একঘেয়ে ঘটনাস্রোতে পূর্ণ; কিন্তু এই "জীবন-সংগ্রাম" নাটক খানি সে প্রকারের নয়—নানারূপ বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ। ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বে, যিনি মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন,—যাঁহার নাম থিয়েটার-জগতে এতদিন লুপ্ত ছিল,—অমর নাট্যকবি শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ভালবাসায় ও আগ্রহে—আপনাদের সেই চির পরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় পুনরায় জনসমাজে আত্ম প্রকাশে—দর্শকমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনার্থ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া, এই নাটক খানি বিশেষ মাধুর্য্যের সহিত রচনা করিয়াছেন। চারিটী দুষ্প্রাপ্য জিনিষের সমবায়ে এই পুস্তক খানি রচিত—প্রথম দফা "অমৃতে গরল", দ্বিতীয় দফা "গরলে অমৃত", তৃতীয় দফা "বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য", এবং চতুর্থ দফা "অভিষিক্ত গর্দ্দভ বাদসাহ"।—প্রকারান্তরে দুনিয়ার সংসারের একখানি নিখুঁত আলেখ্য!

আজি কাল, থিয়েটারের পুস্তক বলিলেই, শিক্ষিত সম্প্রদায় ইচ্ছা করিয়া পাঠ করিতে চান না; কিন্তু এ পুস্তক খানি সে ধরণের নয়;—কারণ ইহা ভাষার লালিত্যে—ভাবের মাধুর্য্যে—উপদেশের গুরুত্বে—প্রত্যেক নরনারীর পাঠের উপযোগী হইয়াছে।

জীবন-সংগ্রাম নাটক খানি অতিশয় বর্দ্ধিত আকারেই লিখিত হয়, কারণ কবির লেখনী—আইনের নাগপাশে আবদ্ধ নহে।

কিন্তু আজকালকার মিউনিসিপ্যাল আইনে, রাত্রি একটার পরে অভিনয় কার্য্য—একান্ত নিষিদ্ধ। সেহেতু থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ এবং নটকবি শ্রীযুক্ত বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় নাটক খানিকে—আইন বদ্ধ সময়ের মধ্যে অভিনয় করিবার জন্য—ইহার প্রত্যেক অঙ্কে দুই একটী করিয়া দৃশ্য, ও কতকগুলি সঙ্গীত—অভিনয়ে বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু নাটক খানির অঙ্গহানির ভয়ে—অক্ষুণ্ণ অবস্থায় মুদ্রিত হইয়াছে। সুধীবৃন্দের অবগতির জন্য, যতদূর সম্ভব, অভিনয়ের পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত দৃশ্য এবং সঙ্গীতগুলির বিবরণ একটী তালিকা করিয়া পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

গ্রন্থকারের পরমবন্ধু—শুকিয়াষ্ট্রীটস্থ কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ কবিরঞ্জন মহাশয়ের প্রমুখাৎ—গল্পচ্ছলে এই উপন্যাসটী শ্রবণ করিয়া—তাঁহার সেই গল্পটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে—গ্রন্থকার নাটকাকারে রচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি—অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সেজন্য গ্রন্থকার ও আমি কবিরাজ মহাশয়কে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি কোন ত্রুটি বা মুদ্রাকঙ্কন-প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন।

৯ নং মধুরায়ের লেন,
সিমলা, কলিকাতা।
২৮ শে পৌষ, ১৩১৮ সাল।

বিনীত
শ্রীহরিদাস বসু।

অভিনয়ে পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত

দৃশ্য ও সঙ্গীত গুলির তালিকা।

প্রথম অঙ্কে—

দ্বিতীয় দৃশ্যের—শেষাংশ ও বেগমের গীত।

তৃতীয় দৃশ্যের—পাহাড়িয়া ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী-
গণের কথোপকথন ও গীত।

চতুর্থ দৃশ্যের—বৈতালিকগণের গীত।

ষষ্ঠ দৃশ্যের—সমুদয় অংশ।

সপ্তম দৃশ্যের—সামান্য অংশ।

দ্বিতীয় অঙ্কে—

দ্বিতীয় দৃশ্যটী—তৃতীয় দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যটী—দ্বিতীয় দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় দৃশ্যের (অভিনয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের)—
সামান্য অংশ ও সখীগণের একটী গীত।

ষষ্ঠ দৃশ্যের—সমুদয় অংশ।

তৃতীয় অঙ্কে—

প্রথম দৃশ্যের—সামান্য অংশ।

তৃতীয় দৃশ্যের—সমুদয় অংশ।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের—কতক অংশ বাদ গিয়া
অভিনয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য হইয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্যের—কতিপয় অংশ ও পেত্নীগণের গীতটী
বাদ গিয়া অভিনয়ে তৃতীয় দৃশ্য হইয়াছে।
ষষ্ঠ দৃশ্যের—সামান্য অংশ বাদ গিয়া অভিনয়ে
চতুর্থ দৃশ্য হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কে—

প্রথম দৃশ্যের—সামান্য অংশ।
দ্বিতীয় দৃশ্যের—সামান্য অংশ।
তৃতীয় দৃশ্যের—সামান্য সামান্য অংশ।
চতুর্থ দৃশ্যের—কোন কোন অংশ।
পঞ্চম দৃশ্যের—কোন কোন অংশ।
ষষ্ঠ দৃশ্যের—সমুদয় অংশ।

পঞ্চম অঙ্কে—

প্রথম দৃশ্যের—সামান্য অংশ।
দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের—কতক অংশ বাদ গিয়া
কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া
অভিনয়ে দ্বিতীয় দৃশ্য হইয়াছে।
তৃতীয় দৃশ্যের—সমুদয় অংশ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

ফকীর।

মহম্মদ শা	...	...	বোগদাদ সম্রাট্।
আলি ইব্রাহিম শা	...	...	বসোরার নবাব।
			(বোগদাদপতির সহিত করদ, মিত্র সম্বন্ধ।)
মির্জ্জান আলি	...	...	পারস্যদেশের জনৈক সম্ভ্রান্ত ওমরাহ-সন্তান। (বসোরার নবাব-প্রতিপালিত।)
ইয়ারলতিফ	...	...	বসোরার নবাবের উজীর।
দেলদার	...	...	ঐ ঐ সখা।
			(সম্ভ্রান্ত ওমরাহ-সন্তান)—
সেনাপতি	...	...	ঐ ঐ সৈন্যের অধ্যক্ষ।
মৌলবী	...	...	ঐ ঐ কন্যার শিক্ষক।
বাবরালি	...	...	জনৈক সম্ভ্রান্ত ওমরাহ সন্তান। (বসোরার নবাবের নিকট ছদ্মবেশে সৈনিকের কার্য্যে ব্রতী।)
রহমৎ আলি	...	...	বোগদাদ অধীশ্বরের সচিব।
আমেদ মিরালী আনামুল্লা	...	...	মির্জ্জান আলির বন্ধুত্রয়।
কোতোয়াল	...	...	বোগদাদের সহর কোতোয়াল।
মহিরুদ্দ মিঞা	...	...	বসোরার জনৈক ওমরাহ।
রহমন সেখ	...	...	বোগদাদের জনৈক সম্ভ্রান্ত সওদাগর

আমীর, ওমরাহ, সভাসদগণ, অমাত্যগণ, নাজীর, মোক্তার, রক্ষিগণ, বান্দাগণ ও আলোকধারী খোজাগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নুরমহাল	...	...	বোগ্দাদের সম্রাজ্ঞী।
জিন্নৎ মহাল	...	...	বসোরার নবাবের বেগম।
মম্তাজন্নেসা	...	...	ঐ ঐ দুহিতা।
			(বসোরার নবাবের ভূতপূর্ব্ব পত্নীর গর্ভজাত।)
সম্সেল্নিহার	...	...	বোগদাদ সম্রাজ্ঞীর কন্যা।
মেহের, সেলিনা	...	...	মম্তাজের সহচরীদ্বয়।
মরিয়নবাই	...	...	বোগদাদের জনৈক বিশিষ্টা বাইজী।
মিনার	...	...	ঐ ঐ কন্যা।
আমিনা	...	...	ঐ ঐ বাঁদী।
করিমন্নেছা বিবি	...	...	রহমনসেখের পত্নী।
কোহিনুর বিবি	...	...	ঐ কন্যা।
জুলেখাঁ	...	...	বসোরার বেগমের বাঁদী।
কুলসম্	...	...	বসোরার বেগম সাহেবার পালিতা কন্যা (দেলদারের পত্নী)।
মুনিয়া		...	কোহিনুরের বাঁদী।
জহিরণ, জামিন		...	বোগদাদ সম্রাজ্ঞীর বাঁদীদ্বয়।

চিত্তরঞ্জিনীগণ, বাঁদীগণ, পেত্নীগণ, ফুলবালাগণ ও তাতারণী ইত্যাদি।

—:*:—

জীবন-সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রাম।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্রতীর।

(সমুদ্রবক্ষে ভগ্নপোত খণ্ড ইতস্ততঃ ভাসিয়া যাইতেছে।)

তীরে বালুকোপরি মির্জ্জান।

মির্জ্জা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হা মালিক! হা খোদা! কি ক'র্‌লে প্রভু? কি মহা-অপরাধে আমায় এত কঠোর শাস্তি প্রদান ক'র্‌লে পিতা? আর যে চ'ল্‌তে পারি না,—দেহ যে আমার অবসন্ন প্রায়,—মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান,—চক্ষে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না (পতন) মালিক! এ তোমার কি বিচার? দুনিয়ায় আমার আপনার ব'ল্‌বার যা কিছু ছিল,—পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, অর্থ সম্পদ্—সকলই একদিনে, এক সাথে—শেষ ক'রেছ! কিন্তু আমায় কেন বাকি রাখ্‌লে প্রভু?—দুনিয়ায় আমার সার রত্নগুলি বিসর্জ্জন দিয়ে, দুঃসহ মর্ম্মপীড়িত জীবনভার বহনে আমায়

কোন প্রয়োজন নাই, উঃ! অসহ্য যন্ত্রণা, তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, প্রাণ আমার বুঝি আর দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে না। কি করি,—কোথায় যাই? (উঠিতে চেষ্টা ও পতন), খোদা! খোদা! দয়া ক'রে আমায় তোমার মুক্তিময় চরণতলে স্থান দাও, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না!—দুনিয়ায় কই কেউ তো আমায় দয়া ক'র্‌লে না? খোদা! তুমিও তো তোমার বিপন্ন সন্তানের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত ক'র্‌লে না। তবে আর কেন, আমি এখনি জীবনত্যাগ ক'র্ব্বো,—আমি মর্‌বো। আর মূহূর্ত্ত মাত্রও এ প্রহেলিকাময় ধরাবক্ষে বিচরণ ক'র্ব্বো না, আজ নিশ্চয়ই আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দেব। (অতি কষ্টে অগ্রসর হওন) এই তো সম্মুখে সেই সর্ব্বগ্রাসী অনন্ত পারাবার! যে সলিল গর্ভে আমার সংসারের সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আজ সেই পবিত্র জলতলে আমারও এ দুঃখময় জীবনের অবসান হ'ক।

(বেগে সমুদ্রবক্ষে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত ও পশ্চাৎ বনপ্রদেশ হইতে জনৈক ফকির নিস্ক্রান্ত হইয়া যুবককে রক্ষাকরণ)।

ফকির। (যুবকের হস্ত ধরিয়া) যুবক! তুমি এ কি ঘৃণিত কার্য্যে উদ্যত হ'য়েছ? আত্মহত্যা, ছি! ছি!

মির্জ্জা। (সবিস্ময়ে) কে আপনি মহাপুরুষ?

ফকির। আমি যে হই না কেন? সে কথায় তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার অবয়ব দর্শনে তোমাকে কোন আমীর ওমরাহের সন্তান ব'লে বোধ হ'চ্চে। মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, আজ তুমি নিতান্ত জ্ঞানহীনের ন্যায় খোদার মর্জ্জির বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় অগ্রসর হ'য়েছ। আত্মহত্যা মহাপাপ,—তা কি তুমি জান না?

মির্জ্জা। ফকির! আপনি যেই হ'ন, আমার অবস্থা যদি জান্‌তেন, তাহ'লে বোধ হয় আমাকে এ অসার মূল্যহীন বিধিনিগৃহীত জীবনত্যাগে কখনই বাধা দিতেন না।

ফকির। এ দুনিয়ায় সকলেই সেই দয়াময় খোদার সন্তান; তাঁর অংশ আত্মা রূপে সকলেরই হৃদয়ে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিরাজমান। সে কারণ এ অমূল্য মানবজীবন কখনই অসার বা মূল্যহীন নয়। তুমি যৌবনসীমায় পদার্পণ ক'রেছ, এ সময় ইন্দ্রিয়গণ বড়ই প্রবল, তোমায় হতাশ হ'তে দেখে আমি সত্য সত্যই বড় বিস্মিত হ'চ্ছি। তুমি কি জান না যে,—অমানিশার আঁধারের পর আবার পূর্ণিমা আসে,—রজনীর অন্ধকারের পর আবার দিনের আলোকে ধরা প্রফুল্লিত হয়? দুনিয়ায় মানব-অদৃষ্টে সুখ দুঃখ চক্রাকারে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

মির্জ্জা। ফকির! আমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে, আপনি সংসারত্যাগী মহাপুরুষ, আপনারও প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে।

ফকির। যুবক! ফকিরের প্রাণ সুখদুঃখবোধ রহিত। তোমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌বার আমার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি প্রথম জীবনে যতই দুঃখে পতিত হও না কেন, তোমার ভবিষ্যৎ জীবন রাজতক্তে অবসান হবে। দুনিয়ায় বাদসাহী কর্‌বার জন্য খোদা তোমায় সৃষ্টি ক'রেছেন। বৎস! তুমি কাতর হ'য়ো না।

মির্জ্জা। ফকির! আপনার কথা শুনে আমার মরণোন্মুখ দেহে নব জীবন সঞ্চার হ'চ্ছে। প্রভু! দয়া ক'রে আমার দুঃখকাহিনী শ্রবণ করুন্।

ফকির। বৎস! আমায়, তোমার দুঃখের কথা শুনিয়ে যদি তুমি অন্তরে সুখী হও, বল,—আমি শুন্‌ছি।

মির্জ্জা। পারস্য দেশের জনৈক ঐশ্বর্য্যশালী ওমরাহ আমার পিতা ছিলেন, আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান। সপ্তাহ্পূর্ব্বে আমার পিতৃদেব বোগ্দাদের জনৈক আমীরের কন্যার সহিত আমার সাদী দিবার জন্য আমাদের যাবতীয় পরিবারবর্গ ও প্রচুর ধন রত্নের সহিত একখানি বাণিজ্যপোতে বোগ্দাদ যাত্রা করেন। সমুদ্রমধ্যে যাত্রাকালীন অকস্মাৎ আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠ্লো, দেখ্তে দেখ্তে ভীষণ মূর্ত্তিতে ঝড় এ'ল—অবিরাম বারিপাত,—কঠোর বজ্রধ্বনি,—সীমাশূন্য জলধির উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গাঘাতে পোতখানি যেন প্রতিমুহূর্ত্তে চূর্ণবিচূর্ণ হ'বার উপক্রম হ'য়ে এ'ল,—পোতস্থ যাবতীয় আরোহিবর্গ সেই জীবন-মৃত্যুর মহাসন্ধিস্থলে, আসন্ন পরিণাম ভেবে, সকলে আকুল হ'য়ে খোদার নাম স্মরণ ক'র্ত্তে লাগ্ল,—গেল! গেল!—গেল! চারিদিকে মরণভীতির মহা-কোলাহল উঠ্লো! বিপন্ন ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে আশা ও দুরাশা সেই পোতখানিকে নিয়ে দু'একবার খেলা ক'রে শেষ চিরদিনের জন্য সমুদ্রের অতলজলে অদৃশ্য হ'ল। প্রভু! সেই সাথে আমার সব গেল,—সব ফুরাল! রত্নাকরতলে আমার সমস্ত সাররত্নগুলি নিমগ্ন হ'ল!

ফকির। যুবক! দুনিয়ার জীবকুল ভাগ্যফলের একান্ত অধীন। সে জন্য খেদ করা বিফল।

মির্জ্জা। ফকির! কি জানি, কোন্ অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খোদা সেই মহাদুর্দ্দিনে এ হতভাগ্যের জীবনান্ত না ক'রে, একখানি বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডে আমায় আশ্রয় দেন, সেই কাষ্ঠখণ্ড দৃঢ় ক'রে ধারণ ক'রে আমি অচৈতন্য হ'য়ে পড়ি, তার পর এই দেশের সমুদ্রতটে আমার চৈতন্য হয়। মুসাফের! এই আমার দুঃখময় জীবনকাহিনী। এক্ষণে বলুন, আমার আর জীবনধারণে প্রয়োজন আছে কি?

ফকির। (ঝুলি হইতে কতকগুলি ফলমূল প্রদান) বৎস! এই ফলগুলি ভক্ষণ ক'রে একটু জল পান কর, অগ্রে তোমার দেহ-প্রাণ শান্তিলাভ করুক্, পরে আমি তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রে দেব।

মির্জ্জা। পিতা! আর আমার আহারের সাধ নাই, এই অল্প বয়সে অনেক খেয়েছি!—প্রভু!—আমার কি ছিল, কি হ'য়ে গেল! দেখ্‌তে দিলে না, বুঝ্‌তে দিলে না, যেন নিমিষে একটা মহা-প্রলয় হ'য়ে গেল! আর আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে চাই না।

ফকির। বৎস! সত্যই তুমি বিপদাপন্ন। আমার কথা অবহেলা ক'রো না, এই ফলমূলগুলি গ্রহণ কর।

মর্জ্জা। (ফলমূল গ্রহণ) অধমের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, আমার অন্তরের অবস্থা বড়ই বিভীষিকাময়। আমি আপনার আদেশ উপেক্ষা ক'র্‌ব না। (খাইতে খাইতে) হা খোদা! এই পরিণাম।

ফকির। বাবা! খেদ ক'রো না,—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলানুযায়ী সকলেই পরজন্মে সুখদুঃখভোগে বাধ্য। তবে সংসারমোহাচ্ছন্ন মানবমাত্রই দুঃখে পতিত হ'লে দুনিয়ার সেই মহিমান্বিত মালিকের নামে কলঙ্ক অর্পণ ক'রে নিরয়গামী হয়।

মির্জ্জা। প্রভু! কোন রহস্যই আমি বুঝ্‌তে পারি না। হেথায় কর্ম্ম কি,—ধর্ম্ম কি,—তা কিছুই জানি না। জানিমাত্র পরকরগত অদৃষ্ট নিয়ে পরের ঈঙ্গীতে ঘুরে বেড়াতে।

ফকির। বৎস! তোমার ভবিষ্যৎ জীবন অতীব সুখকর। বিধিনির্ব্বন্ধে তুমি তরুণ বয়সে মর্ম্মান্তিক কষ্টের সহিত যে অবস্থায় পতিত হ'য়ে আজ অনাথ—আশ্রয়হীন হ'য়েছ, এ অবস্থা আর তোমায় বেশী দিন ভোগ ক'র্ত্তে হবে না। বৎস! এ ফকিরের কথা ক্ষণেকের তরেও ভুলে যেও না। খোদার মর্জ্জিতে যখন যে

অবস্থায় পতিত হবে, তখন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। যদি কখনও মহাবিপদে জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হয়, তথাপি যেন খোদার মহিমার উপর প্রাণে অবিশ্বাস না আসে। আর যদি কখনও বাদসার ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ হ'য়ে বাদসার তক্তে উপবেশন কর, সে সময় যেন আপনাকে বিস্মৃত হ'য়ো না। দুনিয়ায় চেষ্টা ক'রে কেউ কখন আপন অদৃষ্টপরিবর্ত্তনে সক্ষম হয় না—প্রথমতঃ মানব-জীবনের সুখসৌভাগ্যের মূল—অদৃষ্ট, দ্বিতীয়তঃ কাল—তৃতীয়তঃ পুরুষকার।

মির্জ্জা। প্রভু! এক্ষণে আমি কি ক'র্ব্বো,—কোথায় যাব?

ফকির। এক্ষণে তুমি এই দেশের বাদসাহের নিকট গমন কর। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হ'লে তোমার অদৃষ্টপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হবে। আর একটী কথা,—তোমায় বিশেষ ক'রে সাবধান ক'রে দিই; স্বপ্নাদিষ্ট, স্বকল্পিত কোন কার্য্য—ভাল হ'ক বা মন্দ হ'ক—কার্য্যে পরিণত হ'বার পূর্ব্বে, জীবন গেলেও অন্যের নিকট সে কথা প্রকাশ ক'র্ব্বে না। অবস্থাপরিবর্ত্তনের সময়ে সবিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ'য়ো। সংসারের পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ!

মির্জ্জা। ফকির! সন্তানের বহুৎ বহুৎ সেলাম গ্রহণ ক'রে আশ্বাস দিন যে, যতদিন জীবন থাকবে, এ দাসকে কখনও পিতৃতুল্য স্নেহ-রাশিতে বঞ্চিত ক'র্‌বেন না। (হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন) প্রভু! বহুৎ বহুৎ সেলাম।

ফকির। বৎস! যাও, বীরের ন্যায় সমরস্রোতে গা ভাসিয়ে সংসার-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

মির্জ্জা। যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

দেলখোসবাগ।

নবাব ও দেলদার।

নবাব। দোস্ত! বল দেখি এ দুনিয়ায় সুখ কিসে?

দেল। (হাসিয়া) জনাব! আপনার প্রশ্নের উত্তর আমা অপেক্ষা আপনার মুখেই সম্ভবে। আমি গরিব,—আমি সুখ কাকে বলে, তা কেমন ক'রে জান্‌বো হুজুর?

নবাব। সেকি দোস্ত! সুখ কাকে বলে, তা তুমি জান না? দুনিয়ায় এমন লোক কেউ নাই যে, আপনার সুখদুঃখ বোঝে না।

দেল। নবাব সাহেব! চিরজীবন যে দুঃখের মধ্যে ডুবে আছে, সে সুখ কাকে বলে, কি ক'র্‌লে সুখ হয়, তা কি ক'রে বুঝ্‌বে? আর তার সে কথা বুঝ্‌বার ফুরসুদ খোদা কখনও দেন্ নি, কাজেই সে জাঁহাপনার কথার উত্তর দিতে অশক্ত।

নবাব। ভাল, তোমার প্রাণে কি কখনও কোন অভাববোধে কোন আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না?

দেল। (স্বগত) কি মুস্কিল, (প্রকাশ্যে) জনাব! আজ আপনার মনে এ আবার কি নূতন রকম খেয়ালের উদয় হ'লো? সমস্ত দিন রাজকার্য্যে হাড়ভাঙ্গা শ্রম ক'রে একটু আরামের জন্য বাগীচায় এলেন, তার মধ্যে আবার এক তুচ্ছ কথা নিয়ে বকাবকি সুরু ক'র্‌লেন কেন?

নবাব। (উগ্রস্বরে) ও সব কথা রাখ, অগ্রে আমার কথার জবাব দাও। (স্বাভাবিক স্বরে) তোমার প্রাণে কি কখন কোন অভাব বোধ কর না ?

দেল। জনাব! আমার কথায় আপনি রাগ ক'র্‌বেন না। জাঁহাপনা! আপনি আমার আশ্রয়দাতা, প্রতিপালক,—আপনার আদেশ অবহেলা করা আমার সাধ্য নয়। তবে আমি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে কথার জবাব কি ক'রে দেব? আর অভাবের কথা যা ব'ল্লেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি যে হুজুর,—কখন কখন পেটের অভাব হয় বটে।

নবাব। সে কি মিঞা! নবাবের দোস্তের আহার্য্যের অভাব ?

দেল। হাঁ হুজুর! ঐটির অভাব। যে দিন জনাবের পার্শ্বে আহারে বসি, সে দিন কতকটা ক্ষুধার জ্বালা মেটে বটে, কিন্তু যে দিন হুজুরের অগোচরে খানার যোগাড় হয়, সেইদিন কিছু বিভ্রাট ঘটে। আর সেই সময়েই হুজুর!—বড় কষ্ট হয়! মনে ভাবি খোদা! কি ক'র্‌লে আমার এ উদরের জ্বালা নিবারণ হয় ?

নবাব। এখন বল দেখি দোস্ত! এখন হ'তে যদি তুমি প্রচুর পরিমাণে উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী প্রাপ্ত হও,—তাহ'লে কি তোমার মনে সুখের উদয় হয় না ?

দেল। সে কথা আর কি ব'ল্‌বো! নবাবের আদেশে যদি প্রত্যহ উদরটী আমার পর্য্যাপ্তরূপে পরিপূর্ণ হয়, তাহ'লে আমার মনে যে কি ভাবের উদয় হয়, তা আমি মুখে ফুটে ব'ল্‌তে পারি না।

নবাব। দোস্ত! এখন বোঝ—মানবের প্রাণের অভাবের নামই

দুঃখ,—আর সেই অভাব পূর্ণ হ'লে, প্রাণে যে ভাবের উদয় হয়, তার নাম সুখ।

দেল। জাঁহাপনা! সবে মাত্র আজ কয়েকদিন নবাবের পদপ্রান্তে আশ্রয় লাভ ক'রেছি। আর কিছুদিন নবাব আশ্রয়ে কালাতিপাত ক'ল্লে, দুনিয়ার সকল বিষয়ই বুঝ্‌তে পার্‌বো।

(নেপথ্যে চিত্তরঞ্জিনীগণের গীত।)

নবাব। এস দোস্ত! আমরা এই মর্ম্মর আসনে উপবেশন করি। চিত্তরঞ্জিনীগণ সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের তৃপ্তি সাধনার্থ অগ্রসর হ'য়েছে।

দেল। দোহাই জনাব! রক্ষা করুন্, রক্ষা করুন্!

(ব্যস্তভাবে প্রস্থানোদ্যত)।

নবাব। একি ব্যাপার দোস্ত?

দেল। জনাব আমায় স্থানান্তরে গমনের আদেশ প্রদান করুন্। আপনার ঐ চিত্তরঞ্জিনীগণ যখন প্রস্থান ক'র্‌বে, তখন আবার আমায় তলব ক'র্‌বেন্। ওরা থাকৃতে আমি আর এক দণ্ডও হেথায় থাকৃতে পার্‌বো না।

নবাব। সেকি মিঞা? সুন্দরী রমণীগণের সুন্দর নৃত্যগীতে দুনিয়ার সবাই মুগ্ধ! তোমার আবার একি বিপরীত ভাব দেখ্‌ছি। তোমার যে সবই অদ্ভুত রকমের!

(দুইজন বাঁদীর প্রবেশ।)

দেল। (পলাইতে উদ্যত ও নবাব কর্ত্তৃক ধৃত)। হুজুর!—আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ছেড়ে দিন—আমার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

এই দেখুন, চক্ষু লাল হ'য়ে উঠ্‌ছে, কৃপা ক'রে ছেড়ে দিন, নইলে আমায় এখুনি দানাতে 'ভর ক'র্‌বে। জনাব! ওদের হাওয়া আমার সহ্য হয় না!

নবাব। এসব কি ব্যাপার দোস্ত ?

(নেপথ্যে পুনরায় গীতধ্বনি)।

দেল। ঐ এলো,—ঐ এলো! (কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান ও চক্ষু মুদ্রিত করণ) জাঁহাপনা! মেহেরবাণী ক'রে, ওদের হেথায় আস্‌তে নিষেধ করুন্‌,—না হয় আমাকে ত্যাগ করুন্‌।

নবাব। চিত্তরঞ্জিনীগণ! তোমরা আমার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত অন্তরালে গমন কর।

বাঁদী। যে আজ্ঞা জাঁহাপনা।

[বাঁদীদ্বয়ের প্রস্থান।

নবাব। (দেলদারের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত)।

দেল। এ্যায় খোদা! এইবার চোখ্‌ খুলি, আর সাড়াশব্দটা কাণে আস্‌ছে না। (চাহিয়া) হুজুর, বাদসা! গোলামের গোস্তাকি মাপ হয়।

নবাব। তোমার ব্যবহারে আমি যারপরনাই বিরক্ত হ'য়েছি। তোমার এই বিচিত্র অভিনয়ের কারণ যে পর্য্যন্ত আমাকে বুঝিয়ে না দেবে, তাবৎ তোমার গোস্তাকির মাপ নাই।

দেল। নবাব সাহেব! আজ আমায় আপনি বড়ই বিপদে ফেল্‌লেন দেখ্‌ছি।

নবাব। ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাই না! তোমার এ রমণীবিদ্বেষের কারণ আমি স্পষ্টরূপে শুন্‌তে চাই।

দেল। হুজুরের আদেশ লঙ্ঘন করা আমার সাধ্য নাই। কাজেই আমায় পুরাতন কথা নূতন ক'রে শুনাতে হ'চ্ছে। দেখুন্ জনাব! এ গোলাম এক ওমরাহের গৃহে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিল। যখন এ দাস যৌবনসীমায় পদার্পণ করে, সেই সময় কি জানি—আমার খপ্‌সুরত চেহারার গুণেই হোক্, আর মালেকের মর্জ্জিতেই হ'ক,—আমাদের বাড়ীর পাশের কোন আমীরের এক পরমা সুন্দরী কন্যা আমায় দেখে একেবারে উন্মাদ! জনাব! ব'ল্‌বো কি, বেটীর য়্যাঁ—না—না, বিবিজানের রূপ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন স্বর্গের হুরী নেমে এসেছে। আমারও কিছু কম্‌তি ছিল না, তা বোধ হয়, জনাব!—এই চেহারা দেখেই মালুম্ পাচ্ছেন্।

নবাব। দোস্ত! কথাটার ডালপালা বাদ দিয়ে, কাজের কথাটা সংক্ষেপে ব'লে ফেল।

দেল। তার পর জাঁহাপনা! দোস্তি!—দুজনে একেবারে এমন দোস্তি হ'ল যে, এ ওকে না দেখ্‌লে মরে, ও একে না দেখ্‌লে মরে! ব'ল্‌ব কি হুজুর!—দোস্তিতে তখন পেটের জ্বালা পর্য্যন্ত রইল না। কেবল দোস্তি,—কেবল দোস্তি!—মধ্যে মধ্যে কান্নাকাটি, মান অভিমান, বিরহ বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, গলায় ছুরি—এসব যেমন হ'তে হয়, তা হ'তে লাগ্‌লো।

নবাব। তার পর—বল—বল।

দেল। তার পর, যখন সেই বিবির মা-বাপ আমাদের এই লুকনো দোস্তির কথা জান্‌তে পার্‌লে—আর জান্‌বে নাই বা কেন, পাপকার্য্য ক'দিন ঢাকা থাকে!—এই তখুনি কিছু বেয়াড়া সুর লাগ্‌ল। প্রথম একদিন চোর গ্রেপ্তার,—উত্তম মধ্যম প্রহার,—তার পর শেষ কারাগার!

নবাব। তার পর—তার পর।

দেল। তার পর কোন রকমে কারাগার হ'তে পলায়ন,—বিবিজানের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ হওন,—উভয়ে পরামর্শ করণ,—শেষ উভয়ে দেশত্যাগ ক'রে বিদেশে পলায়ন;—এই তো হ'ল প্রেমকাণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপন।

নবাব। তার পর কি হ'লো ?

দেল। এইবার তৃতীয় অধ্যায় সুরু। বিদেশে গিয়ে দু'চার দিন চ'ল্‌ল বেশ,—তার পর পয়সা কড়ি—সব হ'লো শেষ,—নিলুম ফকিরের বেশ,—সমস্ত দিন হেঁটে হুঁটে—জান্ ক'রে শেষ,—গুটীকতক পয়সা, আর সের দুই তিন আটা—এই নিয়ে মোকামে গিয়ে ছাড়্‌লুম্ নিশ্বেস !

নবাব। দোস্ত ! তোমার আর ছড়া বেঁধে ব'ল্‌তে হবে না, এখন একটু ত্বরিত তোমার বক্তব্য সেরে নাও।

দেল। এইরূপে বৎসরাবধি খাইয়ে পরিয়ে বিবিজানকে তাজা ক'রে রাখলুম্। তার পর একদিন দেখি, বাড়ীর পাশে কতকগুলো ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদ হাতে নিয়ে, এক বেটা কাফরা দাঁড়িয়ে আছে; জিজ্ঞাসায় জানলুম্—যে, আমার কপালেই থানা পেকিয়েছে! বিবি আমার সঙ্গে দেখা শুনা একদম বন্দ ক'রে দিলে। একদিকে পেটের জ্বালা,—অন্য দিকে প্রাণের জ্বালা,—আমায় পাগল্ ক'রে তুল্লে, আমি শয্যা নিলুম্।

নবাব। বল কি দোস্ত ! বিবি সাহেবা তোমার প্রতি এমন অত্যাচার ক'ল্লে ?

দেল। আরে মশায় ! তার পর শুনুন, এখনি চম্‌কাবেন্ না।

নবাব। তার পর কি ক'ল্লে ?

দেল। তার পর একদিন সন্ধ্যে বেলা গোটা-চারেক গোলাম এসে জোর ক'রে আমার হাত, পা, মুখ বেঁধে—খাটিয়ায় তুলে জীয়ন্তে

কবর দিতে নিয়ে গেল। ভাবলুম্,—এত দোস্তির পরিণাম—বুঝি জীয়ন্তে কবরের ব্যবস্থা! আমি সেই গোলাম কজনকে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে—সে যাত্রা রক্ষা পেলুম্। শেষ নাকে কাণে খত্ দিয়ে, দোস্তির মুখে ছাই দিয়ে, দেশ বিদেশে ঘুর্তে ঘুর্তে, ভাগ্যফলে আপনার দোস্তরূপে—আপনার তক্ততলে আশ্রয় লাভ ক'রেছি। এখন বলুন্ দেখি জনাব!—আমার গোস্তাকি মাপ হবার যোগ্য কি না?

নবাব। দোস্ত! সব ত বুঝ্লুম, কিন্তু তোমার চোখ বোজার অর্থটা কিছুই বুঝ্তে পারলুম্ না। ঐটে বুঝিয়ে দিলে তোমার গোস্তাকি মাপ হবে।

দেল। জনাব! বনের বাঘিনী দেখ্তে ভাল, কিন্তু তার নিকটে গিয়ে দেখ্বার ইচ্ছা হ'লে যেমন আর নিস্তার নাই, ও সয়তানীর জাতিদেরও সেইরূপ। বরং দূর হ'তে বাঘিনীকে দেখায় কোন হানি নেই, কিন্তু জেনানাদের একবারে না দেখাই ভাল। ওদের ঐ চক্‌চকে তক্‌তকে চেহারার মধ্যে কপালের উপর যে বড় বড় দুটো চোক আছে ওতে কখন জল,—কখন হাসি,—কখন ফাঁসি,—সব আছে ও বড় ভয়ানক জিনিষ! বিবির যদি মর্জ্জি হয়, আর মরদের আঁখিতে যুগল আঁখি এক করে, অমনি বিজলি ছাড়ে, বাস্ মরদও গম্ খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়! তার পর ওদের দেহে হরেক রকম খোস্‌বু আছে। সেই সুবাস যেই মরদের নাকে সেঁদুলো, অমনি তার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ ক'রে উঠলো! আর যাইনা, কোয়েলের মতন মিঠি আওয়াজ কাণে গেল,—দেখ্তে নেই, শুন্তে নেই,—অমনি মরদ কোমর ভেঙ্গে ব'সে প'ড়্লো! তার উপরে যখন চরণযুগলে ঘুমুর দিয়ে, ঝমর্ ঝমর্ ঝনাৎ ঝনন্—ঝিনি ঝিনি ঝিনি৲ বুলি দিয়ে

নেচে এসে আলিঙ্গন দান ক'র্‌লে,—তখনি জল্‌জেন্ত মানুষটা জেনানাদের পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে, সারা জীবন—নাক ফোঁড়া ভালুকের মত ঠমকে ঠমকে—নাচ্‌তে নাচ্‌তে, একদিন বুক শুকিয়ে—দুনিয়াকে ফাঁকি দিলে! জনাব!—এখন বুঝ্‌তে পারলেন্‌ কি, আমি চোক বুজিয়ে নাক কাণ বন্ধ ক'রেছিলেম্‌ কেন?

নবাব। মিঞা সাহেব! তোমার কথাগুলি রহস্যোদ্দীপক বটে, কিন্তু সুযুক্তির বহির্ভূত। খোদার সকল কার্য্যই মঙ্গলময়। তাঁর কার্য্যকলাপ মানবের বোধের অগম্য। দুনিয়ায়, রমণীজাতি হজরতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! দোস্ত! নারী না জন্মালে যে সৃষ্টি লোপ হ'য়ে যেত; সংসারে একের শক্তিতে কোন কার্য্যই সম্পাদন হয় না; রমণী বিহনে পুরুষজাতি শক্তিহীন।

দেল। নবাব সাহেব! ও কথাটা ঠিক প্রাণে লাগ্‌ল না। মরদ মাদীতে সাদি না হ'লে বংশ থাকে না বটে, আরতো কোন মারাত্মক ক্ষতি দেখি না—তবে খানা পাকানটার একটু কষ্ট হয় বটে।

নবাব। আরে বাতুল! তোমাকে বোঝান আমার সাধ্য নয়। খোদার রাজ্যে সবাই যদি সংসারের মাঝে তোমার মত শূন্য প্রান্তরস্থ তালবৃক্ষবৎ দাঁড়িয়ে থাকৃত, তাহ'লে যে খোদার রাজপাট দুদিনে উঠে যেত।

দেল। জাঁহাপনা!—

নবাব। আর আমি তোমার সঙ্গে মিছে বাক্যব্যয় ক'র্‌তে চাইনে তবে এ কথা নিশ্চয়, আজ হ'তে আমি চেষ্টা ক'র্ব্বো, যাতে তোমার হৃদয় থেকে, এ অন্ধবিশ্বাস দূর ক'র্ত্তে পারি। এখন তুমি প্রাসাদে গিয়ে বিশ্রাম কর, ঐ দেখ বেগম সাহেবা তাঁর সহচরীগণকে সাথে নিয়ে এখানে আস্‌ছেন্‌।

দেল। নবাব সাহেব! গোলামের শত শত কুর্নিশ গ্রহণ করুন্, আমি এক্ষণে বিদায় হই।

[প্রস্থান।

চিত্তরঞ্জিনীগণের গীত গাহিতে গাহিতে
বেগম সাহেবার সহিত প্রবেশ।

গীত।

কিবা মধুর কিরণ ছড়িয়ে বিধু নীলিমায় হাসিছে।
তায় ঝুর্ ঝুর্-ঝুর্-ফুর্-ফুর্-ফুর্ মলয়া বহিছে॥
কুঞ্জে-পুঞ্জে—নবীন কলিকা,—বাস বিলাইয়ে দুলিছে,
সবে দেখ্তে শশীর-প্রেমের খেলা,—ঘোম্টা খুলেছে,
কুসুম-সুবাস করিয়া চুরি, মলয়া ছুটে গিয়েছে ;—
পরশি প্রেমিক—প্রেমিকা প্রাণে—মাতিয়ে তুলেছে॥

বেগম। জনাব! আজ আপনি আমার সহচরীগণকে বাগীচায় আস্তে নিষেধ করেছেন নাকি?

নবাব। পিয়ারে! সে বড় রহস্যের কথা, সময়ান্তরে শুন্বে। এখন বল,—তোমার মেজাজ সরিফ কি না?

বেগম। নবাব সাহেবের দোয়াতে বাঁদীর মেজাজ সদাই খোস্ আছে। জাঁহাপনার দেহ প্রাণের সুস্থ সংবাদে দাসীকে চরিতার্থ করুন্!

নবাব। বেগম! জেনাৎমহল্ সর্ব্বদা যার মহল আলো ক'রে আছে, তার প্রাণে কখনও অপ্রসন্নতা আস্তে পারে কি?

বেগম। (উঠিয়া) কেন নাথ! হকিমের প্রয়োজন কি?

নবাব। প্রিয়ে! তোমায় মূর্চ্ছাগত দেখে, আমার বড়ই শঙ্কা হ'য়েছিল, তাই হকিমকে আন্‌তে ব'ল্‌ছিলুম।

বেগম। ও কিছু না নবাব! অত্যধিক মনোবেগে হঠাৎ আমার মাথাটা ঘুরে উঠ্‌লো, তাই অমন হয়েছিল। জনাব! এখন মর্‌বো না, এত ভালবাসা ত্যাগ ক'রে মর্ত্তে পার্‌বো না; আমার হৃদয়-সাগরে সাধের তুফান ছুটেছে, এখন মর্‌বো না। দাসীর সর্ব্বস্ব—বাঁদী কি একাই দেবতার পদ সেবায় নিয়োজিত থাকৃতে পার্‌বে? এই একটা কথা,—এই একটা কথা শুন্‌তে বড় সাধ হয়, কিন্তু সাহস হয় না, বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটে ব'ল্‌তে পারি না।

নবাব। জীবন-সঙ্গিনী! আমি পশু নই; আমাতে মনুষ্যত্ব আছে, আমি খোদার সৃষ্ট-সন্তান! সয়তানের সন্তানের কার্য্য আমাতে সম্ভবে না। প্রিয়ে এখনও অবিশ্বাস?—এ অবিশ্বাসের কারণ কি জান? এই কুটিল সংসার।

বেগম। বাঁদীর হৃদয়ে সন্দেহ ক'র্ব্বেন না। জনাব! দাসী অসম্ভব কিছু আশা করে না, দুনিয়ায় সম্ভবের স্থায়িত্ব অধিক, যে কার্য্য যে স্থানে যত অসম্ভব-সংঘটন, সে কার্য্য—তথায় অতি সত্বর লয় হয়। শত সহস্র লক্ষ কোটী প্রজার পিতার স্বরূপে তাদের রক্ষার ভার খোদা—আপনার উপর অর্পণ ক'রেছেন। সে কার্য্য অতি দায়িত্ব পূর্ণ। অগ্রে তাদের সন্তানতুল্য স্নেহনির্ব্বিশেষে প্রতিপালনরূপ মহা-সমস্যাময় কর্ত্তব্য চিন্তা, তার পর আমি। জনাব! সেই অল্প সময়টুকু দাসীর পক্ষে যথেষ্ট। নাথ! দাসী বাদসাহের বেগম নহে, বাঁদী। তাঁর সুখদুঃখের তুল্যরূপে অংশভাগিনী! নবাবের কর্ত্তব্য অপেক্ষা দাসীর কর্ত্তব্য কিছুমাত্র ন্যূন নহে। প্রাণেশ! সর্ব্বোচ্চ মালিকের নিকট

কায়মনে দিবারাত্রি প্রার্থনা করি যে, আমার ইহ লোকের ইষ্টদেবতার রাজশ্রী, যশ, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ, যেন দিন দিন মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রতাপশালী হ'য়ে সমস্ত দুনিয়ার শত্রু মিত্রকে মুগ্ধ করে।

নবাব। পিয়ারে! আমায় ব'ল্‌তে পার, তুমি কে? স্বর্গের কোন হুরী কি শাপভ্রষ্ট হ'য়ে দুনিয়ায় এসেছো!

বেগম। নবাব সাহেব; দাসী সামান্যা মানবী, আপনার চরণ-সেবিকা বাঁদী।

নবাব। রমণী! তুমি আমার দুনিয়ার রাজত্বের সর্ব্বসৌভাগ্যের মণিময় মুকুট!

বেগম। প্রভু! রজনীর মধ্যম যাম অতিবাহিত হ'য়েছে। এক্ষণে বিশ্রামাগারে গমন করুন। বিশেষ কল্য আপনার জন্মতিথি-উৎসব, সে কথা কি বিস্মৃত হ'য়েছেন? সহচরীগণ! তোমরা রক্ষিগণকে প্রস্তুত হ'তে বল।

সেলিনা। যে আজ্ঞা।

নবাব। কল্য জন্মতিথি-উৎসব, তাহা আমি বিস্মৃত হই নি; সে সম্বন্ধে উজীরের উপর যথাযথ ব্যবস্থার ভার অর্পণ ক'রেছি প্রিয়ে। জেনাৎ! তোমার সহচরীগণের নৃত্য গীত, হাব ভাব তৃপ্তিদায়ক বটে; কিন্তু প্রিয়ে! তোমার মধুময় কণ্ঠে চিত্তদ্রবকর তান-লয়যুক্ত সংগীত যে দিন অন্ততঃ একটীও না শুন্‌তে পাই, সে দিন যেন আমার হৃদয়ে সাধের একটী কর্ম্ম অপূর্ণ থাকে।

বেগম। দাসীর গান শুন্‌তে জাঁহাপনা এত ভাল বাসেন! বাঁদী তার সমস্ত শিক্ষা ও শক্তিতে এখনি নবাবকে সুখী ক'র্ত্তে চেষ্টা ক'র্‌বে; তবে কৃতকার্য্য হই কি না, সে বিচার-ভার নবাবের উপর।

বেগমের গীত।

জীবনে মরণে নাথ! আমি তব দাসী।
রহিতে চরণ-ছায়ে,—সদা অভিলাষী॥
দেবতা আমার তুমি,—একান্ত সেবিকা আমি,
দেহ প্রাণ সঁপি পদে, পূজি দিবা নিশি,
কামনা নাহিক কিছু,—শুধু ভাল বাসি॥

জনাব! ঐ শুনুন পক্ষিগণ কলরব ক'রে উঠেছে। বোধ হয়, প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই। আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, চলুন নাথ! প্রাসাদে অগ্রসর হ'ন।

নবাব। প্রিয়ে; তোমার বুঝ্‌বার ভুল হ'য়েছে। পক্ষিগণ প্রভাত হ'য়েছে ব'লে গান গাইছে না, তোমার জগ-জন জীবমোহিনী স্বর-লহরীতে তারাও জাগ্রৎ হ'য়ে—মেতে উঠেছে।

বেগম। জনাব! মার্জ্জনা করুন, আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা বাঁদীর উচিত নয়। উপস্থিত বাঁদীর প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে, গাত্রোত্থান করুন।

নবাব। বেগম! তোমার আবার প্রার্থনা কি! তোমার আদেশ সর্ব্বক্ষণ আমার পালনীয়। গোলাম!

(গোলামের প্রবেশ ও কুর্ণিশান্তে দণ্ডায়মান)

গোলাম। হুকুম্ জনাব!

নবাব। আলোকধারিগণকে ডাক! দেহরক্ষিগণকে প্রস্তুত হ'তে বল।

গোলাম। হুজুর! সকলি প্রস্তুত।—[সাঙ্কেতিক শব্দ করণ)

(যুগপৎ আলোকধারী ও সশস্ত্রে রক্ষিগণের প্রবেশ)!

নবাব।—চল বেগম! তোমরা সকলে অগ্রসর হও।

(অগ্রে আলোকধারিগণ, চতুষ্পার্শ্বে দেহরক্ষিগণ, বেগমের হস্ত ধরিয়া নবাব ও পশ্চাতে অন্যান্য সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

বাদসাহের প্রাসাদ-সন্নিকটস্থ পথ-পার্শ্বস্থ উপবন।

(মৃত্তিকা-শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া মির্জ্জান উপবিষ্ট।)

মির্জ্জান। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) এই যে উষার উন্মেষে বনচর পক্ষিগণ, উৎফুল্ল প্রাণে নবীন প্রভাতের আবাহন-গীতে, উপবনকে মুখরিত ক'রেছে; প্রকৃতির আজ্ঞাবাহী জীবপ্রাণ সমীরণ, সদ্যঃ প্রস্ফুটিত ফুল কুলের সৌগন্ধ হরণে, মৃদুমন্দ ভাবে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হ'চ্ছে! এখনি উষার কুয়াশা দূর হ'য়ে অরুণোদয়ে মেদিনী হাস্‌বে! দুনিয়ার সমস্ত জীব, নবীন প্রভাতে, নবীন জীবনে, নবোৎসাহে সকলই নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। খোদা! আমার দগ্ধাদৃষ্টে সবই বিপরীত। আমার ত আর সংসারে কোন কার্য্যই নাই! এ দীনের কার্য্য-কারণ এক মুহূর্ত্তেই যে চির দিনের মত শেষ ক'রেছ; প্রভু! এ অনন্ত কার্য্যক্ষেত্রে আমিই কেবল কার্য্যহীন। খোদা! তোমার কার্য্যের সমালোচনার প্রয়োজন নাই; দেখি, আরও তুমি আমায় কত কঠোর

দুঃখের মাঝে নিক্ষেপ কর। আমি সব সইতে প্রস্তুত। মহাপুরুষের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সময়-স্রোতে ভেসে যাব। সমস্ত রজনী দুশ্চিন্তায় জাগরণে, দেহ প্রাণ বড়ই ক্লান্ত হ'য়েছে, প্রভাত-সমীরণ স্পর্শে নিদ্রা-কর্ষণ হ'চ্ছে, এই স্থানে আর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি।—(শয়ন ও নিদ্রিত হওন।)

পাহাড়িয়া ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীগণের প্রবেশ ও গীত।

হামি লোক যোয়ান্‌কা বাচ্চা—মরদ সাঁচ্চা,
সব কই জবর জোয়ানী কামদার !
লড়হাই উঠানে, হাতিয়ার চালানে
বহুত বহুত হুঁসিয়ার !!
এহি হায় আপশোষ সাভিকো দিল্‌মে,
লড়হাই কভি নেহি বাদসা রাজমে,
মরচামে সব বররত হোতা, তীর টা'ঙ্গি তলোয়ার !
দুষমণ নেহি মিল্‌তা, লহু নেই ছুট্‌তা,
আরে এ কেয়া গুণহাগার ॥

১ম-ব্যাধ। আরে চল্‌বে চল্‌, জল্‌দি চল্‌। আজ 'নবাব মোকামে বড়া খানা হোগা, হরণা বহুৎ মার্‌না, ইমাম ক'রে মিলে শিকার বহুত তরে, তব্‌ মিলেগা বকসিস্‌ মাগ্‌গী মেরে।

১-ব্যা-পত্নী। তেরা বড় মুরাদ, তুতো নাদান মরদ, কভি দু একঠো, কিয়া শিকার! তেরা ভাগমে জুটা হাম, উসিছে গুজার হোতা কাম।

২য়-ব্যাধ। আরে মিতিন্‌, তু কাজিয়া রাখ্‌, আভি আপনা শিকার দেখ্‌।

৩য় ব্যাধ। আরে মরদ, চল্‌বে চল্, গাড়া বন্‌মে জল্‌দি চল্।

৪র্থ-ব্যাধ। কাল উজীর সাহেব হুকুম কিয়া, বহুৎ জলদি শিকার লেকে উস্কা পাস্ হাজির হোনা, তব মিলেগা খানা পিনা, নেহিত যাগা গরদানা।

২য় ব্যা-পত্নী। আরে তু চল্‌না মরদ, আপনা জানমে আপনা দরদ।

৩য় ব্যা-পত্নী। আরে মরদ চল্‌বে চলি, থোড়ি বাদমে উঠ্‌বে বেলি।

৪র্থ ব্যা-পত্নী। আরে তু সব ক্যা সমঝা, গরদানা পর পরওয়ানা, নেশা খাকে নেহি ভুলনা, চল্‌বে চল্, সব কই চল্, নেহিত পিছু হোগা বেহাল।

(হামিলোক যোয়ানকা বাচ্চা ইত্যাদি গাইতে গাইতে সকলের প্রস্থান)

(শরীররক্ষক পরিবৃত-নবাব, উজীর ও দেলদারের প্রবেশ।)

নবাব। দোস্ত! আজ তুমি আমার একটি কথার সদুত্তর প্রদান কর। এমন মধুর সময়ে প্রভাত-বায়ু স্পর্শে দেহ প্রাণের অবসাদ দূর ক'রে, মুক্তাকাশ-নিম্নে পদচারণা ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে প্রকৃতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তনশীল ক্রিয়ার, সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্ম গ্রহণে কখন সক্ষম হ'য়েছ কি?

দেল। নবাব সাহেব! জন্মে অবধি জ্ঞানের উদয় হওয়ার পর থেকে আজকার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কখনও সূর্য্যি ভায়ার এমন রাঙ্গা মুখ দর্শন করি নি। জনাব! এখনও আমার নিদ্রার ঘোর কাটে নি। আমি অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগরিত অবস্থায় আপনাদের সাথে চ'লেছি। হাঁ! আপনি আমায় যে কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলেন, তার ত উত্তর দিয়েছি; জনাব! নিদ্রাদেবীর প্রিয় সন্তান আমি, তাঁর অবাধ্য হওয়া আমার সাধ্য নয়! আর দেখুন জনাব! দুনিয়ায় যতটুকু সময় ঘুমিয়ে থাকা যায়, সেই টুকুই ভাল, নিদ্রা ভাঙ্গ্‌লেই বড় জ্বালা। চারিদিকে কেবল নীচ হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতার কঠোর কলরব।

নবাব। মিঞা, তোমার শেষ কথাটা বড়ই সারগর্ভ। সত্যই তুমি

দুনিয়ায় সুখী। নিরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই এ দুনিয়ায় পবিত্র শান্তি লাভে কৃতকার্য্য হয়। এস দোস্ত! আমরা এই শিলাখণ্ডোপরি উপবেশন করি। উজীর! তোমরা সকলে এই স্থানে অপেক্ষা কর।

উজীর। জনাবের আদেশ শিরোধার্য্য!

(নবাব ও দেলদারের অগ্রসর হওন।)

নবাব। (কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া চকিতে) দোস্ত! দেখ, দেখ, এক অতি অপূর্ব্ব সুন্দর যুবা পুরুষ ঐ বৃক্ষতলে নিদ্রামগ্ন! কে এ যুবা? একে দেখে, কোন আমীর ওমরাহের সন্তান ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

দেল। তাইত' জনাব! এযে আপনার কথা সবই সত্য দেখ্ছি।

নবাব। প্রিয়দর্শন যুবক নিশ্চয়ই কোন উচ্চবংশসম্ভূত ভাগ্যবান্ ব্যক্তির বংশধর। আহা! কার আলোক-রাজ্য আঁধারক 'রে—কি দুঃখে যুবা এ কঠিন বনবাসব্রত গ্রহণ ক'রেছে! দোস্ত! তুমি যুবকের নিদ্রাভঙ্গ কর—যুবার পরিচয় জান্বার জন্য আমার মন বড়ই চঞ্চল হ'য়েছে।

দেল। আমারও একে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান ব'লে বোধ হ'চ্ছে! যাক্, আর আমাদের সন্দেহ রাখ্বার প্রয়োজন কি!

(মির্জ্জানের গাত্র স্পর্শ করণ)।

মির্জ্জান। (চকিতে নিদ্রাভঙ্গের পর সসম্ভ্রমে সেলাম করণ)।

নবাব। যুবক! এ অবস্থায় এ বনপ্রান্তে কে তুমি? কোন্ দেশে তোমার বাসস্থান? আমার নিকটে অকপটে তোমার প্রকৃত পরিচয় প্রদান কর।

দেল। হ্যাঁ হ্যাঁ বাপজান্! নবাব সাহেব—

নবাব। (দেলদারের গাত্রস্পর্শে ইঙ্গিত করণ ও প্রকৃত পরিচয় দানে বাধা দেওন)।

দেল। মিঞা সাহেব যা ব'ল্‌ছেন্‌, তার ঠিক ঠাক জবাব দাও।

মির্জ্জান। মিঞা সাহেব! আপনি যেই হ'ন, পরিচয় জান্‌বার অধিকার আমার নাই। তবে আপনার বীরোচিত মূর্ত্তি দর্শনে সামান্য ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না! আপনি যখন কৃপা ক'রে আমার পরিচয় চাচ্ছেন, তখন আমি কখনই আত্মগোপন ক'র্ব্বো না, বিশেষ অদৃষ্ট-বিপ্লবে আমার পরিচয় দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

নবাব। (স্বগত) আমার অনুমান যথার্থ, সত্যই যুবক কোন সম্ভ্রান্ত কুলোজ্জ্বলকারী। (প্রকাশ্যে) যুবক! তুমি আমাকে পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়জ্ঞানে তোমার আত্ম-কাহিনী প্রকাশ কর।

মর্জ্জান। মিঞা সাহেব! যখন আশ্বাস প্রদান ক'রেছেন, তখন আর আমার আশঙ্কা নেই। পারস্য দেশের কোন সম্ভ্রান্ত ওমরাহ, এ হতভাগ্যের জন্মদাতা! দাসের নাম মির্জ্জান আলি। দুনিয়ার নবাবের ন্যায় মান সম্ভ্রম সকলি ছিল। আমায় বয়ঃপ্রাপ্ত দেখে পিতা বোগ্দাদের কোন উচ্চবংশীয় আমীরের কন্যার সহিত সাদী স্থির করেন, নিরূপিত সময়ে পিতৃদেব প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন ও আমাদের যাবতীয় পরিবারবর্গের সহিত একখানি বোগ্দাদযাত্রী অর্ণবপোতে আরোহী হ'য়ে বোগ্দাদ যাত্রা করেন। দিবসত্রয় জলপথে গমন করার পর অকূল সমুদ্র-মাঝে, প্রকৃতি-বিপ্লবে পোতখানি—যাবতীয় আরোহিগণের সহিত জলমগ্ন হয়। আমি একখণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বন ক'রে ভাস্‌তে ভাস্‌তে অচৈতন্য হ'য়ে পড়ি; তারপর এই দেশের সমুদ্রতটে আমার চৈতন্য সঞ্চার হয়। ক্রমাগত অনাহারে অনিদ্রায় চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে—এই উপবন মধ্যে উপস্থিত হ'য়েছি। সাহেব! এই আমার দুঃখকাহিনী। এক্ষণে আমার বাসনা, এই স্থানে এই ভাবে খোদার নাম স্মরণ ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে জীবন ত্যাগ ক'র্ব্বো।

নবাব। মির্জ্জান! তোমার দুঃখের কথা শুন্‌লে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। বিধাতার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে, তোমার প্রাণে দুনিয়া ত্যাগ ক'র্‌বার বাসনা হ'য়েছে ; কিন্তু খোদার সন্তান তুমি— একবার ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখ দেখি যে, তুমি ইচ্ছা ক'ল্লেই কি অসময়ে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার?—দুনিয়ায় জীবন মৃত্যু দুইটী মহাকার্য্য মানবের আয়ত্তধীন নয়—সে কার্য্যের মালিক একমাত্র সেই দুনিয়ার অধিপতি! এক্ষণে তুমি জীবন নাশের কল্পনা ত্যাগ ক'রে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর। সেখানে তোমার কোনরূপ অমর্য্যাদা হবে না। তোমার পিতা মাতার অভাব-জনিত দুঃখ কষ্ট দূর ক'র্ত্তে আমি সদাই যত্নবান্ হব। এস বৎস! আমায় আলিঙ্গন দাও।

মির্জ্জান। (আলিঙ্গন দানান্তে) নবাব সাহেব! অদৃষ্ট-পীড়িত দাসের প্রতি এত কৃপা! খোদা! সত্যই আমি জ্ঞানহীন, তোমার মহিমা কি ক'রে বুঝ্‌বো!

নবাব। এস বৎস! প্রাসাদে গমন করি। আর এ স্থানে বিলম্ব ক'রে তোমার দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেহ প্রাণকে অধিক কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এস, এক্ষণে আমার সহিত যাত্রা কর।

মির্জ্জান। চলুন প্রভু!—(উজীরের সহিত সকলে গিয়া মিলিত হওন।)

নবাব। উজীর! আজ আমার বড় শুভদিন! আজ আমার জন্ম-তিথির দিনে একটী অমূল্য রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি।

উজীর। কে এ সুদর্শন যুবা পুরুষ? একে কোথায় পেলেন?

নবাব। আমার সহগামী হও। সকল বিষয়ই জান্‌তে পার্‌বে।

(বাবরালী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

বাব। একি আশ্চর্য্য ঘটনা! নবাব সাহেব অপরিচিত যুবককে দর্শন মাত্রেই সন্তানের ন্যায়—মহা স্নেহে যত্নে, রাজপুরীতে আশ্রয় দিলেন। খোদা!

আমার ভাগ্যে ত এ অভাবনীয় সুযোগ সংঘটন হয় নি। একি হ'ল? জনশ্রুতিতে নবাবজাদি মম্‌তাজ্‌ন্নেসার অপরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শুনে স্বদেশের সুরম্য প্রাসাদ—ওমরাহবংশের উচ্চ মান সম্ভ্রম, রাশি রাশি আস্‌রফি, প্রাণ প্রিয় আত্মপরিজন,এ সকলের মমতা বর্জ্জন ক'রে—যে আশার উন্মাদনায় জঘন্য দাসত্বব্রত গ্রহণ ক'রেছি, সে আশা—সে সাধ আমার পূর্ণ হবে কি? এ কি ভাল ক'রেছি, আমার কিসের অভাব ছিল? মনে ক'র্‌লে আপন আবাসে রূপের হাট বসাতে পার্‌তেম না কি? রমণীর রূপতৃষ্ণার কিভয়ানক মোহকারী শক্তি! সে শক্তির প্রভাবে আমার সব ভেসে গিয়েছে,অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছি, এখন আর ফের্‌বার উপায় নেই! যে আশায় উন্মাদ হ'য়েছি—আমার সে বাসনা,—যে কোন উপায়েই হোক কার্য্যে পরিণত ক'র্‌তে হবে; আমার সে সাধের পথে যদি কেউ এসে কণ্টক হয়—নিজ হস্তে জীবন পণেও সে কণ্টক সরিয়ে দেব। এখন দেখা যাক্‌, অদৃষ্টের গতি কোন্‌ পথে ধাবিত হয়। আমার অসীম সামর্থ্যের সম্মুখে ও ক্ষুদ্র পতঙ্গ কতক্ষণ স্থায়ী হবে? (পরিক্রমান্তে) বাবরালির প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী—হা হা! হা হা!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

বসোরা—নবাব-দরবার।

সিংহাসনোপরি নবাব। নিম্নে উজীর, অমাত্য ও সভাসদ্‌বর্গ।

নবাব। সমাগত সভাসদ্বর্গ—অমাত্যবর্গ এবং সচিবশ্রেষ্ঠের নিকট আমি আমার রাজ্যের সন্তানতুল্য প্রজাবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করি।

উজীর। (সেলামান্তে) জাঁহাপনার ন্যায় সর্ব্ব গুণাকর ন্যায়বান্ নবাব যে রাজ্যের অধীশ্বর, সে রাজ্যের প্রজাবর্গ সকলেই যে অবিচ্ছেদ শান্তি সুখ উপভোগ ক'র্ব্বে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

জনৈক সভ্য। উজীর সাহেবের বাক্য অতীব যুক্তিপূর্ণ; আমরাও সকলে একবাক্যে সচিব মহোদয়ের মতের অনুমোদন করি।

নবাব। উজীর! প্রজাবর্গের মনোগত অভিপ্রায়, তাদের সুখ দুঃখ ও অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে—গোপনে সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে সমস্ত গুপ্তচর দিবারাত্রি ছদ্মবেশে বিচরণ ক'চ্ছে, প্রত্যহ তাদের সংগৃহীত তথ্য সকল সংগ্রহ করা হয় কি না?

উজীর। জনাব! এ বৃদ্ধ—নবাবের আদেশ প্রতিপালনে কখনও অমনোযোগী নহে, গুপ্তচরবৃন্দ সকলে সমস্বরে প্রজাবর্গের সুখ শান্তির কথা জ্ঞাপন করে।

২য় অমাত্য। নবাব সাহেব! মার্জ্জনা ক'র্ব্বেন, উজীর সাহেবের কোন কথাই অতিরঞ্জিত নয়।

নবাব। যে সমস্ত অমাত্যবর্গ—সভ্যবৃন্দ আজ দরবারে উপস্থিত আছেন, তাঁরা সকলে শুনুন, আজ আমার বড় সুখের দিন, আপনারা সকলেই জানেন, আপনাদের নবাব এক্ষণে প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত, কিন্তু মালীকে মর্জ্জিতে তিনি পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত! এত বড় রাজ্যপাট উত্তরা-

ধিকারি শূন্য! এতদিন মহান্ কর্ত্তব্যপাশে আবদ্ধ হ'য়ে পরকালের উপায় অবলম্বনে বিস্মৃত ছিলাম—কবে আমার ফুরসুৎ হবে, কবে আমি দিবা-রাত্রি—হজরতের সাধনায় ব্রতী হ'য়ে হৃদয়ে পবিত্র শান্তিলাভ ক'র্‌ব, এই ভাবনায় আমি শান্তিহীন! এ দিকে আবার আমার এ সোণার রাজ্য—কার করে অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হব? উপযুক্ত পাত্রই বা কই যে, আমার তক্তের যশগৌরব রক্ষায় সক্ষম হবে? আমি এই দুই চিন্তায় বড় ব্যাকুলিত ছিলাম। কিন্তু খোদা আজ আমার সে চিন্তার অবসান ক'রেছেন। আমার কাতর প্রার্থনায় এতদিনে তাঁর করুণার উদ্রেক হয়েছে। খোদা দয়া ক'রে একটী সদ্বংশজাত যুবা পুরুষকে আমার একমাত্র নয়নানন্দকর কন্যার ও বসোরার রাজতক্তের ভাবী স্বামীত্বের স্থান অধিকার ক'র্‌বার জন্য আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সে অনিন্দ্যসুন্দর যুবার পরিচয় বোধ হয় আপনারা সচিবের নিকট পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হ'য়েছেন, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। উজীর! ওমরাহজাদাকে দরবারে আনয়ন কর।

(উজীরের প্রস্থান।)

এক্ষণে আমার কল্পিত বিষয়ে আপনাদের স্ব স্ব স্বাধীন মতামত প্রকাশে অনুরোধ করি।

জনৈক সভ্য। হে দীনপ্রতিপালক! হে মূর্ত্তিমান্ দয়ার অবতার! এ শুভ অনুষ্ঠানে আমরা সকলেই একান্ত মনে নবাবের কার্য্যের পোষকতা করি।

(উজীরের সহিত মির্জ্জানের প্রবেশ।)

রক্ষিগণের তরবারি উত্তোলন।

মির্জ্জান। (সেলামান্তে) ধর্ম্মাবতার! আশ্রয়দাতা! দাসের হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ শত শত সেলাম গ্রহণ করুন্।

নবাব। বৎস! উপবেশন কর। (মির্জ্জানের উপবেশন।)

জনৈক অমাত্য। যুবার কি অপূর্ব্ব বীরোচিত মূর্ত্তি! মুখমণ্ডলে কি বীরত্বব্যঞ্জক ভাব! দেহের কি অনুপম গঠন! যথার্থই যুবক কোন উচ্চবংশের উপযুক্ত সন্তান।

২য় অমাত্য। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন! খোদার কৃপায় আজ আমরা বসোরার ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতাকে লাভ ক'রেছি।

নবাব। আপনাদের মনোভাব দর্শনে সত্যই আমি আজ আনন্দে মুগ্ধ। বৎস! আজ হ'তে তুমি নবাবজাদার স্থান অধিকার ক'ল্লে। এক্ষণে চারিটি প্রধান কার্য্য-ভার তোমায় অর্পণ ক'চ্ছি। দিবার প্রথম ভাগে শিক্ষকের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা, বিদ্যাশিক্ষা ও রাজনীতি শিক্ষা; দিবার দ্বিতীয় ভাগে সমর-শিক্ষকের নিকট সমর-কৌশল শিক্ষা। অমাত্যগণ! আশা করি, আমার এই কার্য্য-প্রণালী আপনাদের অনুমোদনের যোগ্য হবে।

১ম অমাত্য। অপরাধী ক'র্‌বেন না নবাব সাহেব! সর্ব্বনীতিবিশারদ আপনি! সুতরাং সে বিষয়ে আপনার মতই অবশ্য পালনীয়।

নবাব। (মৌলবীর প্রতি) মৌলবী সাহেব! আজ হ'তে ওমরাহ-জাদার বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশাস্ত্রশিক্ষা ও রাজনীতিশিক্ষার ভার আপনার হস্তে প্রদান ক'ল্লুম্। আমার কন্যার সহিত একত্রে—ওমরাহজাদাকে শিক্ষা প্রদান ক'র্‌বেন।

মৌলবী। জনাব! এ অধীন নবাবের আদেশ প্রতিপালনে কবে পরাঙ্মুখ হ'য়েছ?

নবাব। (সেনাপতির প্রতি) সেনাপতি মহাশয়! এই ওমরাহজাদার সমরনীতি শিক্ষার ভার আপনার উপর অর্পণ ক'রে—আমি নিশ্চিন্ত হ'লেম।

সেনাপতি। গোলাম বাল্যকাল হ'তেই প্রভুর কার্য্যে জীবন উৎসর্গ ক'রেছে। ভৃত্য প্রভুর আদেশ পালন ভিন্ন দুনিয়ায় কোন কার্য্যই জানে না।

নবাব। বৎস! তোমায় আর অধিক কি উপদেশ দেব, তুমি বুদ্ধিমান্, আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে—দেহ মনকে নিয়োজিত করো! এ দুনীয়ায় দুটী বস্তু আমার অতি প্রিয়; যদি আমার নিকট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার, তাহ'লে জেনো—সে দুয়েরই অধিকারী আমি তোমায় ক'র্‌বো।

সকলে। ধন্য, ধন্য, নবাব সাহেব! আপনার করুণার সীমা নাই।

মির্জ্জান। নবাব সাহেব! এ দীনের প্রতি আপনার করুণার তুলনা নাই। ধন্য মালিক! কি অভাবনীয় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তন! পিতৃদেব! মাতৃদেবী! আজ তোমরা কোথায়? তোমাদের অকৃতী সন্তান আজ সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ সোপানে সমুপস্থিত, কিন্তু বড় খেদ, জীবনে তোমরা এ আনন্দ উপভোগ ক'র্ত্তে পাল্লে না! কালের কঠোর ইঙ্গিতে এক্ষণে তোমরা জীবনের পরপারে! হা বিধাতঃ!

নবাব। বৎস! বিগত শোককাহিনী বৃথা আলোচনার ফল কি! যা গিয়েছে—তা আর ফিরে পাবে না। গত বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ ক'রে বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালের জন্য হৃদয় মনকে দৃঢ় ক'রে—কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও। তুমি পুরুষসিংহ! তোমার হৃদয়ে দুর্ব্বলতা শোভা পায় না। মুন্সিজী! সেনাপতি মহাশয়! আমার বাসনা, অদ্য হ'তেই মির্জ্জান আলিকে আপনারা ছাত্ররূপে গ্রহণ ক'রুন্। আজ্ জুম্মাবার, আজই—যে কোন বিষয়ের শিক্ষারম্ভের প্রশস্ত দিন। অতএব আপনারা আপনাদের ছাত্রকে নিয়ে স্ব স্ব স্থানে প্রথম শিক্ষা কার্য্যের সূচনা ক'রুন্।

মৌলবী। জনাব! আপনার আদেশ অবশ্য পালনীয়।

সেনাপতি। প্রভু! আমিও আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য্যে অগ্রসর হই।

নবাব। যাও বৎস! শুভ সময়ে—মাঙ্গলিক ক্রিয়ার সহিত, উপযুক্ত ব্যক্তি-দ্বয়কে গুরুপদে বরণ ক'রে কার্য্যক্ষেত্র অবতীর্ণ হও।

মির্জ্জান। হে আশ্রিত পালক! এ দাস এখনি আজ্ঞানুবর্ত্তী হবে। আশীর্ব্বাদ ক'রুন্, যেন ত্বরায় আপনার আদেশ পালনে উপযুক্ত হই।

নবাব। খোদা তোমাকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করুন্।

(সেলামান্তে মৌলবী ও সেনাপতির সহিত মির্জ্জানের প্রস্থান।)

উজীর! আজ রাজকোষ হ'তে দীন দরিদ্রকে উদরপূর্ণ আহার্য্য, যথা-যোগ্য অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা কর। রাজ্যময়—আজ যেন সকলে উৎসব ব্যসনে মত্ত হয়। আজ একটী স্মরণীয় দিন। অমাত্যবর্গ! সভাসদ্‌গণ! আমার ইচ্ছা, আপনারা সকলে অদ্য রজনীতে রাজপ্রাসাদে রাজ-ভোজে ও নৃত্যগীতে যোগদানে আপনাদের নবাবকে পরিতুষ্ট ক'র্‌বেন্।

জনৈক সভ্য। নবাব সাহেব! এ স্মরণীয় উৎসবে যোগদান আমাদের পক্ষে অতীব সৌভাগ্যের বিষয়।

নবাব। উজীর! এক্ষণে দরবার ভঙ্গ হ'ক। অদ্যকার উৎসব আয়ো-জনের বিধিমত ব্যবস্থার যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটী না হয়। অভ্যাগত অতিথিবর্গের অভ্যর্থনার ভার—অমাত্যবর্গের উপর প্রদান কল্লুম্। উপযুক্ত সময়ে তাঁরা যেন নাচ দরবারে উপস্থিত হ'য়ে সকলের আদর আপ্যায়নে মনোযোগী হন।

নবাবের পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

বৈতালিকগণের গীত।

দূর গগনে রাজি—দীপ্ত তপন !
যেমতি স্থল-জল-নভঃস্তল করিছে শাসন ॥
তেমতি অবনী মাঝে,
বিক্রম-কেশরী সাজে,
শান্তিতে শাসিতে ধরা—জনমিল এ রাজন্।
নিনাদিছে জয়-ভেরী—ঘোর রোলে,
ত্রাসিত কম্পিত সদা অরিকুলে,
দমিতে দুর্জ্জনে, পালিতে সুজনে,
ন্যায়দণ্ড করে—সুবিচার কারণ।
সুযশ-কেতন-তলে, উচ্চ আসন-কোলে,
মহান্ রাজেন্দ্র শোভে—প্রজার রঞ্জন ॥

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

মণি-মহল।

বেগম ও জুমেলি।

বেগম। জুমেলি! আজ হ'তে আমার সমস্ত দুঃখের অবসান হ'লো। আজ হ'তে আমি আমার হৃদয়-দেবতার প্রেমপূর্ণ পবিত্র প্রাণের পূর্ণ অধিকারিণী হ'লেম।

জুমেলি। বেগম সাহেব! এতদিন কি আধখানা প্রাণের অধিকারিণী ছিলেন? এত সুখ-সম্ভোগের মধ্যে আপনার আবার দুঃখ কি?

বেগম। জুমেলি! যার সুখে আমি সুখী, যার দুঃখে আমি দুঃখিনী, সেই ইহকালের মুক্তিদাতা দিনরাত্রি যদি দুশ্চিন্তানলে জর্জ্জরিত হন, দাসী আমি—সে ভাব, সে দৃশ্য যে আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহনীয়!

জুমেলি। নবাব সাহেব কি এমন দুঃসহ চিন্তায় পীড়িত ছিলেন?

বেগম। জুমি! তোমাদের মমতাজ, তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; তার জননী নবাবের পূর্ব্বের বেগম—বহুদিন হ'ল গত হ'য়েছেন। এক্ষণে তাঁর স্থলে এ দাসী অধিষ্ঠিতা। পাছে তিনি স্বার্থপর নারীর স্বভাবগত কুটিলচক্রে প'ড়ে তাঁর কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, সেই ভাবনায় দেবতা আমার অহোরাত্র চিন্তাক্লিষ্ট।

জুমেলি। "স্বার্থপর নারীর কুটিল চক্র", সে নারী কে বিবি সাহেব! ছি! ছি! নবাব সাহেব কাকে কি ভেবেছেন?

বেগম। জুমেলি! নবাব সাহেবের কোন দোষ নাই। দুনিয়ার বাদসা-বেগমদিগের চরিত্র আলোচনা ক'রে দেখ্‌লে বোঝা যায় যে, তাঁর অনুমান মিথ্যা নয়; কিন্তু এ নবাব দুনিয়া-ছাড়া, এঁর একটী বই দুটী বেগমের সাধ হয় না। এ নবাব, নবাবের প্রতিমূর্ত্তিতে নরপিশাচ নয়। এ নবাব খোদার প্রকৃত সন্তান, তাঁর প্রেমের অংশে নবাবের প্রাণ প্রেমময়। সে প্রেম নারীর জীবনে সাধনার জিনিষ। এক পতি-গতা সতী-নারী ভিন্ন সে স্বর্গীয় প্রেমের মাধুরী গ্রহণে রমণী মাত্রেই অক্ষম। পৃথিবীর অধিকাংশ রমণীজাতি, ক্ষণভঙ্গুর রূপ-যৌবন-গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে তার আরাধ্য দেবতাকে গোলামের ন্যায় আজ্ঞাকারী করে। সেই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে প্রভু আমার,

দাসীকে সেই শ্রেণীভুক্ত ব'লে মনে ক'রেছিলেন। কিন্তু দাসীকে কিছু দিন পদসেবায় অধিকার-দানের পর, তাঁর সে সন্দেহ দূর হ'য়েছে।

জুমেলি। বেগম সাহেব! কবে আমাদের মম্‌তাজের সাদী হবে? সে সুদিন কবে আস্‌বে?

বেগম। সাদীর এখনও বিলম্ব আছে। যতদিন সে যুবক সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতালাভ ক'রে নবাবের মনোনীত না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত সাদী স্থগিত থাক্‌বে। এ কথা তুমি বিশেষ গোপনে রাখ্‌বে। তোমরা সদা সর্ব্বদা যুবক-যুবতীর মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সমস্ত বিষয় আমাকে জানাবে। জুমেলি! তুমি যাও, নবাব আসছেন।

জুমেলি। তবে আমি এখন আসি।

(প্রস্থান।)

(নবাবের প্রবেশ।)

বেগম। আসুন্ নবাব! আজ আমার বড় সৌভাগ্য! এত সত্বর দেবতার শ্রীচরণদর্শন আমার ভাগ্যে কখনও ঘটেনি।

নবাব। প্রিয়ে! আজ আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন। আমি সেই পরম মঙ্গলময়ের করুণা-দৃষ্টিতে পতিত। এতকাল পরে আমার বুকভরা ভাবনার শেষ হ'লো। বেগম! নূতন ক'রে বল্‌বার আর কিছুই নাই, কারণ পূর্ব্বেই যখন ওমরাহজাদার বিষয় সমস্তই অবগত হ'য়েছ। মির্জ্জান বোধ হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রেছে; তার ব্যবহারে তাকে কেমন বুঝ্‌লে?

বেগম। আশ্চর্য্য! তার [illegible]ানোচিত ব্যবহারে আমি বড়ই প্রীত হ'য়েছি।

ওমরাহজাদা আমাকে বিনয়নম্র বচনে মাতৃসম্বোধন ক'রে শিক্ষাগারে গমনের অনুমতি প্রার্থনা ক'ল্লে, আমিও তাকে শত শত আশীর্ব্বাদের সহিত শুভকার্য্যে অগ্রসর হ'তে উপদেশ দিলুম্। তার কথায়, তাকে যেন অপরিচিত ব'লে বোধ হ'ল না। প্রভু! এত সুখেও খোদা আমায় দুঃখিনী ক'রেছেন। যুবকের মুখ দেখে, তার কথা শুনে, আমার প্রাণে দারুণ ক্ষোভের উদয় হ'লো। মনে ভাব্‌লুম—(অধো-মুখে নিরব।)

নবাব। বুঝেছি বেগম, আর ব'ল্‌তে হবে না। কিন্তু প্রিয়ে! সে ত মানবের ইচ্ছা-সম্ভূত নয়! খোদার দয়া ভিন্ন, এ দুনিয়ার সকল মানবই সে সুখে বঞ্চিত। ভাল, আজ তোমায় আমি কি পুরস্কার দেব, বল দেখি?

বেগম। নবাব সাহেব! বাঁদীকে আজ নূতন ক'রে কি পুরস্কার দেবেন? বাঁদী ত বহুদিন পূর্ব্বেই মূল্যবান্ পুরস্কার লাভ ক'রেছে।

নবাব। বেগম! দুনিয়ায় কি তোমার, আমার নিকট চাইবার জিনিষ কিছুই নাই?

বেগম। না নবাব! দুনিয়ায় সতী-নারীর, তার দেবতার নিকট চাইবার জিনিষ আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। প্রাণেশ! যে পতিগতপ্রাণা তার ইহকালের খোদার স্বরূপ-হৃদয়-দেবতার পূর্ণ প্রাণের অধিকারিণী হ'য়েছে, দুনিয়ায় তার চাইবার জিনিষ আর কিছুই নাই। পৃথিবীর মহামূল্য ঐশ্বর্য্যরাজি তার চক্ষে সবই অসার, অস্পৃশ্য। সে যে মহামূল্য-রত্ন হৃদয়ে ধারণ ক'রেছে, তার কাছে পার্থিব কোন রত্নই আদরণীয় নহে। আমি রমণী-জীবনের পতিপ্রেমরূপ শ্রেষ্ঠমণি কৌস্তভের অধিকারিণী! আমার পক্ষে দুনিয়ার অন্যান্য যাবতীয় ঐশ্বর্য্য একান্ত অসার।

(গীত)

প্রাণেশ ! তুমি সকলি দিয়েছ দাসীরে।
রমণী-জনম সার্থক মম,
হৃদে ধরি হেন নিধিরে ॥
পার্থিব-রতনে নাহি করি আশা,
প্রাণের কামনা—(শুধু) পতি-ভালবাসা ;
পতিরতা সতী কিছুই চাহে না, চাহে শুধু নিজ পতিরে।
পতি আশা আলো, পতি ধ্যান জ্ঞান,
(যেন) পতিপদে প্রাণ ত্যজিরে ॥

নবাব। ধন্য তুমি রমণী ! আমি বুঝ্তে পারিনি, খোদা তোমায় কি উপাদানে সৃষ্টি ক'রেছেন ! এত গুণের সমষ্টি, এমন অতুলনীয় প্রাণ—মানবীতে সম্ভবে না।

বেগম। প্রভু ! আমি নবাবের পদসেবার দাসী মাত্র,—সামান্য মানবী,—তার অধিক হ'তে চাই না। নবাব সাহেব ! মরণ-কালাবধি যেন দাসী ব'লে পদছায়ায় আশ্রয় দানে বিমুখ হবেন না।

নবাব। প্রিয়ে ! আমার এক ভাবনা— মির্জ্জান্‌কে আমার মম্‌তাজের মনে ধ'র্‌বে কি না ? তোমার কি বিশ্বাস ?

বেগম। নবাব ! চিন্তা ক'র্‌বেন না। পাত্র নিশ্চয়ই কন্যার হৃদয়গ্রাহী হবে। প্রকৃতির রাজত্বে সতেজ লতিকা উপযুক্ত পাদপ দর্শনে সাগ্রহে সেই দিকে ধাবিত হ'য়ে তাকে আশ্রয় করে, স্বভাবের প্রভাবই এই। কিছু দিন একত্রে অবস্থান ক'ল্লেই উভয়ের মনোভাব জানা যাবে।

নবাব। যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যতদিন তার শিক্ষাকার্য্য সমাধানে, তার চরিত্র-গঠন সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত পরিণয় সম্বন্ধে সমস্ত কথা গোপনে রাখ্‌বে, কারণ—ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত।

বেগম। প্রভু! আপনার সকল কার্য্যই অসীম বিজ্ঞতার পরিচায়ক। উপদেশানুযায়ী সকল কার্য্যই অনুষ্ঠিত হবে। জাঁহাপনা! এক্ষণে বিশ্রামাগারে গমন ক'রুন্।

নবাব। চল প্রিয়ে! তোমার আজ্ঞা অবহেলা ক'র্‌বার শক্তি আমার নাই। এ দুনিয়ায় কেবল তোমার নিকটই নবাব পরাস্ত।

(বেগমের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মোক্তাব-খানা।

মুন্সী, মম্‌তাজ্‌ ও মির্জ্জান্‌ আসীন।)

মুন্সী। মম্‌তাজ্‌, মা! আজ তোমার নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাসে বড়ই বিলম্ব হ'চ্ছে।

মম্‌তাজ্‌। মুন্সী জী! অকস্মাৎ আমার শরীর বড় অসুস্থ হ'য়েছে, সে কারণ পাঠাভ্যাসে মনঃসংযোগ ক'র্‌তে পাচ্ছিনে।

মুন্সী। মা! তা হ'লে আজ আর পুস্তক পাঠে আবশ্যক নাই। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, অন্তঃপুরে যেতে পার।

মম্‌তাজ্। গুরুজী! উপস্থিত আমার স্থানান্তরে যাবার কোন আবশ্যক নাই। আবশ্যক হ'লে গমন ক'র্‌বো।

মুন্সী। মা! তোমার যেরূপ অভিরুচি। দেহের অসুস্থতা কিরূপ বোধ ক'চ্ছ ? হকিমকে সংবাদ দেব কি ?

মম্‌তাজ্। না গুরুজী! হকিমকে ডাক্‌বার মত আমার কোন পীড়া হয় নি, অদ্যকার পাঠাংশ বড়ই জটিল, সে বিষয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়েছে, একটু বিশ্রাম ক'ল্লেই পুনরায় প্রকৃতিস্থ হব।

মুন্সী। বাপ্ মির্জ্জান্! তোমার শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষায় আমি বিস্ময়ান্বিত হ'য়েছি। তোমায় শিক্ষা দিবার নূতন বিষয় আর অধিক কিছুই নাই। একমাত্র রাজনৈতিক বিষয়ই এক্ষণে তোমার আলোচ্য। আচ্ছা বল দেখি, দুনিয়ায় যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ খোদার কৃপায় সম্রাট্, বাদশা, নবাব-পদে অধিষ্ঠিত, তাদের কর্ত্তব্য কিপ্রকার ?

মির্জ্জান্। গুরুজী! খোদা তাঁর সন্তানগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, যেরূপ সুনিয়মে সর্ব্বগুণের সহিত তিনি তাঁর দুনিয়ার রাজ্য পরিচালিত ক'চ্ছেন, সেই মহাপন্থা অবলম্বনই মালীকের প্রতিনিধিবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। মালীক যেমন ন্যায়দণ্ড-হস্তে সর্ব্ব-জীবের প্রতি সমান বিচার করেন, সাম্রাজ্যের অধীশ্বরগণেরও সেইরূপ করা উচিত।

মুন্সী। মির্জ্জান্! যথার্থ তুমি মনুষ্য নামের উপযুক্ত। দুনিয়ার প্রত্যেক নবাব, বাদশা যদি তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন মানব-নামের যোগ্য হ'ত, তা হ'লে ধরণীর বুকে কখনও শান্তি বই অশান্তির অনল প্রজ্বলিত হ'ত না।

মির্জ্জান্। গুরুজী! দুনিয়ার সকল জীবই খোদার সন্তান। সকলেই

তাঁর রাজত্বে সমান অধিকার-লাভে অধিকারী। রাজা প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ বড় গুরুতর। সে সম্বন্ধের গুরুত্ব, দায়িত্ব বোঝা বড় কঠিন। নীচ স্বার্থই এ দুয়ের মধ্যে মহা-অন্তরায়। স্বার্থ-বিসর্জ্জনই প্রকৃত প্রজারঞ্জক রাজার কর্ত্তব্য।

মুন্সী। বৎস মির্জ্জান্! আমি তোমার গুরু, আজ তোমার জ্ঞানগর্ভ বাক্যে আমার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হ'ল। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জনক জননী!

মির্জ্জান্। গুরুজী! ক্ষমা করুন্। পিতা মাতার প্রশংসায় সত্যই এ দাস গৌরবান্বিত। কিন্তু এ দাসকে অযথা প্রশংসাবাদে লজ্জিত ক'র্‌বেন না।

মুন্সী। অদ্য পাঠ-আলোচনা এই পর্য্যন্ত সমাপ্ত। তোমরা উভয়ে বিশ্রামার্থে গমন কর।

মির্জ্জান্। গুরুজী! দাসের ভক্তিপূর্ণ সেলাম গ্রহণ করুন্।

মম্‌তাজ্। গুরুজী! কন্যারও বহুৎ বহুৎ সেলাম গ্রহণ করুন্।

(একদিক্ দিয়া মুন্সীজী, অপর দিক্ দিয়া মম্‌তাজের প্রস্থান)

মির্জ্জান্। (স্বগত) আজ বিদ্যাশিক্ষা ক'র্ত্তে এসে, কি শিক্ষার সূত্রপাত হ'লো! শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে মনোমন্দিরে স্থাপনার পরিবর্ত্তে কার মোহিনী ছবি হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হ'লো? হজরৎ! তুমি লীলাময়, এও কি তোমার লীলা? ভাল, পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি তোমার কার্য্যের সমালোচক নই,—সাধক; তোমার খেলনাকে যেরূপভাবে খেলাবে, সে তেমনি ভাবে খেল্‌বে, তবে ফল ভোগ তার,—তা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাণ! সাবধান! তুমি খোদার কৃপালাভে বঞ্চিত, দীন হীন অনাথ, পরানুগ্রহে তোমার অস্তিত্ব!

সম্মুখে জ্বলন্ত পাবকশিখা! সাবধান! পতঙ্গের ন্যায় ছুটে যেও না, নিমেষে ভস্মীভূত হবে। মালীক! দুর্ব্বলকে আত্মসংযমের বল দাও।

(জনৈক বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। সাহেব! বাঁদীর সেলাম গ্রহণ করুন্। আমাদের নবাবজাদী আপনাকে স্মরণ ক'রেছেন। তিনি বাগীচায় আপনার জন্য অপেক্ষা ক'চ্ছেন।

মির্জ্জান্। সুন্দরি! তোমাদের নবাব-নন্দিনীকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বল, আমি ত্বরায় তাঁর সহিত সাক্ষাৎ ক'র্ব্বো।

বাঁদী। সেলাম সাহেব! (স্বগত) নবাবজাদী! তোমার কথা অতি সত্য,—এ রূপ সুন্দরী রমণীর দর্পহারী বটে! ভগ্নী! তুমি যে এ মনোহর মূর্ত্তি দেখে মজেছ, সে বড় বেশী কথা নয়। এ নরদুর্লভ কমনীয় ছবি সৌন্দর্য্যে ভুবন-বিজয়ী বটে।

(প্রস্থান।)

মির্জ্জান্। মালিক! অনাথকে রক্ষা কর। দুনিয়ায় আমার বল্‌বার একমাত্র প্রাণ বই আর কিছুই নাই। তোমার ইচ্ছায় সকলি হারিয়েছি। দেখো দয়াময়! আপনার প্রাণে যেন আপনি বঞ্চিত না হই। বড় সমস্যাপূর্ণ ঘটনাস্রোতে আমাকে নিক্ষেপ ক'রেছ, পরিণাম লক্ষ্যহীন, জানি না—এ জীবন-সংগ্রামে অদৃষ্টে কি ঘট্‌বে। চল প্রাণ! আজ তোমায় জ্বলন্ত অনলের সহিত ক্রীড়া ক'র্ত্তে হবে। হয় ত সে অনলের কিরণ-ছটায় তোমার চক্ষুকে মোহিত ক'র্ব্বে! অথবা তার জ্বালাময়ী শিখায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'তে হবে। ফকির! তোমার উপদেশই আমার একমাত্র সম্বল! আর একবার

কৃপা ক'রে সন্তানকে দেখা দিও। এ দীন, প্রভুকে ক্ষণেকের তরেও বিস্মৃত হয়নি।

(প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

দেলখোস বাগ।

সহচরীগণের সহিত মম্‌তাজ্‌ একটী লতাকুঞ্জের পার্শ্বে আকাশের পানে চাহিয়া দণ্ডায়মানা।

(সহচরীগণের গীত)

নীলিম গগনে হেরি শশধরে, সরঃ-নীরে কেন কুমুদী হাসে ?
আইলে যামিনী, মুদিয়ে নলিনী, কেন গো বিষাদে ভাষে॥
মধুর নিশিতে শশির কিরণে,
কি সাধ জাগায় বিরহিণী প্রাণে ?
নবীন-যৌবনী প্রবাহিণী ধনী, ছুটে চলে কিবা আশে ?
হের বিধাতার অজ্ঞেয় নীতি,
বুঝ প্রকৃতির সুন্দর রীতি,
মহান্‌ মিলনে সংসার রচিত, (শুধু) মিলনের মেলা মেদিনী-বাসে।

(তাই) মিলন-পিয়াসী প্রাণটী তোমার,
মিলিতে ব্যাকুল পতির পাশে ॥

সেলিনা। (মম্‌তাজের গা ঠেলিয়া) বলি ওগো বিবিসাহেব! তুমি হ'লে কি? আরে একি! একেবারেই যে অচৈতন্য! এ তোমার হ'ল কি?

মম্‌। যঁ্যা!—সই!—তুমি কি ব'ল্‌ছ?

সেলিনা। তবু ভাল! আমার কথা কাণে গেছে।

মম্‌। সই! আমার একি হ'ল! শান্তিপূর্ণ প্রাণে আমার এ কিসের চঞ্চলতা? হৃদয় যেন কি এক অজানা ভাবের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হ'য়েছে! অন্তরে কি যেন এক দারুণ অভাব জেগে উঠেছে! প্রাণে বড় গুরুভার! সে যেন হৃদয়পিঞ্জর ভেঙ্গে কোথায় কার কাছে ছুটে যেতে চাচ্ছে! একি হ'ল,—কেন এমন হ'ল!

সেলিনা। সখি! অমন ক'র্চ্ছ কেন? নীলাকাশে প্রেমিক শশধরকে দেখে সান্ধ্য-সমীরণ-বাহী সরোবর-মধ্যে কুমুদিনী যেমন আহ্লাদে আপন-হারা হ'য়ে চঞ্চল হয়, তোমারও যে সেইরূপ হ'য়েছে!

মম্‌। সখি! পরিহাস রাখ, আমার প্রাণের ভাব তোমরা কিছুই অনুভব ক'র্‌তে পাচ্ছ না। আমি এক—

(গীত)

সইরে কেমনে জানাব মম মনোবেদনা।
আমি বুঝি বুঝি করি,　　বুঝিতে না পারি,
এ ভাব যে মোর অজানা ॥

কি যেন ভাবেতে হৃদয় বিভোর,
কি যেন অভাবে অন্তর কাতর,
কাঁদে প্রাণ মন, হৃদে অনুক্ষণ,
কোন মানা সে ত মানে না।
কারে যেন চাই, পাই কি না পাই,
এ কি হ'ল মোর যাতনা॥

সেলিনা। ভাই! বল বল বল! গোপন ক'চ্ছ কেন? আর মনের কথা লুকিয়ে রেখে কি হবে! মেহের এলো বলে!

মম্। সেলিনা! কি হবে ভাই! আমি যে প্রথম দর্শন-দিবসে আমার সর্ব্বস্ব তাঁর চরণে ডালি দিয়ে তাঁর দাসী হ'য়েছি। প্রাণ যে আমার তাঁকে দেখ্‌বার জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়েছে। ছি ছি ছি ছি! কি লজ্জা! আমার এত শিক্ষা, এত গৌরব,—সব ঘুচে গেল! কি ক'ল্লুম্! কি হ'য়ে গেল! কি হবে! পাঠাগারেই আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! বল বহিন্! আমার উপায় কি হবে?

সেলিনা। কি আর হবে! যা হবার, তাই হবে; যা বরাবর হ'য়ে আস্‌ছে, তাই হবে। তুমি মেয়ে মানুষ হ'য়ে জন্মেছিলে কেন? একেবারে এরি মধ্যে এলিয়ে প'ড়্‌লে! তুমি যে নারীজাতির মুখে কালী দিলে! তোমার মন এত দুর্ব্বল! মনকে দৃঢ় কর, পুরুষ দেখ্‌তে যতই সুন্দর হ'ক্ না কেন, তাকে ভাল ক'রে না জেনে-শুনে এই অতুলনীয় রূপ-যৌবন নিয়ে তার জন্যে পাগল হয়ো না! সে যদি তোমায় না চায়, সে যদি তোমায় না ভালবাসে, তা হ'লে কি হবে?

মম্। সখি! তুমি যা ব'ল্‌ছ, সত্য বটে! কিন্তু তুমি বোধ হয়, প্রাণের

মধ্যে সে পাগল-করা রূপ কখনও দেখনি! সেরূপ যে দেখ্‌বে, সেই তাঁকে ভাল বাস্‌বে। তাঁর রূপের প্রভায় দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য্য পরাস্ত!

সেলিনা। আমার কথাটা বুঝি ভেসে গেল? তিনি যদি তোমায় না চান, না ভালবাসেন, তা হ'লে তোমার উপায় কি হবে?

মন্। যাঁর অমন সুন্দর মূর্ত্তি, তাঁর প্রাণ কি কখন মলিন হ'তে পারে? দুনিয়ায় যে নরের বাহিরে সুন্দর, তার অন্তর কখনও কুৎসিত হ'তে পারে না। খোদা নিজে সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ,—তিনি যে জিনিষ ভাল বাসেন, তার মধ্যে মলিনতা অসম্ভব। সেই সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-স্রষ্টা তাঁকে সৃজন ক'রেছেন। তাঁর সবই সুন্দর! তাঁর মূর্ত্তি সুন্দর, প্রাণ সুন্দর, কার্য্য সুন্দর! সুন্দরে সুন্দরে মিলন অনিবার্য্য—এ কথা যদি সত্য হয়, আর এ অভাগিনীকে তিনি যদি সুন্দরী ব'লে বোধ করেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই আমি তাঁর চরণসেবার সেবিকা হ'তে পার্‌বো,—এ কথা আমার প্রাণে আপনা হ'তে বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে আমার এক ভয়,—পিতা মাতা। খোদা! দোহাই তোমার! অবলাকে রক্ষা কর!

সেলিনা। তোমার গতিক দেখে আমরা ভাই বড় ভেব্‌ড়ে গিছ্‌লুম্। আচ্ছা ভাই! তুমি ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাসী হয়েছ, কিন্তু তাঁর মনের ভাব কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ?

মন্। সে কথা ভাষায় বোঝানো যায় না! যে রমণী কখনও সে অবস্থায় পতিত না হ'য়েছে—সে মিলনোন্মুখ প্রেমিক-প্রেমিকার ভাষা-হীন নীরব ভাবের মাধুরী গ্রহণে অক্ষম। মেহের এত বিলম্ব ক'চ্ছে কেন?

সেলিনা। ঐ যে মেহের আস্‌ছে! ইস্! গাল-ভরা হাসি যে! ঐ যে

আমাদের নলিনীর মনচোরও গ্রেপ্তার হ'য়ে একেবারে সশরীরে উপস্থিত!

মম্। সখি, আমি আবেগে আত্মহারা! তোমরা সকলে কুমার সাহেবের অভ্যর্থনা কর। আমার সর্ব্বশরীরে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'চ্ছে! আমি দাঁড়াতে পার্চ্ছি না।

সেলিনা। কুমারি! তোমার সব কাজেই বাড়াবাড়ি,—তুমি সুস্থির হ'য়ে কুঞ্জ-অন্তরালে অবস্থান কর। সমাগত অতিথির পরিচর্য্যার ভার আমরা গ্রহণ ক'চ্ছি।

(মম্তাজের কুঞ্জান্তরালে অবস্থান ; মেহের ও মির্জ্জানের প্রবেশ)

সেলিনা। আসুন্ কুমার সাহেব! আমাদের নবাব-নন্দিনী নিতান্ত মতিহীনা রমণী ; সাহেবের উপযুক্ত মর্য্যাদা-রক্ষণে যদি কোন ত্রুটী হয়, সে অপরাধ নিজগুণে মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। এক্ষণে কৃপা-প্রকাশে এই মর্ম্মরাসনে উপবেশন ক'রে আমাদিগকে কৃতার্থ করুন্।

মির্জ্জান। সুন্দরি! এত অধিক সম্মানের যোগ্য আমি নই। আপনাদের নবাব-নন্দিনী যে আমাকে স্মরণ ক'রেছেন, সে জন্য আমি আপনাকে যথার্থ ভাগ্যবান্ ব'লে বোধ ক'র্চ্ছি।

মেহের। কুমার! ক্ষমা করুন্। ও কথা ব'ল্‌বেন না। আপনার মুখে ও কথা শুন্‌লে, আমাদের নবাব-কুমারী সত্যই মর্ম্মাহত হবেন। নবাব-জাদী আপনাকে আসন-গ্রহণের জন্য অনুরোধ ক'চ্ছেন।

মির্জ্জান। আমি এখনি তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থে আসন গ্রহণ ক'ল্লুম্ (উপবেশন)। সুন্দরি! যাঁর আহ্বানে আমি এই রমণীয় উদ্যানে প্রবেশ লাভ ক'রেছি, তিনি কি এ অধমকে দর্শন দানে কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন?

মেহের। কুমারী—আমাদের লজ্জায় আপনার সম্মুখে আস্‌ছেন না।

মির্জ্জান। কেন? তাঁর সহিত আজ ত আমার নূতন সাক্ষাৎ নয়? তবে এই নূতন অভিনয়ের কারণ কি?

মেহের। সাহেব! পাঠাগারে দেখা, আর এ স্থানে দেখার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। সে কথা বলাই বাহুল্য।

মির্জ্জান। হ'তে পারে, দুয়ের মধ্যে ব্যবধান আছে। কিন্তু কুমারী যদি আমার সহিত সাক্ষাৎকারে অনিচ্ছুক। তা হ'লে আমাকে এ স্থানে আনয়নের উদ্দেশ্য কি?

(মমৃতাজ্‌কে লইয়া সেলিনার প্রবেশ।)

মেহের। আপনার ন্যায় পুরুষ-রত্নের আতিথ্য-সৎকারে বিশেষ ত্রুটী হয়েছে, সে কারণ নবাবজাদী ক্ষমা প্রার্থনা ক'র্ত্তে স্বয়ং উপস্থিত হ'য়েছেন। চল্‌ সেলি, এইবার আমরা অন্তরালে যাই। (উভয়ের প্রস্থান)।

মির্জ্জান। (উঠিয়া সেলামান্তে) আসুন্! আসুন্! আজ আমার সৌভাগ্যের সীমা নাই।

মম্। (সেলামান্তে) বোধহীনা রমণী—যদি মহতের পাশে—কোন দোষে দোষী হ'য়ে থাকে, নিজ সরলতা-গুণে সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন্।

মির্জ্জান। নবাব-নন্দিনি! একজন নিরপরাধীকে অকারণ লজ্জা প্রদানে ব্যথিত করা—আপনার ন্যায় রমণী-রত্নের উচিত কি? এ অননুভূতপূর্ব্ব সুখ-সম্মিলনে, অধম যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব ক'চ্ছে, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য।

মম। কুমার সাহেব! কৃপা-প্রকাশে আসন গ্রহণ করুন্।

মির্জ্জান। কুমারি! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন্। যদি কোন দোষ না থাকে,

তা হ'লে আপনিও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে লজ্জাপ্রদানে লতাকুঞ্জে আসন গ্রহণ করুন্।

মম্। সাহেব! আপনি অগ্রে উপবেশন করুন্।

(উভয়ের উপবেশন)।

মির্জ্জান। নবাব-নন্দিনি! জান্‌তে পারি কি—কোন্ প্রয়োজনে এ অভাজন আজ করুণাময়ীর সুদুর্লভ স্মৃতিপথের পথিক হ'য়েছে?

মম্। (অধোবদনে নীরব।)

মির্জ্জান। (স্বগত) খোদা! এ কি ভাব! (প্রকাশ্যে) সৌন্দর্য্যময়ি! আপনার এ নীরবতার কারণ কি? আমি কি কোন অন্যায় প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে আপনার শান্তিপূর্ণ প্রাণে অশান্তি প্রদান ক'ল্লুম? বলুন্—বলুন্!

মম্। (নিরুত্তর)।

মির্জ্জান। কুমারি! ব'ল্‌বেন না! বলুন্—বলুন্। আপনার এ ভাব দেখে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হ'চ্ছে। দয়া ক'রে বলুন—কেন আপনার প্রীতিপ্রফুল্ল মুখচ্ছবি অকস্মাৎ এমন মলিন ভাব ধারণ ক'ল্লে? বলুন, বলুন, আর সংশয়ে রাখ্‌বেন না।

মম্। (পূর্ণাবেগে) কুমার! কি ব'ল্‌ব? কি শুন্‌বেন? আমার অন্তরের কথা কি ক'রে জানাব? প্রাণের আবেগে আমার বাক্য-রোধ হ'য়ে আস্‌ছে। ধরায় রমণীজাতি বড় অভাগিনী! যদি অসহ্য যাতনায়—মরণের পারে—উপস্থিত হ'তে হয়, তাও সহ্য ক'র্‌বে, তথাপি সতীর শিরোভূষণ সরম-অলঙ্কারকে কখনও পরিত্যাগ ক'র্ব্বে না।

মির্জ্জান। নবাবজাদি! এ জগতে এমন কি কঠোর মনোবেদনা আছে, যার ঔষধ নাই? ব'ল্‌তে সাহস হয় না,—আপনার মনোবেদনা দূর ক'র্ত্তে যদি আত্মপ্রাণ বলি দিতে হয়, তাতেও অনুগত অভাজন বিন্দু-

মাত্র কাতর নহে। এ অসার জীবন দানে ধরায় এক জনকেও সুখী ক'র্ত্তে পেরেছি, এ কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যদি ম'র্ত্তে পারি, সে ভাবনা—সে মৃত্যু, বড় হৃদয়গ্রাহী—বড় সুখের।

মম্। (কিঞ্চিৎ নীরবে, অশ্রুপূর্ণ চক্ষে) ওমরাহজাদা! কি ব'ল্‌বো! কেমন ক'রে ব'ল্‌বো! আমার সে কথা প্রকাশ কর্‌বার শক্তি নাই।

মির্জ্জা। নবাবপুত্রি! আপনার কমনীয় নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ কেন,—কি দুঃখে আপনার নয়নযুগল জলভারাক্রান্ত,—সে কথা আমায় বল্‌বেন না? যদি আমায় সে কথা ব'ল্‌তে বাধা থাকে, তা হ'লে অনুমতি করুন, এ দাস এ স্থান ত্যাগ করুক্। দরিদ্রের প্রাণ কি প্রাণ নয়? তাদের কি সুখ-দুঃখ অনুভবেরও শক্তি নাই? এখন আমার বোধ হ'চ্ছে, আমার এখানে আসা ভাল হয় নি। নবাব-কুমারি! আমাকে বিদায় দান করুন্। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

মম্। (উঠিয়া হস্ত ধারণ) নিঠুর! কোথা যাবে? মুক্তপক্ষ বন-বিহঙ্গীকে পিঞ্জরাবদ্ধ ক'রে কোথায় পলাবে? কিছু দিন পূর্ব্বে যার সরল প্রাণ নিরন্তর সুখশান্তিতে পূর্ণ ছিল, এ ভুবনমোহন রূপ দেখিয়ে কেন তাকে পাগল ক'র্লে? এখন পালাতে চাচ্ছ;—নির্ম্মম পুরুষ! এই কি তোমার পুরুষত্ব? এই কি তোমার মনুষ্যত্ব?

মির্জ্জা। খোদা! আজ এ কি অভিনয়! কুমারি! কাকে কি ব'ল্‌ছেন? আমি যে আপনার পিতার চরণাশ্রিত ভাগ্যহীন অনাথ সন্তান। তিনি কৃপা ক'রে আশ্রয় না দিলে, দুনিয়া থেকে এ হতভাগ্যের নাম পর্য্যন্ত মুছে যেত। পরাধীন—পরান্নে পালিত ফকিরকে বিপন্ন ক'র্‌বেন না। আপনার ন্যায় সুন্দরীশ্রেষ্ঠ নবাব-নন্দিনীকে লাভ ক'র্‌বার জন্য কত শত ভাগ্যবান্ নবাব-বাদশার পুত্রগণ সর্ব্বদা লালায়িত; আমার

ন্যায় দীন-হীনের পক্ষে আপনার আশা বাতুলতা মাত্র। সে কথা কি আপনিও বোঝেন না?

মম্। সাহেব! ক্ষমা করুন্। অবলাকে বধ ক'র্‌বেন না।

মির্জ্জা। নবাবজাদা! আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না! ফকিরে প্রাণ সমর্পণে আপনি সুখী হ'তে পার্ব্বেন না। দরিদ্রকে এ দুনিয়ায় কেউ ভালবাসে না। দরিদ্রকে ভালবাস্‌তে নাই। দরিদ্রের সুখশান্তি নাই। দুঃখ-দহনে নিরন্তর জ্বালাবার জন্য খোদা দরিদ্রের সৃষ্টি ক'রেছেন। আপনাতে আমাতে মিলন অসম্ভব। আপনি রূপ-গুণ-বিশিষ্টা অতুল-বিভবশালিনী নবাব-কন্যা, আর আমি বিধি-বিড়ম্বিত নিরাশ্রয় সম্পদ্‌হীন ফকির। অদৃষ্টের কঠোর উপহাস সহ্য করা ভিন্ন হতভাগ্যের অন্য উপায় নাই। কুমারি! মনকে প্রবোধ দিন। সাধ ক'রে অসীম দুঃখসাগরে ঝাঁপ দেবেন না।

মম। (পূর্ণ আবেগে) সাহেব! আপনি কেন আমাকে মুখের কথায় ভোলাতে চেষ্টা ক'চ্ছেন। আপনার প্রাণের কথা আপনি ঢাকিতে পারেন নি, সে কথা প্রত্যেক বর্ণে বর্ণে আপনার মুখে ফুটে উঠেছে। তাতে আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি. এই আমার জীবনের সাথী—এই আমার দুনিয়ার মালিক। আপনি ব'ল্লেন—যে সম্পদ্‌হীন, সে ভাল-বাস্‌তে জানে না। সে কথা আমি কখনই বিশ্বাস ক'র্ব্বো না, কেন না আমি জানি, এ খোদার রাজত্বে ফকির ভিন্ন কেউ প্রকৃত ভালবাস্‌তে জানে না। ফকির ঐশ্বর্য্যমদ-গর্ব্বিত পশু নয়! ফকিরের প্রাণ পরম পবিত্র, পূর্ণ প্রেমময়! এমন দেবতার প্রেম উপেক্ষা ক'রে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য-সম্পদের অধিকারীর স্বার্থপূর্ণ প্রেম আমি কখনই আকাঙ্ক্ষা করি না।

মির্জ্জা। নবাবকুমারি! আপনি বড় ভুল বুঝেছেন! এখনও সম

আছে, ভুলের সংশোধন করুন্, আত্মসংযমে সমর্থ হ'ন। স্বেচ্ছা-প্রাণোদিত হ'য়ে আপনাকে ভাসাবেন্ না। এ ভুল, বড় সামান্য ভুল নয়! মানুষ ভ্রান্তিতে ভুল ক'রে—সারা জীবন তার ফলভোগ করে।

মম্। তবে শুন ওমরাহজাদা! মস্তকের উপর পয়গম্বর সাক্ষী,—নীলাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ-শোভিত শশধর সাক্ষী—কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম সাক্ষী—আর এই প্রকৃতির নীরব রাজত্বে নিশ্চল সন্তানগণ সাক্ষী! আজ হ'তে নবাবকুমারী আপনার চরণে তার দেহ্ প্রাণ সমর্পণে ইষ্ট-দেবতা জ্ঞানে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা ক'রে—জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীর পদসেবায় রত থাকৃবে। দাসী এই শ্রীকর স্পর্শ ক'রে মাল্য অর্পণ ক'ল্লে। (মাল্য প্রদান)

মির্জ্জা। কি ক'ল্লে নবাবনন্দিনি! স্বেচ্ছায় অকূল বিপদ্সাগরে ঝাঁপ দিলেন? আমার জন্য আমি এক তিলও ভাবিনে,—কিন্তু ভাবনা আমার—তোমার জন্য!

মম্। আপনি কি চরণাশ্রিতা দাসীকে চরণে স্থান দিতে ভয় পাচ্ছেন?

মির্জ্জা। সু-চরিত্রে! ভয় কাকে বলে এ হৃদয় তা জানে না। তবে আমার দুনিয়ায় কোন সম্পদ্ সামর্থ্যই নাই, আমি তোমায় নিয়ে কোথায় দাঁড়াব? কি ক'রে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্ব্বো? চির-সুখে পালিত এ লাবণ্য-লতিকা দুঃখের তাপ কি ক'রে সইবে? জানি না, খোদার মনে কি আছে! বিশেষ নবাব সাহেব, এ কার্য্যে সম্মত হবেন ব'লে বোধ হয় না। মমতাজ! আমিও আজ এই খোদার পবিত্র রাজত্বে তাঁর নাম গ্রহণে—উন্মুক্ত আকাশতলে—তোমার কোমল করপল্লব স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'ল্লুম্ যে, আজ হ'তে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী। তবে বিধির বিপাকে অদৃষ্টের গতি যদি অন্য পথে ধাবিত

হয়, তা হ'লে আমি নিরুপায়। মম্‌তাজ! আমার ইচ্ছা—আজ আমরা যে গুরুতর বন্ধনে আবদ্ধ হ'লাম,—যতদিন সুসময় না উদয় হয়, ততদিন সে কথা দুনিয়ায় আর কেউ না জান্‌তে পারে।

মম্‌। প্রভু! দাসীকে বিশ্বাস করুন, দাসী ইষ্টদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্যেই অগ্রসর হবে না।

মির্জ্জা। মম্‌তাজ! এত অধিক সময় উভয়ে একত্রে অবস্থান করা কোন ক্রমে বিধেয় নয়। তোমার সখীগণকে আহ্বান কর, আমিও বিদায় গ্রহণ করি।

মম্‌। মেহের! মেহের!

(মেহেরের প্রবেশ)

মেহের। (হাসিতে হাসিতে) আজ্ঞা করুন বিবি সাহেব!

মম। আজ তোমাদিগের বাগিচার সম্মান রক্ষা ক'র্ত্তে অসমর্থ দেখ্‌ছি। বলি, দু এক পিয়ালা সরবৎ, দু একটা সুমধুর সঙ্গীত—এও কি তোমাদের সংগ্রহ নাই!

(মেহের ফুলের তোড়া ও সরবৎ-আদি মির্জ্জানকে প্রদান করিল।)

মেহের। সাহেব! অধিনীগণের কি সামর্থ্য যে, আপনাকে পরিতুষ্ট ক'র্‌বে। তবে আপনার অযোগ্য হ'লেও এই সামান্য এক পিয়ালা সরবৎ পান করুন্‌ ও এই ফুলের মালা ছড়াটি আর এই তোড়াটি গ্রহণ ক'রে বাঁদীকে চরিতার্থ করুন।

মির্জ্জান। সহচরি! তোমাদের আতিথ্যসৎকার বাস্তবিক হৃদয়গ্রাহী।

(সহচরীগণের গীত।)

নিশারে কি শেখাতে হয়, বাস্‌তে ভাল শশধরে।
প্রেমিকা যামিনী বিনে, বিধুরে কে আদর করে॥

সদা প্রাণেশে কে হৃদে নিতে,
থাকে আঁধারেতে বুক পেতে;
কে যাপে জাগিয়ে যামী নীরব অম্বরে!
নিশা—কাহার উদয়ে হাসে,
কার—অনুদয়ে দুঃখে ভাসে,
অপরে বিলায়ে নাথে, রিষে কেনা মরে?
আমোদিনী কেবা সদা, সে চাঁদের তরে॥

(সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

পার্ব্বত্য পথ।

মির্জ্জান।

মির্জ্জা। (বেড়াইতে বেড়াইতে) হে ঈশ্বর! অভাগাকে রক্ষা কর। মেহেরবান্! আমার এ সুখময় অবস্থার পরিবর্ত্তন কর। আমায় ইন্দ্রিয়-জয়ের শক্তি দাও। আমার সব ভেসে যায়! দুনিয়ায় যে দুঃখের বোঝা বইতে জন্মেছে, তার ভাগ্যে এ অপরিমিত সুখের অবস্থা কেন প্রভু! অদৃষ্টের উপর আমি সম্পূর্ণ আস্থাহীন। আশা-কুহকিনি! তোমার মোহন মন্ত্রে আর আমি মুগ্ধ হব না। কেন তুমি নিরন্তর আমায় প্রলুব্ধ ক'র্‌বার চেষ্টা ক'চ্ছ? যেথায় মুহূর্ত্ত-অন্তে—পর মুহূর্ত্তে ভাগ্যফল

অনিশ্চিত, সে স্থানে তোমার কুহক—মানবের কেবলমাত্র অনন্ত দুঃখের কারণ বই আর কিছুই নয়। কে একজন আমার পশ্চাদনুসরণ ক'র্‌ছে না? ঐ যে একজন সৈনিক পুরুষ এদিকে আস্‌ছেন? একটু অন্তরালে অবস্থান করি।

(অন্তরালে গমন।)

(বাবরালির প্রবেশ।)

বাব। দুষমন্! দুষমন্! সে যেই হ'ক, সে আমার দুষমন্ বই আর কিছু নয়! যেমন ক'রে পারি, তাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে, আপনার পথ কণ্টকশূন্য ক'র্‌ব! দারুণ জিঘাংসায় আমার প্রাণ জ্ব'লে যাচ্ছে! আমি একটা নামজাদা আমীরের সন্তান, মান সম্ভ্রম, ভোগ বিলাস, আত্মীয় স্বজন—সমস্ত ত্যাগ ক'রে, যে নবাব-নন্দিনীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, তাকে পাবার জন্য এত দিন ছদ্মবেশে নবাব পুরে অবস্থান ক'রে নানাপ্রকারে নবাবের চিত্তরঞ্জনে নিরত আছি, আজ কি না, কোথেকে অজানা অচেনা একটা হতভাগা এসে আমার সেই জানের জানকে দখল ক'র্ত্তে ব'সেছে! বাহারে দুনিয়া! একবার ভাল কথায় ব'লে দেখব, যে, তুমি নবাবপুরী ছেড়ে চ'লে যাও, তাতে না হয়, তারপর নিজহস্তে তাকে কবরে পাঠাব। খুন ক'র্‌ব!—তাকে খুন ক'র্‌ব। সয়তানের রক্তে মেদিনীর বক্ষ রঞ্জিত ক'র্‌ব!

(মির্জ্জানের আত্মপ্রকাশ।)

মির্জ্জা। (স্বগত) কি ভয়ানক প্রচ্ছন্ন রহস্য! দুনিয়ায় দিনের পর দিন যাচ্ছে,—আর আমার অন্তরে এক একটি ক'রে শত শত জ্ঞানের নয়ন

ফুটে উঠ্‌ছে! আর অন্তরালে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।—(প্রকাশ্যে) ভাই! সৈনিক-ব্রত গ্রহণ ক'রে, অলক্ষ্যে কাপুরুষের ন্যায় কার প্রাণ বধের সঙ্কল্প ক'র্‌ছেন?

বাব। একি! আপনি, মির্জ্জাসাহেব! সেলাম! আপনি এখানে এ সময়?

মির্জ্জা। হ্যাঁ সহেব! আমি প্রত্যহই এই স্থানে আগমন ক'রে থাকি।

বাব। আমার আজ সুপ্রভাত! আপনার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়ের এমন সুযোগ আর কখনও উপস্থিত হয় নি।

মির্জ্জা। সাহেব! আমিও আপনার সহিত আলাপের অবসর পেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান ক'চ্ছি। আপনি কি আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কুণ্ঠিত হ'চ্ছেন?

বাব। হ্যাঁ! না না! আমি কথায় কথায় সে কথা বিস্মৃত হ'য়েছিলুম।

মির্জ্জা। এ জগতে কে আপনার এমন প্রবল শত্রু আছে, যাকে প্রকৃত বীরের ন্যায় সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত না ক'রে—গোপনে তার প্রাণহরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছেন!

বাব। শত্রু! শত্রু! শত্রু কে? কার কথা ব'ল্‌ছেন্? আমাদের শত্রুও নাই, মিত্রও নাই—। যখন নবাবের দাসত্ব গ্রহণ ক'রেছি, তখন পরম মিত্রও নবাবের শত্রু হ'লে তার প্রতি অস্ত্র উত্তোলনে কখন পশ্চাৎপদ হব না।

মির্জ্জা। রাজভক্ত বীরপুরুষের ধর্ম্মই ঐরূপ। আপনি আমার নিকট আর আপনার গুপ্ত অভিসন্ধি গোপন কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন না। কারণ আমি আপনার নিজ মুখ হ'তে আপনার মনের কল্পনা সবই শ্রবণ ক'রেছি। আপনি একটা মহাভ্রমে পতিত হ'য়েছেন। এ জগতে আমি আত্মসুখের জন্য কারও সুখসৌভাগ্যের অন্তরায় হব না।

তবে ঘটনা-স্রোতে সময়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্যেরও উপলক্ষ হ'তে হয়। কেননা আমি পরাধীন।

বাব। (স্বগতঃ) য়্যাঁ! একি! এ যে দেখ্‌ছি আমার মনের কথা সবই জান্তে পেরেছে? কি সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) মির্জা সাহেব! আপনি কি ব'ল্‌ছেন? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে!

মির্জ্জা। সাহেব! বোঝাবুঝি অনেক হ'য়েছে। শত্রু সম্মুখীন, সাধ্য থাকে বীরপুরুষের ন্যায় তাকে সম্মুখ সমরে বধ কর।

বাব। আপনি কি আমাকে গুপ্ত হন্তা ঠাওরাচ্ছেন? এরূপ অন্যায় অভদ্রোচিত অনুমানের কারণ কি? আপনি নবাব সাহেবের অতিশয় প্রিয় পাত্র! আপনার সহিত আমার কিসের শত্রুতা?

মির্জ্জা। সেনানায়ক! শত্রুতা কিসের, সে কথা নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন কর। আমি সে কথার উত্তর দানে ঘৃণা বোধ করি।

বাব। আপনি দেখ্‌ছি আমায় একটা নীচ ব্যক্তি ব'লে মনে ক'চ্ছেন। কিন্তু আপনি জানেন না যে আমি আপনা অপেক্ষা বংশমর্য্যাদায় ও অর্থসম্পদে শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

মির্জ্জা। হ'তে পারে, আপনি সকল বিষয়ে আমাপেক্ষা ভাগ্যবান্; তথাপি আমি আপনার নীচ অন্তঃকরণের প্রশংসা ক'র্ত্তে পারি না।

বাব। সাহেব! আপনার বাক্য সংযত ক'রুন্। আপনি একান্ত ভদ্রতার সীমা অতিক্রম ক'চ্ছেন্। আমার অন্তঃকরণ যে নীচ, তা কিসে স্থির ক'ল্লেন্?

মির্জ্জা। যে হীনচেতা ব্যক্তি অসদুপায়ে আপন প্রভুকন্যার প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে, সে মানব—মানবাকারে বন্য পশু বই আর কি হ'তে পারে?

বাব। সাবধান যুবক! তুমি কাকে কি ব'ল্‌ছ জান?

মির্জ্জা। জানি বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমায় বিশেষরূপে না বুঝে,

তোমার সংশোধনের প্রয়াসী হইনি। খোদার নাম স্মরণ ক'রে বল দেখি, কেন তুমি আত্মপরিচয় গোপন ক'রে—ছদ্মবেশে নবাবের অধানে সৈনিকের কার্য্য গ্রহণ ক'রেছ? আর কেনইবা একজন নিরপরাধীকে শত্রুজ্ঞানে গোপনে তার প্রাণ বধে উদ্যত হ'য়েছ?

বাব। (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অসি বহিষ্কৃত করিয়া) দুষমন্! তোমার এত দর্প! এত তেজ! এখনি তোমায় উপযুক্ত প্রতিফল দানে আমার সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার ক'র্ব্বো।

(তরবারি লইয়া মির্জ্জানকে আঘাত করিতে উদ্যত। মির্জ্জান আত্মরক্ষা করিয়া সৈনিকের তরবারি কাড়িয়া লইয়া বক্ষে উপবেশন।)

মির্জ্জা। (তরবারি উত্তোলন করিয়া) বর্ব্বর! নরপিশাচ! এখন তোকে কে রক্ষা করে? মূর্খ! দুনিয়ায় যারা সৎপথচ্যুত হ'য়ে কুপথগামী হয়, তারা কখন কোন কার্য্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ ক'র্‌তে পারে না। এই আমি তোকে পরিত্যাগ ক'ল্লুম্। তোর মত নরাধমকে বধ ক'রে আমি হস্ত কলঙ্কিত ক'র্‌তে চাইনে। যদি নিজের মঙ্গল চাস্, তাহ'লে আর নবাবপুরে পদার্পণ করিস্‌নে। এ কথা নবাবের কাণে উঠ্‌লে তোর গরদানা থাক্‌বে না। তোকে আজ মার্জ্জনা ক'রে—তোর প্রাণ দান ক'র্‌লাম। যা, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ্!

বাব। আমার তরবারি প্রদান করুন্।

মির্জ্জা। সয়তান! তরবারির সম্মান রক্ষণে তুই অকৃতকার্য্য হয়েছিস্। সে জন্য এ অসি তোকে প্রত্যর্পণ কর্ব্বো না! ত্বরায় এ স্থান ত্যাগ কর্।

বাব। (কিছু দূর যাইতে যাইতে) দুষমন্! তোকে কবরে পাঠিয়ে তবে আমার অন্য কার্য্য। (পকেটে হস্ত দিয়া) এই যে গুলি-

ভরা পিস্তল! এতক্ষণ আমার স্মরণ ছিল না। বীরবর! এইবার নিজের জীবন রক্ষা কর। (মির্জ্জানকে লক্ষ্য করিয়া গুলিত্যাগ)

(মির্জ্জানের হঠাৎ ভূমিতে শয়ন, বাবরালির লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওন ; দ্বিতীয়বার গুলি ত্যাগ, মির্জ্জানের লম্ফ প্রদান ; তৎপর বাবরালির পলাইবার চেষ্টা। মির্জ্জানের সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনি করণ ও যুগপৎ শরীররক্ষিগণ কর্ত্তৃক বাবরালির ধৃত হওন।)

১ম শ-রক্ষী। আরে এ কেয়া স্থবেদারজি! তোম্ ওমরাহজাদাকা পর গোলি চালায়া ?

২য় শ-রক্ষী। আরে এত বড়া তাজ্জব কা বাত্! কাহে তোম্ পাগলা হো গিয়া ? আপনা জান্কা ডর নেহি তোমারা ?

মির্জ্জা। রক্ষিগণ! সয়তানকে নিয়ে যাও। উপযুক্ত সময়ে দরবারে হাজির ক'রো, সেখানে দুষ্টের বিচার হবে।

১ম শ-র। যো হুকুম মালিক!

২য় শ-র। নেমক্‌হারাম! আপন মনিব কা জান লেনে তৈয়ার হুয়া (হাত কড়ি দেওন) আব চলো, করম কা ফল উঠাও।

১ম শ-র। চল্ কমবক্ত! চল্ বে চল্।

(উভয়ে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

মির্জ্জা। গুরুজী! আজ বুঝ্‌লুম, আয়ুঃশেষ না হ'লে প্রাণ যাবার নয়। গুপ্ত হন্তা প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার অভীষ্ট পুরণে সক্ষম হ'ল না, যেন কোন এক অজ্ঞাত শক্তি অলক্ষ্যে থেকে তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'ল্লে। মেহেরবান্! এ পরীক্ষাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বো কি! দারুণ সন্দেহস্থল!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণস্থিত দরবার-মঞ্চ।

(বন্দীরূপে বাবরআলি ও রক্ষিগণ এবং জহ্লাদ।)

বাব। (স্বগত) হায় হায়! দুরাশার মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে, কি সর্ব্বনাশই ক'ল্লুম! রত্ন-আশায় সাগরে ডুবেছিলুম, কিন্তু রত্ন সঞ্চয় হওয়া দূরে থাক, আজ নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝি লোপ হ'য়ে যায়! এক ভুল ক'ল্লুম! এ ভুলের বুঝি আর সংশোধনের উপায় নাই।

১ম রক্ষী। আরে মিঞা! ক্যা বক্ বক্ কর্‌তা? থোড়ে সবুর কিয়ে যাও, সব ঠাণ্ডা হো যাগা।

বাব। (স্বগত) রক্ষীদের অনুমান সত্য, আমার কৃতকার্য্যের পরিণাম জীবন বিসর্জ্জন। ভাই সব! তোমরা ব'ল্‌তে পার, আমার বিচার কি এখনি শেষ হবে?

নেপথ্যে নকীব ফুকরাওন)

১ম রক্ষী। আরে নবাব আতা হ্যায়, আরে নবাব আত্যা হ্যায়। খবরদার—খবরদার—হুসিয়ারিসে খাড়া রহো।

(শরীররক্ষক পরিবেষ্টিত নবাব ও উজীরের প্রবেশ ও নবাবের মঞ্চোপরি উপবেশন। সমবেত রক্ষিগণের তরবারি উত্তোলনে সম্মান প্রদর্শন।)

সকলে। জয় নবাব বাহাদুরের জয়! জয় নবাব বাহাদুরের জয়!!

উজীর। রক্ষী! বন্দীর দেহ পরীক্ষা কর।

(রক্ষী কর্তৃক বন্দী-দেহ পরীক্ষা করণ)

নবাব। উজীর! এই নবাব-অন্নপুষ্ট ছদ্মবেশী নরহন্তার অপরাধের বিষয় কোতোয়ালের মুখে সমস্তই অবগত হয়েছি, এক্ষণে অপরাধীকে জানাও যে, তার যদি কিছু বক্তব্য থাকে,—ত্বরায় সে কথা নবাব-সমীপে প্রকাশ করে।

উজী। বন্দী! তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত, খোদার প্রতিনিধি ন্যায়দণ্ড-হস্তে দুষ্টের দমনে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। পাপিষ্ঠ! এক্ষণে নিজের অপরাধের কথা স্মরণ ক'রে সমুচিত দণ্ড গ্রহণ কর, আর কৃত অপরাধ সম্বন্ধে নবাব-সমক্ষে যদি কিছু জানাবার ইচ্ছা থাকে, শাস্তি গ্রহণের পূর্ব্বে সে কথা নিবেদন কর।

বাব। (হাঁটু গাড়িয়া) নবাব সাহেব! এ দাসানুদাসের কৃতপাপের সীমা নাই! বদ্‌বখ্‌ত আমি যে কার্য্যে উদ্যত হ'য়েছিলেম, তার প্রতিফল মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা বই আর কি হ'তে পারে; কিন্তু খোদার প্রতিনিধি! দয়া-ধর্ম্মের অবতার! জীবনে এই আমার মহাপাপ! আমি মহাভুলে পতিত হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিলুম। সেই জন্য একবার,—জীবনে এই একবার আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

নবাব। উজীর! খোদার রাজ্যে পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্মের বহির্ভূত কার্য্য। সে কার্য্য সাধনে আমি নিতান্ত অক্ষম। অপরাধীকে জানাও তার পাপের গুরুত্ব বিবেচনায়, তাকে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ক'ল্লম। উজীর! পাপিষ্ঠকে জহ্লাদের হস্তে অর্পণ কর

উজীর। জহ্লাদ! নবাবের আদেশ প্রতিপালন কর।

জহ্লাদ। যো হুকুম মালিক!

বাব। দোহাই নবাব সাহেব! রক্ষা করুন! একবার মার্জ্জনা চাই, জনাব! খোদাও অপরাধ স্বীকারে অনুতপ্ত পাপীকে একবারের জন্য মার্জ্জনা করেন। আপনি তাঁর দৃষ্টান্তে—কালের করাল কবল হ'তে আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন। আল্লা আপনার মঙ্গল ক'র্‌বেন।

নবাব। উজীর! বন্দীকে জানাও, নবাবের হুকুম অপরিবর্ত্তনীয়।

উজীর। নরাধম! তোমার বাক্যব্যয় বৃথা। নবাবের হুকুম কখন পরিবর্ত্তন হবে না।

(জহ্লাদ ও রক্ষিদ্বয়ের বাবরালিকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

(সহসা মির্জ্জানের দ্রুতবেগে প্রবেশ)

মির্জ্জা। (বেগে নবাবের পদতলে পড়িয়া) রক্ষা ক'রুন! রক্ষা করুন! রাজ্যাধীশ্বর! মরণ-ভীতিগ্রস্ত অসহায় হতভাগ্য জীবকে রক্ষা করুন! খোদার প্রিয় সন্তান হয়ে, তাঁর ভাগ্যহীন সন্তানকে সামান্য পাপে হত্যাদেশ প্রদান ক'র্ব্বেন না। দুনিয়ায় মানব-হৃদয়ে ক্ষমাগুণই শ্রেষ্ঠ রত্ন। আর আপনি সে রত্নের একমাত্র অধিকারী। আজ পরীক্ষাক্ষেত্রে এ আশ্রয়-ভিখারী, বিপন্নের প্রতি সে রত্ন বিতরণে কৃপণতা ক'র্ব্বেন না কৃপা ক'রে, পাপীর জীবনরক্ষার হুকুম দিয়ে পাপীর প্রতি অন্যদণ্ডের ব্যবস্থা করুন।

নবাব। মির্জ্জান! বৎস! তোমায় আমি এখনও চিন্‌তে পাল্লুম না যে, তুমি কে? আর কেনইবা এত রূপ গুণ নিয়ে আমার তক্ত-তলে

অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে ফুটে উঠ্‌লে? জানি না খোদার মনে কি আছে! আমার সন্তানতুল্য প্রিয় তুমি—তোমার কথা উপেক্ষা ক'রে—তোমার প্রাণে ব্যথা দিবার সাধ্য আমার নাই। মির্জ্জান! তুমি কি চাও, বল?

মির্জ্জা। দয়ার অবতার! বন্দী আমার প্রাণনাশে উদ্যত হ'য়েছিল, আমি তাকে মার্জ্জনার চ'ক্ষে দেখিছি; আমি পাপিষ্ঠের সংহার কামনা করি না—সংশোধন কামনা করি। এক্ষণে করুণাময় নবাব-সমীপে আমি বন্দীর প্রাণ ভিক্ষা করি।

নবাব। বৎস মির্জ্জান! আমি যে ইতিপূর্ব্বে সেই নরাধমের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান ক'রেছি, বোধ হয় এতক্ষণ আমার আজ্ঞা পালন বাকি নাই। উজীর! একজন রক্ষীকে সত্বর প্রেরণ ক'রে বন্দীর প্রাণদণ্ড রহিত কর।

(নবাবের প্রস্থান।)

উজীর। ওমরাহজাদা! আর রক্ষী প্রেরণের আবশ্যক নাই। জহ্লাদ ফিরে এসেছে—নবাবের আদেশ সমাধা হ'য়েছে।

(জহ্লাদের প্রবেশ)

জহ্লাদ। সেলাম খোদাবন্দ! এ দাস হুকুম তামিল ক'রেছে।

মির্জ্জা। য়্যাঁ! হত্যাকার্য্য শেষ হ'য়েছে? অভাগার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হ'য়েছে?

জহ্লাদ। হ্যাঁ খোদাবন্দ! কম্‌বখ্‌তের মস্তকহীন দেহ শোণিত-প্রবাহে ধরাতল ভাসিয়ে চিরদিনের মত নিস্তব্ধ হয়েছে! এই দেখুন আমার হস্তে, আমার তরবারিতে তার উত্তপ্ত রক্তের উজ্জ্বল চিহ্ন বর্ত্তমান রয়েছে।

উজীর। জহ্লাদ! এস্থান ত্যাগ কর।

জহ্লাদ। সেলাম খোদাবন্দ! (জহ্লাদের প্রস্থান।)

মির্জ্জা। এত চেষ্টায়ও হতভাগ্যের জীবনরক্ষায় কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌লেম না! ওহো, হো! আমার জন্য একটা অমূল্য জীবন অসময়ে নষ্ট হ'লো। নবাব সাহেব! আপনার একি বীভৎস বিচারপদ্ধতি! দুনিয়ায় যাদের জীবন দানের শক্তি নাই, তারা কথায় কথায়—অম্লান বদনে, কোন্ যুক্তিতে দুর্ব্বলের জীবন দণ্ড করে! এ কি দেখালে খোদা? সৌভাগ্যের প্রথম সোপানই যে নররক্তে রঞ্জিত হ'লো! জান না এর পরিণাম কি?

উজীর। শমরাহজাদা! অন্তঃপুরে চলুন। আর বৃথা অনুশোচনায় ফল কি?

মির্জ্জা। হ্যাঁ চলুন উজীর সাহেব!

(চিন্তিতভাবে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যানস্থ চাঁদনী।

(নবাব ও দেলদার)

দেল। জনাব! আর আপনার সখ্য-সুখ ভোগ আমার বরাতে নাই! বড় আশা ক'রে আপনার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিলুম; কিন্তু খোদা আমার সে সাধে বাদ সাধ্‌লে। আর এ পুরে আমার স্থান নাই।

নবাব। সে কি কথা দোস্ত! নবাব যাকে দোস্ত ব'লে এ পুরে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে আশ্রয়স্থানচ্যুত করার সাধ্য এক নবাব ভিন্ন আর

কার আছে? সে নবাব তো তোমার এক দিনের জন্যও অযত্ন করে না; তবে কেন মিঞা! অভাজনকে ত্যাগ ক'রে যাবে? এ নবাব-পুরী ছেড়ে যাবার কি এমন বিশেষ কারণ ঘটেছে?

দেল। নবাব সাহেব! কারণের কথা ব'ল্লে কি আপনি প্রত্যয়-ক'র্বেন? হয় ত পাগল ব'লে আমায় উপহাস ক'র্বেন!

নবাব। আচ্ছা মিঞা! কারণটা কি, একবার বলই না।

চিত্ত। নবাব! প্রাসাদের অন্তঃপুরে সুন্দরী বেগমগণেরই বাসস্থান জানতুম,—জাঁহাপনা! সে দিন যা দেখলুম, তাতে আমি অবাক্ হ'য়ে গেছি।

নবাব। কথাটা কি ভেঙ্গে বল না, বৃথা সংশয় বাড়াও কেন?

দেল। সে দিন আপনারা সকলে তো আমোদ-আহ্লাদ নৃত্য-গীত উপ-ভোগ ক'রে প্রস্থান ক'ল্লেন, এদিকে আমি আপনার নাচওয়ালাদের ভয়ে একবারে চোখ বুজে চুপ ক'রে প'ড়ে আছি, আর ভাবছি, কখন এ কামিনীরা বিদেয় হবে; এমন সময় কাণে শুনলুম—খোন খোনা কথা ক'য়ে, আমায় বল্লে (খোনা স্বরে) "তুমি যদি আর কখনও মেয়ে মানুষকে ঘৃণা কর, তা হ'লে আর নিস্তার নাই, তোমার ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খাব।"

নবাব। আচ্ছা দোস্ত! কই আমরা তো কখন কিছু দেখতে পাই না?

দেল। তা হ'লে দেখছি, আমায় এখান থেকে তাড়াবার জন্য এ পেত্নীর উপদ্রব। নবাব সাহেব! এর যদি কোন উপায় করেন তো ভাল—নৈলে আমায় পথ দেখতে হবে। অকালে পেত্নীর খোরাকের জন্য প্রাণটা দিতে আমি নারাজ!

নবাব। মিঞা! পথ দেখার চেয়ে, তাদের কথা মত একটা সাদি ক'রে ফে'লনা, তা হ'লে তো সব গোল চুকে যায়!

দেল। তাদের উপদেশ ত তাদের জাত ভাইকে সাদি করা—সে কার্য্য প্রাণ থাক্‌তে আমার দ্বারায় হবে না!

নবা। সে কার্য্য যতদিন না হবে, ততদিন পেত্নীর উপদ্রবও কম্‌বে না!

দেল। এ রাজ্য-ত্যাগ ক'রে চ'লে যাব!

নবা। আরে পাগল! ওদের হাত থেকে, কোথাও পালিয়ে, তোমার নিস্তার নাই! ওরা যার পেছু নেয়—তাকে জীয়ন্তে ছাড়ে না! তুমি যেথায়ই যাও, ওরা তোমার অনুগামী হবে!

দেল। য়ঁ্যা বলেন্ কি জনাব! দুনিয়া না ছাড়্‌লে—ওদের হাতে নিস্তার নাই?

নবা। বেসক্ দোস্ত! তুমি ভাল ক'রে বুঝে দেখ, কেন সারা জীবন কষ্ট পাবে।

দেল। নবাব সাহেব! যে দোস্তি স্থায়িত্বহীন, সে দোস্তিতে মজ্‌তে কেন উপদেশ দিচ্ছেন্? আমি দোস্তির এক পত্র পেয়েছি, তাঁর সাথে যদি দোস্তি ক'র্‌তে পারি—তা হ'লে তাতে সুখ আছে বটে।

নবা। কে সে মিঞা! রমণী ভিন্ন ভালবাসার জিনিস এ দুনিয়ায় আর কি আছে?

দেল। যে আপনার পরম প্রিয় রমণীজাতির সৃজন কর্ত্তা! তাঁকে চিন্‌তে পারেন কি? ভালবাসার অমন সুপাত্র আর আছে কি?

নবা। দোস্ত! তিনি ত দিবানিশি অন্তরে অবস্থান ক'চ্ছেন, তাঁকে যে ভালবাসে, সে তাঁর আদেশ পালন ক'র্‌তে বিমুখ হয় না; তাঁকে শুধু ভালবাস্‌লেই হয় না! তাঁর উপদেশ পালনও মানবের প্রধান কর্ত্তব্য।

দেল। কি ভুল বোঝাচ্ছেন জনাব! আপনি ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ-গুণসম্পন্ন

রমণী রত্ন লাভ ক'রেছেন, কিন্তু ব'লতে পারেন কি, কতটা সুখ শান্তি স্বচ্ছন্দচিত্তে উপভোগ ক'চ্ছেন ?

নবা। তোমার—এ প্রশ্নের কারণ কি মিঞা ?

দেল। হয় না নবাব! তা কখনও হয় না! সৃষ্টি—স্থিতি—লয়, খোদার তিনটি প্রধান কার্য্য। তার মধ্যে সৃষ্টি এবং লয়ের জন্য রমণীর সৃজন! সংহারের কোলে আশ্রয় গ্রহণে, কেউ কখন শান্তি লাভ ক'র্ত্তে পারে কি ?

নবা। উপযুক্ত রমণীকে প্রাণ দিলে দুঃখ পেতে হবে কেন মিঞা ?

দেল। কেন ? রমণী-হৃদয়ে—হৃদয় কোথায় ? তারা আত্মস্বার্থে কর্ত্তব্য-জ্ঞান শূন্য, ছলনার আধাররূপিণী, পাপের জ্বলন্ত ছবি! এই সমস্ত ইন্ধন সম্মিলনে—যে অনলের উদ্ভব, সে অনল স্পর্শ ক'র্লে—চিরদিন যে জ্বলতে হবে—তাতে কি আর সন্দেহ আছে ; বিশেষ, যে একবার ঠেকেছে, সে কি আর অগ্রসর হ'তে চায় ?

নবা। দোস্ত! আমরা সংসারের মানুষ, সংসার ভালবাসি।—খোদার রাজ্যে জন্মে, তাঁর আদেশ পালনই আমাদের একমাত্র কার্য্য। তোমায় দোস্ত বলি, তোমায় ভালবাসি, তাই তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করি; তোমার ইচ্ছা হয়, আমার কথা রক্ষা ক'র্বে—না হয় বর্জ্জন ক'র্বে।

(বেগমের জনৈক বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। সেলাম নবাব সাহেব! বেগম সাহেব আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'চ্ছেন।

নবা। উত্তম, তুমি তাঁকে ত্বরায় দর্শন দিতে বল।

বাঁদী। যথা অভিরুচি প্রভু! (প্রস্থান।)

দেল। জাঁহাপনা! গোলামও এক্ষণে অবসর প্রার্থনা করে।

নবা। প্রার্থনা মঞ্জুর দোস্ত।

(সেলামান্তে দেলদারের প্রস্থান)

নবা। মূর্খ দাম্ভিক! তুমি মনে ভাব, আমি সর্ব্বত্যাগী পুরুষ! আমিও দেখ্‌তে চাই, বিধাতার ইচ্ছার প্রতিকূলে, কতদিন তোমার মনের বল অচল থাকে! আমার প্রতিজ্ঞা—যেমন ক'রে পারি, তোমার দর্প চূর্ণ ক'রে, তোমায় আওরাত গ্রহণ করাব। দেখি, এ পরীক্ষায় কে জয়ী হয়।

(বেগম সাহেবের প্রবেশ)

নবা। এস বেগম! আজ অনুগত প্রজার বড় সৌভাগ্য, তাই অসময়ে নয়ন মন চরিতার্থ হ'ল।

বেগ। সে কি কথা রাজ্যেশ্বর! দাসী নবাবের—বাঁদী! যখন আদেশ ক'র্‌বেন, তখনই পদ সেবার আশে, জনাবের চরণতলে উপস্থিত হ'য়ে, প্রভুর পদ সেবায় নিযুক্ত হ'ব। তাতে দাসীর আর সময় অসময় কি? তবে—প্রভুরই কর্ত্তব্যের বন্ধনে, সর্ব্বদা কায়মনে, দেবতার পূজার অবসর পাই না, সে দোষে দাসী—দোষী নয়।

নবা। বেগম! নবাবের কি সাধ্য যে—সে তার ভাগ্যাধীশ্বরীকে দোষী ক'র্ত্তে পারে! বেগম! আজ আমার প্রাণ বড়ই চিন্তাক্লিষ্ট।

বেগ। কেন প্রভু! অকস্মাৎ নির্ম্মল আকাশে, এ মেঘোদয়ের কারণ কি? দাসী কি সে কথা শুন্‌তে পায় না?

নবা। প্রিয়ে! নবাবের সুখ দুঃখের—কোন্ কথা তার প্রিয়তমার অগোচর থাকে? সুখের কথাই হ'ক্—আর দুঃখের কথাই হ'ক, তোমায় না

শুনিয়ে—এ দুনিয়ায় কে এমন সমব্যথী আছে, যাকে নবাব মনের কথা ব্যক্ত ক'র্‌বে।

বেগ। তাহ'লে নবাব! ত্বরায় আমার মনের উদ্বেগ দূর ক'রুন। আপনার মলিন মুখ দেখে—আমি দুনিয়া আঁধার দেখ্‌ছি।

নবা। বেগম! কি জানি কেন, মির্জ্জানের চরিত্র সম্বন্ধে, আমার প্রাণে কেমন সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে। তার কার্য্যকলাপে—তাকে চিন্‌তে পাচ্ছিনে যে, সে কে—তার মনে কি আছে! এরি মধ্যে সে সমস্ত বিদ্যায়—আদর্শ শিক্ষা লাভ ক'রেছে, এখন তার মুখের পানে চাওয়া যায় না; তার মুখ দেখ্‌লে, অতি বড় বলবান্ শত্রুরও বুক কেঁপে উঠে! আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যে, কাকে আমি আদর ক'রে আমার আবাসে স্থান দিলুম। আমার প্রিয়তমা কন্যাকে—ভাল ক'রে না জেনে শুনে, কেন একজন অপরিচিতের সহিত মিশ্‌তে দিলুম।

বেগ। নবাব সাহেব! বাঁদীর অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন। আপনি কাকে কি ভেবেছেন্! যার নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রে—দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'ল্লে, প্রাণে অপত্যস্নেহের উৎস ছুটে যায়, যার বিনয়নম্র বচনে—অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও গ'লে দ্রব হ'য়ে যায়, তার উপরে আপনি অকারণ কেন সন্দিগ্ধ হ'চ্ছেন্? সে আপনার সন্তান অপেক্ষাও প্রিয়বস্তু। আমার বিশ্বাস—তার দ্বারা নবাবের অশেষপ্রকার মঙ্গল সাধিত হবে। সামান্য সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে, রত্ন সঞ্চয় ক'রে—স্বেচ্ছায় সে রত্ন হারাবেন্ না, বাঁদীর এই অনুরোধটী রক্ষা ক'র্‌বেন্।

নবা। বেগম! হয় ত আমার ধারণা ভুল হ'তে পারে। কারণ, সংসারে মানব মাত্রেরই ভ্রান্তি আছে। আচ্ছা বেগম! যুবকের প্রতি নবাবজাদীর মনোভাব কিপ্রকার?

বেগ। সে কথা আর কি ব'ল্‌বো। তনয়া তোমার, মির্জ্জানকেই আপনার ইহকালের দেবতা নির্ব্বাচন ক'রেছে, যুবকও কুমারীর রূপগুণে একান্ত বশীভূত হ'য়ে প'ড়েছে।

নবা। প্রিয়ে! এতদূর হ'য়েছে! তাহ'লে ত চিন্তার বিষয় বটে।

বেগ। দুনিয়ায় এ মহামিলন সংঘটন—সেই দয়াময় খোদার কার্য্য! তাঁর শুভ ইচ্ছা তিনিই পূরণ ক'র্‌বেন, সে জন্য আমাদের কোন চিন্তার কারণ নেই। তবে এখন আরও কিছুকাল অপেক্ষা ক'রে, উভয়ের মধ্যে জীবন মরণের বন্ধন—সুদৃঢ় করা আবশ্যক।

নবা। কন্যা তোমার,—তার সুখ দুঃখ তোমাপেক্ষা আমি অধিক বুঝি না, আমার কার্য্য—পাত্র নির্ব্বাচনেই শেষ হ'য়েছে; যদি উপযুক্ত বিবেচনা কর, মিলনের ভার তোমার উপর। উৎসব আয়োজনের ব্যবস্থা আমি ক'র্‌বো।

বেগ। উত্তম যুক্তি খামিন্‌!

নবা। বেগম! আজ আমার দেহের অবস্থা ভাল বিবেচনা ক'চ্ছি না, আমি বিশ্রামের নিতান্ত অভিলাষী।

বেগ। চলুন প্রভু! আজ কেন এমন হ'ল? জুলেখাঁ!

(জুলেখাঁর প্রবেশ।)

জুলে। বেগম সাহেব!—হুকুম।

বেগ। হকিম সাহেবকে ত্বরায় অন্তঃপুরে ডেকে আন। চলুন প্রভু!

নবা। চল বেগম! অন্তরে বড়ই যাতনা অনুভব ক'চ্ছি!—

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*—

দেলখোস বাগ।

মির্জান, মম্‌তাজ ও সহচরীগণ।

মম্‌। গীত।

আমি সঁপেছি আমারে—চরণে তোমার,
বঁধু স্থান দিও—পদে অধীনায়।
আমি প্রণয়েরি পথে—নবীনা সাধিকা,
পূজিতে গো সাধ দেবতায়॥
গগনের চাঁদ হেরি ধরাতলে, ধরিয়াছি হৃদে অতি কুতূহলে,
হে দেব সুন্দর—মাগি এই বর,
যেন সফল হইগো—সাধনায়,
(ওগো) রমণীরঞ্জন! ও মন-মোহন,
তুমি পূরা'য়ো দাসীর কামনায়॥

মি। মম্‌তাজ! একি ক'ল্লে মম্‌তাজ? পৃথিবীর সর্ব্বসৌভাগ্য-বঞ্চিত, এ হতভাগ্য জীবকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে এলে? এ কোন্ স্বপ্ন রাজ্য? এ রাজ্যের সবই যে সুন্দর—সবই যে প্রেমময়! তরু-লতায় প্রেম! ফুলে মুকুলে প্রেম!! অলির গুঞ্জনে প্রেম! সমীরণে প্রেম!! এর চারিদিকে যে স্বর্গীয় প্রেমের বিমল-সৌন্দর্য্য! ধরণীর

তাপদগ্ধ বুকে, যে দুঃখের তাপে—জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে জীবন হারাবে, তার ভাগ্যে—অনন্ত সুখের স্থান সইবে কেন মম্‌তাজ! কি ক'র্‌লে নবাবজাদী? এ আমায় কোথায় আন্‌লে?

মম্। প্রেমময়! আমি ত আপনাকে উপযুক্ত স্থানে আসন দিয়েছি। এই ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর—এত দিন যে ক্ষুদ্র প্রাণটির আসন ছিল, সে প্রাণকে দেবতার চরণে উৎসর্গ ক'রে—তার পরিবর্ত্তে—আমার কামনার নিধি—সমস্ত জীবনের সাধনার দেবমূর্ত্তিকে—হৃদি-সিংহাসনে স্থাপন ক'রেছি—অভাগিনীর হৃদয়-আসন কি প্রভুর পক্ষে অনুপযুক্ত বোধ হ'য়েছে?

মির্জ্জা। মম্‌তাজ্! আমার কথা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আমি মনে ভাব্‌ছি যে, দেবমন্দিরে, দেবতার আসনে—আমার ন্যায় সামান্য মানবের স্থান হওয়া অসম্ভব।

মম্। তা নয় কুমার! আমি ভাব্‌ছি—এ মৃত্তিকামন্দিরে, অকিঞ্চিৎকর হৃদয়াসন—বোধ হয় দেবতার বাসের উপযুক্ত স্থান ব'লে বোধ হ'চ্ছে না।

মির্জ্জা। মনোরমে! তোমার নিকট আমি পরাজয় স্বীকার ক'ল্লুম্। নবাবজাদি! উভয়ে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে যে অবস্থায় উপস্থিত হ'য়েছি, সে অবস্থার পরিণাম কি—জানি না! যদি নবাব সাহেব—হীন জ্ঞানে—তোমার সহিত আমার পবিত্র মিলনে—অন্যমত করেন, তাহ'লে কি হবে নবাবকুমারি?

মম্। খোদার রাজ্যে কখনও অবিচার হবে না। আপনি চিন্তা ক'রবেন না। তিনি দয়াময়—যে তাঁকে একপ্রাণে ডাক্‌তে পারে, তিনি তাকে নিশ্চয়ই পদাশ্রয় প্রদান করেন।

মির্জ্জা। নবাবকুমারি! আমার সব গোলযোগ হ'য়ে যাচ্ছে। শুধু ভেসে

চ'লেছি,—একটানা স্রোতে তৃণের মত ভেসে চ'লেছি! আমায় কি যেন একটা নেশায়—অঘোর ক'রে রেখেছে! মম্‌তাজ্‌! বড় তুফানে প'ড়েছি, অভাজনকে পায়ে রেখো।

মম্‌। কি ব'ল্‌ব,—কেমন ক'রে ব'ল্‌ব,—আমার মনের কথা—কি ভাষায় জানাব? আমি ত আমার নই; আমি ত এখন ছায়ামাত্র—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সে ছায়া—কায়ার অনুগামী। নিদ্রায়—জাগরণে—সুখের স্বপ্নে উন্মাদিনী হ'য়েছে, তার সেই সোণার স্বপ্ন যেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভঙ্গ ক'র্‌বেন্‌ না,—দাসীর এই প্রার্থনা।

মির্জ্জা। কি ব'ল্‌ছ প্রিয়ে! তোমায় ভুলে যাব! যে দিন তোমায় ভুলে যাব, সে দিন এ প্রাণের সহিত—আর এ দেহের কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না।

মম্‌। ওমরাহজাদা! আমি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মেছি ব'লে কি আমার প্রাণ নেই? পতির পদসেবার শক্তি কি খোদা আমায় প্রদান করেন নি! এখনও সন্দেহ? বলুন প্রভু, কি ক'র্‌লে আপনার সে সন্দেহ দূর হয়! আদেশ পেলে—প্রভুর প্রীতির জন্য—দাসী অসাধ্য সাধনেও পরাঙ্মুখ হবে না।

মির্জ্জা। সে কথা অতীব সত্য। তোমাতে সে শক্তির অভাব নেই!

(মেহেরের প্রবেশ।)

মেহে। ও বহিন্‌! তুমি যে দেখ্‌ছি আমাদের কথা একেবারে ভুলে গেছ? ভাবের ঘোরে আমাদেরও কি গাছ পালার সামিল ক'রে ফেল্লে! কুমার সাহেব যাদুকর বটে!

সখীগণের গীত।

প্রেমিকবর আচ্ছা যাদুকর !!
মানস-মোহন ছবিখানি, দারুণ মোহের ঘর ॥

চাঁদের মত মুখ-খানিতে—মৃগ-লাঞ্ছন আঁখি,
রমণী যে মুখ চেয়েছে, (তার) মজ্‌তে নাইক বাকি;
পুরুষ পরেশ—প্রেমিক সরেশ, নারীর মনোহর,
পরশমণি পরশনে—নারী আপন করে পর ॥

মেহে। কুমার সাহেব! আমরা সকলে বক্‌সিস্ পেতে পারি।

মির্জ্জা। তোমাদের বক্‌সিস্ দেবার মত জিনিস আমার কি আছে? সম্বলের মধ্যে এক প্রাণ,—সেই প্রাণের অকৃত্রিম স্নেহরাশি তোমরা গ্রহণ কর।

মেহে। কুমার! প্রাণ ত আপনার একটী মাত্র, আর সে প্রাণ ত আমাদের রাজ-কুমারী অধিকার ক'রে ব'সেছেন। তাহ'লে আমরা তার অংশ পাব কি ক'রে?

মির্জ্জা। তা যদি বুঝে থাক, তা হ'লে আর আমায়—লজ্জা প্রদানের আবশ্যক কি?

মেহে। সাহেব! মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, যথার্থই আমরা অমূল্য পুরস্কার লাভ ক'রেছি। এতদিন পরে যে—পয়গম্বর কৃপা ক'রে, প্রাণসখী মমতাজের—মনোমত পতিরত্ন মিলিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের সুখের সীমা নাই।

মির্জ্জা। সুন্দরি! নবাব-নন্দিনীকে পত্নীরূপে লাভ ক'র্‌ব,—সে আশা যে আমার পক্ষে নিতান্ত দুরাশা!

মেহে। সাহেব! সতীর পতি—খোদাই মিলিয়ে দেন। সে কার্য্যে মানবের কোন হাত নেই। শুভ সময় উপস্থিত হ'য়েছে, খোদাও তাঁর কৃপার পরিচয় দিয়েছেন। আপনি যাই বলুন, আমাদের নবাব-

কুমারীর প্রাণরত্ন যে তস্কর অপহরণ ক'রেছে, তাকে আমরা শাস্তি-স্বরূপ—চিরদিনের মত সাজাদীর—গোলামীতে বহাল ক'র্‌বোই ক'র্‌বো।

সখীগণের গীত।

ওলো প্রাণসজনীর সাধের প্রাণ চুরি গিয়েছে !
এত আঁটা-আঁটি—দৃষ্টি খাঁটী—সবই মাটী হয়েছে !!
এ চুরি তো যেমন তেমন নয়,
মানব-চোখের অলক্ষ্যেতে প্রাণটি চুরি হয়,
ওলো, আমাদের প্রাণসজনীর সেই দশা ঘটেছে !!
ওহো, চ'খে চ'খে মিলনে চোর, হৃদয়ে সিঁদ কেটেছে !!
এ চুরিতে চোরের কিছু নাই বাহাদুরী,
চুরি ক'রে শেষ দুজনে হয় ধরাধরি,
চোর,—প্রাণটী দিয়ে—গোলাম হ'য়ে—তবে চুরি ক'রেছে,
এ চুরির কাজে—কেউ সাধু নয়, দুয়েরি প্রাণ মজেছে !!

মির্জ্জা। আমি তোমাদের এ সঙ্গীতের মর্ম্ম কিছু অনুভব ক'র্ত্তে পাল্লুম্ না। আচ্ছা, যে শুধু প্রাণ দিতে জানে, প্রতিদানে কিছু চায় না—ভালবাসে, ভালবাসা খোঁজে না,—যে পরের ব্যথায় বড় ব্যথী, নিজের ব্যথা পরকে জানায় না,—সে কি রকম চোর?

মেহে। এ রকম চোরের কথা ত আমরা শুনিনি ! এ অতি নূতন রকমের চোর বটে ! এ রকম চোর দেখাতে পারেন ?

মির্জ্জা। যদি খোদার মর্জ্জি হয়, তাহ'লে কিছুদিন পরে তোমাদের নবাব-কুমারীর নিকট অনুসন্ধান ক'ল্লে, চোখের উপর সে তস্করকে দেখ্‌তে পাবে।

মম্। মেহের! ক্ষান্ত হও, রজনীর দ্বিতীয় যাম আগত প্রায়, আর আমাদের বাগীচায় অবস্থান করা উচিত নয়।

মির্জ্জা। সত্য কথা নবাবজাদি! নবাব সাহেব. এ কথা শুন্‌লে বিশেষ বিরক্ত হবেন্। তোমরা ত্বরায় অন্তঃপুরে গমন কর, আমিও প্রাসাদাভি-মুখে প্রস্থান করি।

মেহে। জুলেমান্! তোমরা প্রস্তুত হ'য়ে এস—নবাবজাদী পুরী প্রবেশ ক'র্বেন।

(উন্মুক্ত ছুরিকা ও মসাল হস্তে খোজাগণের প্রবেশ।)

তোমরা সকলে প্রস্তুত?

জুলে। হাঁ বিবি সাহেব!

মেহের। সতর্কতার সহিত পথ দেখিয়ে চল।

জুলে। কুচ্ ডর নেহি। আপ্‌লোক চলিয়ে খানুম্'!

(যথারীতি নিয়মবদ্ধ ভাবে সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

নবাবপুরীর শয়ন-প্রকোষ্ঠ।

মৌলবী ও দেলদার।

(উভয়ে নিজ নিজ শয্যায় উপবিষ্ট।)

মৌল। মিঞাজান্! আজ মনটা আমার অত্যন্ত খারাপ হ'য়েছে। অনেক দিন দেশ ছাড়া, একবার পুত্র পরিবারের মুখ দেখ্‌বার জন্য প্রাণটা বড়ই উতলা হ'য়ে উঠেছে, আজ আর—নিদ্রা আস্‌ছে না, উঠে ব'স না মিঞা, দুজনে একটু গল্প গুজব করা যাক্।

দেল। আহা-হা-হা, তুমি যে দেখ্‌চি বড়ই গোলযোগ আরম্ভ ক'র্‌লে! শয্যায় পিঠ দেওয়া অবধি এম্‌নি বক্‌তে সুরু ক'রেছ যে, কোন রকমে ঘুমুতে দিচ্ছ না! কেন বল দিকিন্—আজ তোমার এমন দশা ঘট্‌লো ?

মৌল। ব'লেছি ত মিঞা! দেশের জন্যে—মন বড় উদ্বিগ্ন হ'য়েছে!

দেল। তাতে আমার কি বয়ে গেছে! আমায় ঘুমুতে দিচ্চ না কেন ?

মৌল। তুমি ত বড় মজার লোক দেখ্‌ছি! এক সাথে দুজনে বাস করি, আমি আত্মপরিজনের চিন্তায়, এত রাত অবধি জেগে ব'সে আছি, তাতে তোমার মুখ দিয়ে দুটো সহানুভূতির কথা বেরোন দূরে থাক্, নিদ্রা হ'চ্ছে না ব'লে, একেবারে ক্রোধে অন্ধকার দেখ্‌ছো;

বাবা! তোমার মত দুনিয়া-ছাড়া লোক পৃথিবীতে আর একটীও দেখ্‌তে পাইনে!

দেল। না পেলে ত আমার বড় বয়ে গেল! তোমার নিজের ভাবনায় যদি তোমার ঘুম না আসে, তাতে আমি জেগে ব'সে থাকৃব কেন বল ত? পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খানা খেয়েছি, সেটা হজম করা চাই, নইলে যে বদহজমে পেট ফুলে অক্কা পেতে হবে!

মৌল। তোমার যদি পুত্র-পরিবার থাকৃতো, আর বিদেশে ব'সে তাদের মুখ মনে প'ড়্‌তো, তাহ'লে বুঝ্‌তে,—কত সুখে রজনী অতিবাহিত হয়?

দেল। পরিবারের কথা কেন তুল্‌ছ মিঞা! ও জেতের মুখে আমি দু'হাতে ক'রে মুটো-মুটো ছাই দিই। এই ত বাবা চাক্ষুষ দেখনা, কারও মুখ মনে প'ড়্‌বার—তোয়াক্কা রাখিনে ব'লে, কেমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাই, আর তুমি ঐ মুখের ধোঁকায় প'ড়েছ ব'লে, সমস্ত রাতটা ছট্‌ফট্‌ ক'রে ম'র্‌ছ? আর—ওকথা, একলা তুমি ব'লে নয়, সারা দুনিয়াটা অই চুলোর মুখের ধোঁকায় অস্থির হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দেখ বাপজান্! রাত আর বড় নেই, এখন একটু ঘুমুতে দেও!

মৌল। তুমি যথার্থই খোদার দুনিয়ায় এক আশ্চর্য্য জানোয়ার বটে!

দেল। চাচা! জানোয়ার আমি নই, সে তুমি, আর তোমার মত ধোঁকায় ঘোরা—যেথানে যত আছে! মুন্সীজী! দরকার প'ড়্‌লে তোমাদের চা'র পায়েও চ'ল্‌তে দেখিছি! আমি কিন্তু কখন দু পায়ে ভিন্ন চলি না।

মৌল। তুমি আবার আমায় চার পায়ে চ'ল্‌তে দেখ্‌লে কবে? আজ একটু বেশী পরিমাণে সিরাজি পান ক'রেছ বুঝি?

দেল। কেন মিঞা! তোমাদের সেই জেনানাদের যখন ঘোড়ায় চড়ার

সখ হয়, তখনত তোমরা – নিজেরাই ঘোড়া হ'য়ে তাদের সখ মেটাও! তবে চাট্ ছোঁড়্বার শক্তি থাকে না বটে,—সেটা আবশ্যক মত তারাই ছোঁড়ে!

মৌল। আমরা ত কখন এ সব হেঁয়ালির কথা কানে শুনিনি! তুমি যখন এ সব কথা মুখে ব'ল্ছ, তখন কাজেও কোন্ না ঘোড়া সেজেছ!

দেল। চেপে যাও না বাবা, ঘোড়া সাজ্তে সাজ্তে—তোমার হাঁটু খ'য়ে গেছে! আর দেখ মিঞা! ঐ সয়তানীদের সাথে যারা বাস করে, তারা ত তারা, তাদের বাপ চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত, ঘোড়া থেকে গরু, গাধা, মেষ পর্য্যন্ত সেজে আস্ছে!

মৌল। তুমি কখন মানুষকে—ঘোড়া, গরু, গাধার মূর্ত্তিতে বদ্লে যেতে দেখেছ নাকি?

দেল। আরে মূর্ত্তি বদ্লাবে কেন? স্বভাব—স্বভাব! স্বভাবে—কার্য্যে পশুত্বের পরিচয় দেয়! তুমি দেখ্ছি কপালের জোরে নবাবকে ঠকিয়ে খাচ্চ! তোমার মুন্সীয়ানার মত বিদ্যা বুদ্ধি ত কিছুই দেখ্তে পাই না।

মৌল। তুমি আমার বিদ্যার পরিচয় কি নেবে? যারা বিদ্বান্, তাদের সাথে সে বিষয়ের তর্ক হ'তে পারে।

দেল। দাড়ীর বহর দেখেই তা বুঝেছি! এখন ক্ষান্ত হও—আর না হয়, এ ঘর থেকে বেরিয়ে, ঐ ময়দানে গিয়ে আকাশের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে, সেই চূলোমুখীদের কথা—প্রাণ ভ'রে ধ্যান করগে। আমার পেট ফুলে উঠ্ছে, আর যদি জ্বালাতন কর, উদরাভ্যন্তরের যাবতীয় আহার্য্য—তোমার গায়ে উদ্গীরণ ক'রে দেব!—(নেপথ্যে অনবরত হাস্যধ্বনি)।

মৌল। একি! এত রাত্রে—এমন অবিরাম হাস্যধ্বনি কোত্থেকে উঠ্লো?

দেল। (ভয়ে জড় সড় হ'য়ে) তাই ত মিঞা! তাই ত! এ যে বড় বেয়াড়া হাসি! এক ভাবেই চ'লেছে! কার এ হাসি! আল্লা আল্লা—আল্লা—আল্ হাম দলিল্লা! মনে প'ড়েছে, মনে প'ড়েছে! আমার কাছে চ'লে এস, মিঞা! শীঘ্র এগিয়ে এস—আল্লা ইয়া আলাল্লা!

(নেপথ্যে প্রবল হাস্য)

মৌল। বিস্‌মোল্লা! ব্যাপার কি বল দেখি?

দেল। ব্যাপার আর কি! ও মাদী দানোর হাসি! নবাবপুরে বিস্তর মাদী দানোর বাস আছে, তা বুঝি জাননা?—(হাস্যের বেগ বৃদ্ধি)

মৌল। কি ব'কৃছ?

দেল। আরে ঐ শোন! হাসির রোল উঠেছে! বোধ হয় দল শুদ্ধ মাদী দানো—আজ কোন শিকার পাকড়াও ক'রেছে,—তাই আহ্লাদে—অত হাসির ধুম লেগেছে! ইয়া—আল্লা-আল্লা, ওয়ালা-বিল্লা (মৌলবীকে জড়াইয়া ধরণ) ক্রমে নিকট হ'চ্ছে যে! আজ আবার আমায় ধ'র্ব্বে নাকি? দোহাই মুন্সীজী! তোমায় আমি ছাড়্‌ব না।

মৌল। তুমি ত আচ্ছা মানুষ! আমায় ধ'রে রাখ্‌লে কেন? ছেড়ে দাও। আমি রক্ষীদের অনুসন্ধান করি—এবং নিজেও একবার রহস্য ভেদের চেষ্টা দেখি।—(বেগে হাস্য) দেখ্‌তে হবে—কোন্ কক্ষ হ'তে এ হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'চ্ছে!

দেল। আমায় তোমার সঙ্গে নাও। আমি একলা থাকৃতে পার্‌বো না।

(বেগে হাস্য)

ঐ দেখ,—যে হাসির ঘটা, বোধ হয় মাদীদানোর—আজ গাঁদী লেগেছে!

মৌল। যেতে হয় আমার সাথে এস। হয়, দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে থাক। (বেগে হাস্য)

দেল। (প্রবল কম্পন) না বাপজান! আমায় সঙ্গে নিয়ে চল! একা থাকৃতে পার্‌বো না।

মৌল। এমন তাজ্জব হাসির কারখানা ত এ পুরে আর—কখন শুনতে পাইনি। চল, চল, এগিয়ে দেখি, আমার প্রাণে বড় কৌতূহল জেগে উঠেছে।

দেল। আমার প্রাণে কতকগুলো ভয়াল জেগে উঠেছে! মিঞা! মেহের-বাণী ক'রে আমায় কোলে ক'রে নেওনা!

মৌল। পাগলামীর আর সময় পেলে না বুঝি!

দেল। একি পাগলামী হ'ল বাবা! ভয়ে আমার হাত পা থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে। আমার চল্‌বার শক্তি কই বাবা! দোহাই বাবা! কোলে না নাও—পিঠে নাও।

মৌল। (ক্রোধের সহিত) তোমার তামাসা রেখে দাও, আস্‌তে হয় এস, না হয় আমি চ'ল্লুম্‌!

দেল। এই যে বাপজান! আমিও হাতীর পিঠে সোয়ার হ'লুম্‌! (ঝাঁপ দিয়া পৃষ্ঠদেশে উত্থিত হওন) এইবার হস্তী চ'লে গেলে, আমিও নিরাপদে চ'লে যাব।

মৌল। দেখ মিঞা সাহেব! এ সব বেল্‌কেপনা আমার সঙ্গে খাট্‌বে না। ভাল চাও তো নেবে এস ব'ল্‌ছি! নাব্‌লে না?

দেল। আমার কি অনিচ্ছা—তা নাব্‌তে দিলে কই?

মৌল। দেখ, তোমার এ বেয়াদবি বরদাস্ত হবে না ব'ল্‌ছি। ভাল চাও তো পিঠ থেকে নেবে পড় ব'ল্‌ছি।

দেল। পাগলা! চল্‌-চল্‌-চল্‌, কেন আবার বর্ষার খোঁচা খাবি?

মৌল। আচ্ছা চল এখন, তারপর তোমায় ওষুধ দে'ব।

(দেলদারকে পৃষ্ঠে লইয়া মৌলবীর প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

বিলাস-কক্ষ।

শয্যোপরি মির্জ্জান উপবিষ্ট।

মির্জ্জা। বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবি! আজ ঘুমঘোরে একি অলৌকিক স্বপ্ন দেখালে? (হাস্য) আমি যে হাসির তুফানে দম আট্‌কে মারা যাই! (হাস্য) রক্ষা কর খোদা, রক্ষা কর!—আমার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! (হাস্য) স্বপ্নের কথা মনে হ'চ্ছে, আর প্রাণের উচ্ছ্বাসে—মুখের হাসি কিছুতেই চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে! কি উপায়ে এ স্বপ্ন-প্রহেলিকা ভুলে যাব? আর হাস্‌তে পারি না। (প্রবল হাস্য) দেখ্‌ছি, ক্রমে পুরীশুদ্ধ লোক—নিদ্রাভঙ্গে ছুটে আস্‌বে! হাসির কারণ জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, আমি কি জবাব দেব? প্রাণ গেলেও ত স্বপ্ন-রহস্য প্রকাশ ক'র্ত্তে পার্‌ব না! জীবনদাতা ফকিরের আদেশ, প্রাণ পর্য্যন্ত উপেক্ষা ক'রে—রক্ষা ক'র্ত্তে হবে।

(মৌলবী ও তৎপশ্চাৎ দেলদারের প্রবেশ।)

মির্জ্জা। (প্রবল হাস্য)

মৌল। ওমরাহজাদা! অসময়ে এরূপ—অসম্ভব হাস্যের কারণ কি?

মির্জ্জা। (নিরুত্তরে প্রবল হাস্য)

দেল। আরে একি মির্জ্জা সাহেব! এত হাস্‌চ কেন? তুমি কি পাগল হয়েছ? না কোন উপদেবতা ভর ক'রেছে?

মির্জ্জা। (নিরুত্তরে হাস্য)

দেল। (সভয়ে) অইরে বাবা! ভর ক'রেছে দেখ্‌ছি!

মৌল। মিঞা! তোমার শিক্ষাগুরুকে অবমাননা ক'রো না। তোমার স্বভাব-বৈচিত্র্যের প্রকৃত কারণ আমায় প্রকাশ ক'রে বল।

মির্জ্জা। মুন্সীজী! আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, আমার হাসির কারণ কি, আমি নিজেই জানি না—তা আপনাকে কি ব'ল্‌ব!

দেল। ও চাঁদ! এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি। মুন্সী! কাছ থেকে স'রে এস, কাছ থেকে স'রে এস!

মৌল। কেন—স'রে যাব কেন?

দেল। 'কেন'র উত্তর পরে ব'ল্‌ব—এখন চট্‌পট্ স'রে এস, নইলে তুমিও ঐ দশা প্রাপ্ত হবে—ও বড় ছোঁয়াচে রোগ!

মৌল। ও কি রোগ?

দেল। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—ও কি রোগ! এতদিন মুন্সীগিরিতে বুঝি তোমার এই আক্কেল জন্মেছে?

মৌল। বাজে কথা রেখে দাও! তুমি কি অনুমান ক'রেছ, আমাকে বল।

দেল। ওর চোক দুটো লাল দেখ্‌তে পাচ্ছ?

মৌল। পাচ্ছি—তারপর কি, একেবারেই ব'লে ফেলনা।

দেল। ঊর্দ্ধ দৃষ্টি দেখ্‌তে পাচ্ছ?

মৌল। ভাল বিপদ্! প্রশ্ন রেখে একেবারে ব'লে ফেলনা।

দেল। ভর ক'রেছে, ভর ক'রেছে! সেই তারা—এসে ঘাড়ে চেপেছে, তাই অত হাসির ঘটা! এক পাল মাদী দানো ভর ক'রেছে কি না, তাই সবাই পাল্লা দিয়ে হাস্‌তে শুরু ক'রেছে।

মৌল। কি পাগলের মত প্রলাপ ব'কৃছ ? মির্জ্জান! শিক্ষকের নিকটে তোমার হাসির কারণ ব'ল্‌তে বাধা কি ?

মির্জ্জা। শিক্ষক ত তুচ্ছ কথা, স্বয়ং নবাব যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকেও আমি উত্তর দানে অক্ষম।

(রক্ষীর সহিত নবাবের প্রবেশ ও সকলের অভিবাদন)

মৌল। এই যে নবাব সাহেব—স্বয়ংই এ স্থানে আগমন ক'রেছেন।

নবা। মুন্সী সাহেব! ব্যাপার কি ? রজনীর শেষ যামে, কার প্রবল হাস্যধ্বনিতে সকলের শান্তির ব্যাঘাত ক'রেছে ?

দেল। আপনার কুড়িয়ে পাওয়া রত্নটীর।

মৌল। ক্ষান্ত হও। জনাব! আমি নিজের শয়নকক্ষে নিদ্রিত ছিলাম,—সহসা উচ্চহাস্যধ্বনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। শব্দানুসরণ ক'রে মির্জ্জান আলির কক্ষে উপস্থিত হ'য়ে, দেখ্‌লেম—যুবক শয্যায় উপবিষ্ট হ'য়ে এক মনে হাস্‌ছে। কারণ অনুসন্ধানে—সে আমায় জানালে যে, তার এই অমানুষিক হাস্যের কারণ কি,—সে নিজে—সে বিষয় জানে না! আরও প্রকাশ ক'রেছে যে, নবাব সাহেব পর্য্যন্তও যদি সে বিষয়ের কোন প্রশ্ন করেন, তাহ'লে তিঁনিও কোন সদুত্তর পাবেন না। আমি নানা প্রকারে ওমরাহজাদাকে বুঝাতে চেষ্টা ক'ল্লুম, কিন্তু কোন উপায়েই হাস্যের প্রকৃত কারণ জান্‌তে পার্‌লুম না।

নবা। বৎস মির্জ্জান! তোমার শিক্ষকের নিকট যে কথা শুন্‌ছি, সে সব কথা কি সত্য ব'লে মনে স্থান দেব ?

মির্জ্জা। আশ্রয়দাতা! মুন্সীজীর কোন কথাই অতিরঞ্জিত নয়।

নবা। কেন বৎস! আমার কি—তোমার নিকট হ'তে কোন বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার অধিকার নেই ?

ৰ্মি। অন্নদাতা! দাসের কাতর নিবেদন—আপনি আমার নিকট হাসির কারণ জান্‌তে উৎসুক হবেন না।

নবা। এখনও পর্য্যন্ত তুমি আমার অধিকারের মধ্যে—আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌ছো।

মির্জ্জা। নবাব সাহেব! আমার জীবনের উপর পর্য্যন্ত—আপনার অধিকার আছে! কিন্তু দোহাই, ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষাকারী! ক্ষান্ত হ'ন, কৃপা ক'রে ক্ষান্ত হ'ন!! আমার প্রাণ একদিকে, আর আপনার ক্ষমতাবান্ বাসনা অপর দিকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—আমিই পরাস্ত হ'ব! আপনার কিন্তু বিন্দু মাত্র ক্ষতি হবে না। অজ্ঞান অবোধকে নিজগুণে ক্ষমা করুন।

নবা। (স্বগত) এ হাস্য অভিনয়ের অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন অদ্ভুত রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাই বীর যুবা—আপনার জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে সে কথা—গোপনে রাখ্‌তে চেষ্টা ক'চ্ছে! প্রাণ আমার ঘোর সন্দেহ-আঁধারে মগ্ন হয়েছে। বোধ হয়—যুবক নবাবপুরে কোন বীভৎস ব্যাপার দর্শন ক'রেছে! কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—যে উপায়ে হ'ক, এ হাসির কারণ—আমায় সম্যক্‌রূপে অবগত হ'তে হবে—তাতে যদি হৃদয়কে বজ্রের ন্যায় কঠিন ক'রে—নৃশংসতার ভয়াবহ মূর্ত্তিতে-অবিচারের শেষ সোপানে—উপনীত হ'তে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত। যে কোন উপায়ে হ'ক, আমাকে এ হাসির—যথার্থ কারণ, অবগত হ'তে—হবেই হবে। (প্রকাশ্যে একটু তীব্র ভাষায়) যুবক! তুমি কি কারণে এমনঅসময়ে বিকট হাস্যরবে, পুরীর যাবতীয় পরিজনবর্গের শান্তির ব্যাঘাত ক'চ্ছ, সত্বর তার সদুত্তর প্রদান কর।

মির্জ্জা। (স্বগত) গুরুজী! প্রাণে বল দাও—যেন অঙ্গীকার পালনে বিমুখ না হই। (প্রকাশ্যে) নবাব সাহেব! আত্মাবস্থা আলোচনায় প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবের আবেগে, প্রাণ

উল্লাসে মেতে উঠে,তার সমস্ত উচ্ছ্বাস—হাসিতে মিশিয়ে দিয়েছিল, তাই জনাব—ইচ্ছা সত্বেও সহসা—সে হাসির বেগ সম্বরণ ক'র্‌তে পারিনি।

নবা। সংশয় —দারুণ সংশয়ে আমার মন আচ্ছন্ন ক'রেছে! স্নেহ —মায়া—মমতা! ক্ষণকালের জন্য—হৃদয়কে পরিত্যাগ কর। কি জানি—কাকে এনে আমার এ সোণার পুরীতে স্থান দিয়েছি! রত্নগর্ভা মেদিনীর কোল থেকে—রত্নহার কুড়িয়ে গলায় পরেছি, না —কাল সর্পকে বুকে নিয়ে—নিজের ধ্বংসকে সাগ্রহে আহ্বান ক'রেছি! এ কে এ? একি শত্রু না মিত্র? কিছুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! আমার অপরিণামদর্শিতার ফলে, শেষে কি এ শান্তিময় পুরী—অশান্তির অনলে ভস্মীভূত হবে? (প্রকাশ্যে) উদ্ধত যুবক! তোমায় সাবধান কচ্ছি, নিজের মঙ্গল চাও ত, এখনও সময় আছে, সরল ভাবে—সকল কথা প্রকাশ কর।

মির্জ্জা। দুনিয়ার মালিক! আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট! তাই আজ একটা সামান্য কার্য্যকে—আপনি, সরল ভাবে গ্রহণ ক'র্‌লেন না। ক্ষমার অবতার! আমায় ক্ষমা করুন, আর নাই করুন, তাতে আমি দুঃখিত নই; তবে দুঃখ এই—এ দুনিয়ায় একজন যদি একটু হাসে, অমনি দশজনে তার—হাসির কারণ জান্‌তে আসে! কিন্তু সেই একজন যখন কাঁদে, তখন কাকেও তার কারণ জান্‌তে ছুটে আস্‌তে দেখি না! হাসির সহচর অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু কান্নার সাথী একজনকেও পাওয়া যায় না। জাঁহাপনা! দরিদ্রের কি হাস্‌তে নেই? তারা কি চিরজীবন কাঁদ্‌তেই জন্মেছে?

নবা। যুবক! দেখ্‌ছি—তোমার স্পর্দ্ধা ক্রমশঃ সীমা অতিক্রম ক'রে উঠ্‌ছে; এমন কি, তুমি নবাবকে পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত হ'লে না! এখন আমি বুঝ্‌তে পেরেছি যে, আমি তোমার সম্বন্ধে—ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়েছি। যুবক! বার বার—এই শেষবার

ব'ল্‌ছি, জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান কর, নতুবা তোমার মার্জ্জনা নাই।

মির্জ্জা। নবাবের হৃদয়ে মার্জ্জনার স্থান না থাকৃতে পারে, কিন্তু আমার হৃদয়ে এখন পর্য্যন্ত ত প্রাণের অভাব হয়নি! আপনার প্রশ্নের উত্তর দানে আমি অপারক, পরিবর্ত্তে প্রাণদানেও প্রস্তুত!

নবা। আরে মূঢ়, অকৃতজ্ঞ যুবক! কিছুতেই তোমার চৈতন্য হ'ল না? নিজের বর্ব্বতার ফল এখনি বুঝ্‌তে পার্‌বে।—রক্ষী!

রক্ষী। হুকুম জনাব!

নবা। আমার আদেশ—এই রাজদ্রোহী যুবককে শৃঙ্খলিত ক'রে, কারাগারে রেখে এস। মুন্সী! কাগজ কলম দাও।

(মুন্সী কর্ত্তৃক কাগজ কলম দেওন)

নবা। (পরওয়ানায় হুকুম লিখিয়া পাঞ্জা প্রদান করিলেন) এই নে পরওয়ানা! বন্দীর সহিত এই পরওয়ানা কারারক্ষকে প্রদান করিস।

(রক্ষীর হস্তে পরওয়ানা প্রদান)।

মৌল। জনাব কি,—

নবা। ক্ষান্ত হও।

দেল। হুজুর! জাঁহাপনা—

নবা। চুপ কর, তোমাদের কোন কথার আবশ্যক নাই। রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'র্ত্তে অগ্রসর হ'য়ো না। যা—বন্দীকে নিয়ে যা।

(নবাবের প্রস্থানোদ্যম)

মির্জ্জা। ধরণীশ্বর! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমার কিছু বক্তব্য আছে, নবাব প্রদত্ত শাস্তি—আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ ক'রেছি; বিশেষ এ দণ্ড ভোগে, আমার সুখ দুঃখ কিছুই নাই; কারণ, এ

বিধি-বিড়ম্বিত জীবন তো যেতেই ব’সেছিল, তবে খোদার খেলার জন্য, নবাব সাহেব তাকে কুড়িয়ে এনে রক্ষা ক’রেছিলেন। এখন আবার সাধ হয়েছে—তাই তাকে কালের কবলে প্রেরণ ক’ল্লেন! দুদিন অগ্রে, না হয় দুদিন পশ্চাতে—মরণে আমি সদাই প্রস্তুত। সেলাম—বহুত বহুত সেলাম, বসোরাধিপ!!

নবা। রক্ষী! বিদ্রোহীকে শীঘ্র কারাগারে নিয়ে যাও।

(নবাবের প্রস্থান)

সৌল। যুবক! আমরা বিস্ময়ে, দুঃখে, ক্ষোভে নির্ব্বাক্। তোমার কথার কি জবাব দেব?

(উভয়ের প্রস্থান)

মির্জ্জা মম্‌তাজ! উঃ—এই জন্যই তোমায় শতবার বাধা দিয়েছিলুম যে—পরাধীন জীবনকে ভালবাস্‌তে নেই! তুমি শুন্‌লে 'না—ইচ্ছা ক’রে অকূলে ভাস্‌লে! দুঃখিনি! আর বুঝি দেখা হ’ল না! কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে—আমি বড় ব্যাকুল চিত্তে—কারাগারে চ’ল্লুম! চল কর্ত্তব্যপালক!

(সকলের প্রস্থান)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

রঙ্গ মহল।

নবাবজাদীর শয়নকক্ষ।

মম্‌তাজ্‌ ও মেহের।

মম। (সরোদনে) মেহের! মেহের! কি হ'লো মেহের? অতি তুচ্ছ কারণ নিয়ে নিমিষে কি সর্ব্বনাশ ঘ'টে গেল! দয়াময় পিতা, মাতৃহারা, কন্যার প্রতি নিদয় হয়ে তা'কে জীয়ন্তে বধ ক'র্‌লেন! (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)

মেহে। এ কি হ'লো! বহিন্‌ আমার—এমন হয়ে প'ড়্‌লো কেন? মা, মা, বেগম মা! সত্বর এ দিকে আসুন।

(বেগম সাহেবার প্রবেশ)

বেগ। কেন মেহের! কি হয়েছে? ডাক্‌ছ কেন?

মেহে। এই দেখুন, বহিন্‌ আমাদের মূর্চ্ছিতা হ'য়ে. ধরণীতল আশ্রয় ক'রেছেন।

বেগ। সে কি মেহের! (অগ্রসর হইয়া মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশ) সত্যই ত, মা আমার অচৈতন্য! এ কি! নিশ্বাস বইছে না যে! জুলেমান! জুলেমান!

(জুলেমানের প্রবেশ)

জুলে। বেগম সাহেব! হাজির।

বেগ। জল্‌দি গোলাপ লে আও। মা মেহের! তুমি মাকে আমার বাতাস কর।

(গোলাপ লইয়া জুলেমানের প্রবেশ, ও বেগম কর্ত্তৃক মম্‌তাজের চোখে মুখে গোলাপ ছিটাইয়া দেওন।)

মেহের! তোমার সমস্ত শক্তিতে ব্যজন কর। ভয় নেই, মা আমার এখনি চৈতন্য লাভ ক'র্‌বে।

মেহে। বেগম মা! রাজকুমারীর আর কখনও ত এরূপ অসুস্থতা দর্শন করিনি। আজ মন হঠাৎ কেন এমন হ'লো?

বেগ। অকস্মাৎ মর্ম্মান্তিক বেদনায় আক্রান্ত হয়ে—অধৈর্য্যতায় চিত্তভ্রম ঘ'টেছে—তাই মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায় মা আমার মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়েছে। আচ্ছা মেহের! কল্যকার দুর্ঘটনার সময় মম্‌তাজ কি জাগ্রত ছিল?

মেহে। হ্যাঁ মা—বহিন আমার গোলযোগের সূত্রপাত হ'তেই, নিম্নতলে আগমন ক'রে, রজনীর সমস্ত ঘটনাই অবগত হয়েছেন।

বেগ। এই যে মা আমার চক্ষু মেলেছে। মম্‌তাজ! দুনিয়ায় তোমার কিসের অভাব মা? কি দুঃখে—মা আমার, ভূমিশয্যায় লুণ্ঠিত হ'চ্ছ? সংসারে সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। তুমি ত মা নির্ব্বোধ নও, তবে কি জন্য ধৈর্য্যহারা হও?

মম্। মা, মা, মাগো, জননি! কৃপাময়ি! দুঃখিনী কন্যাকে, দয়া কর মা। আজ কি অপরাধে দুঃখিনী কন্যা পিতা মাতার চরণে—অপরাধিনী হয়েছে, তাই এ কঠোর শাস্তি মা!

বেগ। মা মম্‌তাজ! আমিও রমণীহৃদয় নিয়ে জন্ম গ্রহণ ক'রেছি, কিন্তু কি ক'র্‌বো মা—নবাবের কার্য্যের প্রতিবাদের শক্তি কা'র আছে মা!

মম্। সে কি মা? মাতা যদি কন্যার ব্যথা না বোঝেন, তা হ'লে সে হতভাগিনীর মৃত্যুই যে শ্রেয়ঃ! মাগো! আমাকে ছলনা ক'র্বেন না, আপনি দয়াময়ী—শক্তিময়ী! আপনার শক্তির নিকট পূজনীয় পিতৃদেবও পরাস্ত! পায়ে ধরি বেগম সাহেব, তনয়ার মনের ব্যথা বুঝে—তাকে রক্ষা করুন।

বেগ। মা মম্‌তাজ! স্থির হও। তনয়া-বৎসল রাজ্যেশ্বর—কখনও অন্যায় বিচার ক'র্ব্বেন না। আমি জীবিত থাক্‌তে, আমার কন্যার চক্ষে জল দেখ্‌তে পার্ব্ব না। মেহের! তুমি কুমারীর সেবা শুশ্রূষার ত্রুটী ক'রো না, আমি একবার নবাব-চরণোদ্দেশে গমন করি।

(বেগমের প্রস্থান।)

মেহে। মম্‌তাজ!—ভাবনা কিসের বোন্? বর্ষার মেঘাক্রান্ত আকাশ যেমন ক্ষণকাল—আঁধারে থেকে আবার—আলোকের হাসিতে হেসে উঠে, তেমনি তোমারও এ প্রাণের আঁধার ক্ষণস্থায়ী। ত্বরায় এ আঁধারের অবসানে—প্রাণে আবার আলোকের হাসি ফুটে উঠ্‌বে। ভাই! প্রণয়ের দুঃখই ত—সুখ। বহিন্! আপনাকে যখন বিলিয়ে দিয়েছ, তখন দুঃখ ভোগে কাতর হ'লে চ'ল্‌বে কেন? আমার কথা রাখ, মন স্থির কর।

মম্। সখি! আমায় স্থির হ'তে ব'ল্‌ছ? যাঁর শান্তিসুখে আমার শান্তিসুখ—তিনি আমার, আঁধার কারায় বিশ্রামহীন! কেমন ক'রে আমি তাঁকে বিপদ্‌মুক্ত ক'র্ব্ব? মেহের! হয় তুমি আমায় তাঁর কাছে রেখে এস, না হয় হতভাগিনীর মৃত্যুর উপায় ব'লে দাও!!

মেহে। ছি! ছি! বিবি সাহেব! ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

আমরা বেঁচে থাকৃতে—তোমাকে আত্মহত্যা ক'র্‌তে হবে? একথা মনে স্থান দিও না। ভগ্নি! তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে, নির্ব্বোধের ন্যায় অধীরা হয়ে প'ড়্‌ছ! নবাব সাহেব এ কথা শুন্‌লে, উভয়ের পক্ষে মহা অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। তাই ব'ল্‌ছি সঙ্গিনি। উতলা হয়ে সকল দিকের অমঙ্গল ডেকে এনো না।

মম্‌। মেহের! তোমার কথার অবাধ্য হব না। তুমি একবার তাঁকে দেখাও—আমি একবার তাঁকে না দেখ্‌লে, আমার মনের সন্দেহ দূর হচ্ছে না। আমি নানারূপ অমঙ্গল চিন্তায়—আকুল হ'য়ে প'ড়্‌ছি! মেহের! দয়া ক'রে—আমায় একবার কারাগারে নিয়ে চল।

মেহে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমায় কারাগারে নিয়ে যাবার বন্দবস্ত ক'রে, আমি শীঘ্রই ফিরে আস্‌ছি। ভাল কথা, গোটা কতক আস্‌রফির প্রয়োজন আছে।

মম্‌। এই নেও—আমার কুঞ্জি নাও! বাক্স খুলে আসর্‌ফি বার ক'রে নাও —মেহের! গোটা কতক কেন—আমার সমস্ত আসর্‌ফি, মণি মুক্তার অলঙ্কাররাশি—আবশ্যক হয়—সব নাও। পার্থিব মণি মুক্তায় আর আমার প্রয়োজন নাই। আমার মাথার মাণিক্ক—আঁধারে প'ড়েছে—আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ ক'রে—সেই একটী মহারত্ন, নারীর সর্ব্বস্বধন, সতীর প্রাণপতিকে ফিরিয়ে দাও। যাও মেহের! আর বিলম্ব ক'রো না।

মেহের। আমি চ'ল্লুম।

(মেহেরের প্রস্থান)

মম্‌। এখন এক ভাবনা—পিতা যদি, ক্রোধ পরবশ হয়ে আর আমার সাথে বাক্যালাপ না করেন? আমার মুখ দেখে, তিনি যদি ঘৃণায় মুখ ফেরান! তা হ'লে কি হবে? কি হবে?—সে কথা আবার ভেবে নিতে হবে? সে অভিনয়ের সূচনায়—পতির উদ্দেশে এ প্রাণ

বলি দিয়ে, মাতৃহারা কন্যা হাস্‌তে হাস্‌তে---মায়ের কোলে চ'লে যাব! (বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) এই সেই মুক্তিদাতা—ধাতব পদার্থ! এ পদার্থ—দেখ্‌তে কঠিন হ'লেও, দুনিয়ার মানুষের মত কঠিন নয়। এ জিনিষ অনেক তাপিতকে শীতল ক'রেছে; এই সখাই আমার অসময়ের সহায়!

(কক্ষাভ্যন্তরে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

—:*:—

কারাগার।

মির্জ্জান দণ্ডায়মান।

মির্জ্জা। মালিক! তোমায় বহুত বহুত—সেলাম! তোমার খেলা ঘরে আজ তোমার খেলার পুতুলকে বেশ সাজিয়েছ! কিন্তু খোদা! দুঃখ এই—তোমার, ক্রীড়নকের এসাজ দেখ্‌বে কে? দুনিয়ায় এ বেশ-পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম বুঝ্‌বার মত, একজনকেও ত দেখ্‌তে পাইনে! সবাই যে সাজান পুতুল! সবাই যে ধাঁধার ঘোরে চক্ষুহীন! দেখ্‌বে কে? খোদা! তুমি আমায় খেলায় মাতিয়েছ, আমিও খেল্‌ছি বটে, কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পারি না,—যুগ যুগান্তরের অতীত স্মৃতি অবলম্বনে

জানা যায় যে, সাধুজন তোমার মহীয়সী শক্তির ক্রিয়াকলাপ দর্শনে, তোমায় পরম মঙ্গলময় ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে গিয়েছেন—কিন্তু পরমেশ! আমার বিশ্বাস, তোমার কার্য্যকলাপের প্রকৃত রহস্যভেদ করা—মানবশক্তির একান্ত অসাধ্য।

(ছদ্মবেশে আহারীয় সামগ্রী লইয়া মেহেরের সহিত মম্‌তাজের প্রবেশ।)

মেহে। রক্ষী! অন্তরালে গমন কর।

রক্ষী। যো হুকুম বিবি সাহেব!

(রক্ষীর প্রস্থান।)

মেহে। ওমরাহজাদা! এদিকে আসুন—কে এসেছে দেখুন।

মির্জ্জা। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) (স্বগত) এক কথা কর্ম্মফল, সে কর্ম্মের কর্ত্তা কে? খোদা! যে দিন যাকে—জীবাকারে প্রথম সৃষ্টি ক'রেছ, সেইদিন হ'তেই তোমার অদৃশ্য ইঙ্গিতের আজ্ঞানুবর্ত্তী হ'য়ে—সেই জীব তো দুনিয়ার পথের পথিক হ'য়েছে; তুমি তাকে যে ভাবে—যে দিকে চালনা ক'চ্ছ, সে সেই দিকেই অন্ধের ন্যায় ধাবিত হ'চ্ছে! তবে প্রভু! জীবকুল কর্ম্মক্ষেত্রে—কি অপরাধে অপরাধী হ'য়ে দুঃখ ভোগ করে?

মেহে। কুমার সাহেব! কুমার সাহেব!

মির্জ্জা। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) খোদা! সন্তান নিয়ে—তোমার একি লীলা? আজ যে বাদ্‌সা, কা'ল সে ফকির,—আজ যে সংসারী, সে কা'ল দরবেশ, —আজ যে প্রেমিক, কা'ল সে উদাসীন! সুখে—দুঃখ, প্রেমে—বিরহ, মিলনে—বিচ্ছেদ! শান্তিতে—অশান্তি! হাসিতে—কান্না! সাধে—সন্তাপ,

আশায়—নিরাশা! এই সমস্ত নীতিই কি তোমার অশেষ মঙ্গলের উপকরণ? বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে সবই বিপরীত!

মম্। মেহের! একি মেহের! দেবতার আমার চিত্তবিভ্রম ঘ'টেছে দেখ্ছি! (সরোদনে) এত ক'রে ডাক্‌লে, একবার ত ফিরে চাইলেন না! মেহের! কি হ'লো মেহের! (পতন)

মেহে। (মির্জ্জানের সম্মুখে গিয়া) কুমার! মির্জ্জা সাহেব! শীঘ্র এদিকে আস্থন।

মির্জ্জা। (চকিতে মুখ ফিরাইয়া) য়্যাঁ! একি! নবাবকুমারী! (মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) এই যে আমার মম্‌তাজ! প্রাণময়ি! অভাগার বিপদে চঞ্চল হ'য়ে—আপনি ছুটে এসেছ! মায়াবিনি! তোমার মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'য়ে আজ কি সাজে, কোথায় আছি—তাই দেখ্‌তে এসেছ! অভাগিনি! কেন তুমি কারাগারে ছুটে এলে?

মম্। (উঠিয়া উপবেশন) প্রভু! কি ব'ল্‌ব! এ কার্য্য কি আমার পক্ষে অন্যায় হ'য়েছে? দুঃখিনী, পতির বিপদে, স্থির হ'তে না পেরে, পদ সেবার আশে—প্রভুর পাদমূলে উপস্থিত হ'য়েছে!

মির্জ্জা। অভাগিনি! সে কল্পনা—মন থেকে—চিরদিনের মত মুছে ফেলে দাও। সে আশা—তোমার ভাগ্যে দুরাশায় পরিণত হ'য়েছে। তুমি সত্বর এ স্থান ত্যাগ কর। নবাব সাহেব তোমার কারাগারে আগমনবার্ত্তা শুন্‌তে পেলে, মহাবিপদ্ ঘ'ট্‌বে! নিজে বিপন্ন ব'লে, সুখ-সরঃ-জাত সুবর্ণ নলিনী তুমি—তোমাকে আমি বিপদের অংশ-ভাগিনী ক'র্ত্তে চাই না। মম্‌তাজ! আমার কথা রাখ, আর বিলম্ব ক'রো না, শীঘ্র পুরীমধ্যে গমন কর।

মম্। প্রাণেশ্বর! আমায় কোথায় যেতে ব'ল্‌ছেন? আমি যেমন

ক'রে পারি, আপনাকে কারামুক্ত ক'র্ব! তারপর চলুন প্রভু! এ নির্ম্মম নবাব-সংসারের কোল থেকে পালিয়ে গিয়ে,—দূর-দূরান্তরে, মানব-চক্ষুর অন্তরালে—কোন বিজন প্রদেশে, পর্ণকুটীর বেঁধে, উভয়ে তাতে—পরম সুখে বাস ক'র্ব! সেথায় আপনাকে রাজ্যেশ্বর ক'রে—এ দাসী—একমনে পদসেবায় রত থাকবে।

মির্জ্জা। নবাবজাদি! আমিই তোমায় অকালে ধ্বংস ক'র্ত্তে ব'সেছি! আমার জন্মে ধিক্, জীবনে ধিক্, কর্ম্মে ধিক্! খোদা! তোমার নিপুণ হস্ত রচিত—এ স্বর্ণ কমলিনী—তোমারই ইচ্ছায় এ অধমের বক্ষোপরি ফুটে উঠেছিল,—আমি দুষমন্, আমার দুদিনের উত্তপ্ত নিশ্বাসে সে ফুল মলিন হ'তে ব'সেছে। আর সহ্য হয় না! এ দুর্দ্দিনে কেউ কি আমায় দয়া ক'র্ব্বে না! (মৃত্তিকায় শয়ন)

মম্। মেহের! প্রভু আমার সংজ্ঞাহীন! কি ক'র্ব মেহের! এ যাতনা আর যে আমি চ'খে দেখ্তে পারছিনে! আমার যে এখনি প্রাণ-ত্যাগ ক'র্তে সাধ হ'চ্ছে।

মেহে। বহিন! তুমি বড়ই নির্ব্বোধ! বিপদের উপর একটা মহাবিপদের সৃষ্টি না ক'রে, আর এখান থেকে বিদায় হ'চ্ছো না দেখ্ছি! সাহেব আমাদের, সমস্ত দিন—একে অনাহারী, তার উপর কারাযাতনা।—সে কারণ শ্রান্ত চিত্তে মোহ প্রাপ্ত হ'য়েছেন। শুশ্রূষায় এখনি সংজ্ঞালাভ ক'র্বেন। তুমি এইবার ওঁকে কিছু আহার করাতে চেষ্টা কর।

মির্জ্জা। (উঠিয়া) মম্তাজ! তুমি আর এ ভয়ানক স্থানে মুহূর্ত্তও অপেক্ষা ক'রো না। যাও, নবাবনন্দিনি! অন্তঃপুরে যাও—অভাগার কথা রাখ—যদি সহজসাধ্য হয়, যতদিন অভাগা বেঁচে আছে, প্রত্যহ একবার দর্শন দিও, তা'হ'লে আমি কারাগারের দুর্দ্দমনীয়

দুঃখের মধ্যে, প্রাণে কতকটা শান্তি উপভোগ ক'র্ব্বো। যাও, অন্তঃপুরে যাও।

মম্। নাথ! আপনি এই ভীষণ কারাকক্ষে—চরম যন্ত্রণানলে দিবারাত্রি দগ্ধ হবেন, আর আমি কোন্ প্রাণে—তাই দেখ্‌তে—স্বচ্ছন্দ বিলাস মধ্যে বেঁচে থাক্‌ব! স্বামীর বিপদে—স্ত্রীর যদি কিছুমাত্র কর্ত্তব্য থাকে, সে কর্ত্তব্য পালনের এমন অবসর পরিত্যাগ ক'ল্লে, আমার নরকেও স্থান হবে না। কুমার! দাসীর একটি মিনতি রাখুন। (আহার্য্য লইয়া) আপনি সারাদিন অনাহারী, এই যৎ সামান্য আহার্য্যগুলি ভক্ষণ ক'রে—দাসীকে চরিতার্থ করুন।

মির্জা। মম্‌তাজ! তুমি আমায় খেতে ব'ল্‌ছ! ধরায় জ'ন্মে অবধি আজ পর্য্যন্ত অনেক খেয়েছি,—আমার ব'ল্‌তে যা কিছু ছিল, তাদের সকলকে খেয়েছি। তাতেও আমার ক্ষুধার শান্তি হয়নি, আবার দুনিয়ার একটী অপূর্ব্ব ফল—গ্রাস ক'র্ত্তে ব'সেছি। আর কত খাব? আর খাব না আর খেতে ইচ্ছা নাই।

মম্। কুমার! একটু স্থির হ'ন। আপনি ধৈর্য্য হারালে, অভাগিনী এখনি প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বে। প্রভু! দাসীর কথা রাখুন।

(মির্জ্জানের আহারোদ্যোগ)

মির্জ্জা। (নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া) নবাবকুমারি! নেপথ্যে কার পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি, তোমরা সত্বর এ স্থান পরিত্যাগ কর।

(বেগে রক্ষি-বেষ্টিত নবাবের প্রবেশ।)

নবা। নবাবপুত্রি! নবাবের বিপক্ষে বিদ্রোহাচরণ ক'রে, পর্দ্দার বাইরে—কারাগারে বন্দীর সহিত সাক্ষাতের অধিকার—কে দিয়েছে তোমায়?

মম্। (নিরুত্তর)

নবা। মেহের! তুমি বাঁদী হয়েও—নবাবনন্দিনীর এরূপ গর্হিত কার্য্যে সহায়তা ক'র্ত্তে সাহসী হয়েছ? জান—এর শাস্তি কত ভয়াবহ!

মম্। (ছুটিয়া গিয়া নবাবের পদতলে পতন) নবাব সাহেব! পিতৃদেব! মেহেরের কোন দোষ নাই। আমি সমস্ত অপরাধে অপরাধিনী—শাস্তি দিতে হয়, আমায় শাস্তি প্রদান করুন।

নবা। মম্তাজ! বেগম সাহেবার অনুকম্পায় তুমি এ যাত্রা রক্ষা পেলে, প্রথম অপরাধের জন্য আজ তোমায়—কোন প্রকার শাস্তি দিলুম না। আমার আদেশ, মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না ক'রে—রমণীর বাসযোগ্য স্থানে গমন কর।

মম্। পিতা! জন্মদাতা! মাতৃহীনা কন্যাকে শেষে এইরূপে বং ক'র্লেন ?

নবা। অবাধ্য কন্যার—কোন কথাই শুন্তে চাইনে।

মম্। পিতা! অবাধ্য কন্যাকে মার্জ্জনা ক'র্বেন। আপনি দুঃখিনীর কোন কথা না শুন্তে পারেন; কিন্তু সর্ব্বোচ্চ পিতার কাছে আমার কাতর প্রার্থনা পৌঁছিতে বাকী নেই!

(ত্বরিতে মেহের ও মম্তাজের প্রস্থান।)

নবা। আরে নরাধম! কোন্ মন্ত্রবলে তুই আমার স্নেহের কন্যাবে াদু ক'রিছিস?

.। নবাব সাহেব! আমার নিকট—কোন কথারই জবাব পাবে না।

নবা। অর্ব্বাচীন যুবক! এখনও তোমার—বিকৃত স্বভাবের কিছু মাত পরিবর্ত্তন হয়নি? ভাল, আর কিছুদিন এইভাবে কারাবদ্ধ থাকলে

নিশ্চয়ই তোমার চরিত্র সংশোধন হবে। রক্ষী! আমার বিনানুমতিতে, রাজপুরের কোন প্রাণীকে কারাগারে প্রবেশ ক'র্ত্তে দিস্‌না। হুসিয়ার! আমার হুকুম অমান্য হ'লে—তোর প্রাণদণ্ড হবে!

মির্জ্জা। নবাব সাহেব! কৃপা ক'রে আমায়—একেবারে বধ কর্‌বার আদেশ প্রদান ক'রুন! মানবদেহ ধারণ ক'রে—পশুর মত আবদ্ধ হয়ে—তিল-তিল ক'রে মরার চেয়ে—একেবারে মৃত্যুই আমার পক্ষে—পরম শুভকর! বেঁচে থেকে এ যন্ত্রণা—আর সহ্য হয় না! আজ কোথায় তোমরা পূজ্যপাদ—জনক জননী! অভাগা সন্তানকে কোলে তুলে নাও।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

নবা। রক্ষী! বন্দীর চৈতন্য সঞ্চার ক'রে—কিছু খানা-পানি দিয়ে, কারাগার বন্ধ কর!

(নবাবের প্রস্থান।)

১ম-কা-রক্ষী। আরে ভাই! এয়সা নবাব তো, ভাই হাম কভি নেহি দেখা।

২য়-কা-রক্ষী। (মির্জ্জানের মুখে জল দেওন) আরে এ কেয়া মর্‌গিয়া! (নাকে হাত দিয়া) থোড়া—থোড়া শ্বাস চল্‌তা। আহা ওমরাহকা লেড়কা কভি—এত্‌না দুখ নেহি পায়া!

মির্জ্জা। কে তুমি বন্ধু—আমার মুখে বারি প্রদান ক'ল্লে?

২য়-কা-রক্ষী। আরে আউর থোড়া পানি দেও।

মির্জ্জা। (চৈতন্য লাভে) কি ক'চ্ছ প্রহরী! তোমাদের নবাব আমার জীবন নাশের জন্য—নির্দ্দয় হৃদয়ে—কঠোর কারা-যন্ত্রণায় নিক্ষেপ ক'রেছেন, আর তোমরা আমার জীবনরক্ষার জন্য চেষ্টা ক'চ্ছ!

দয়া! এদের হৃদয়েও তোমার স্থান আছে; কিন্তু এদের মালিকের হৃদয়ে তুমি এক বিন্দুও স্থান পাও নাই! মেহেরবান! তোমার রাজত্বে এত অত্যাচার—এত অবিচার!

১ম-কা-রক্ষী। সাহেব! এই খানা, আর পানি, আব হামলোক চলে।

(রক্ষিদ্বয়ের প্রস্থান।)

(সহসা কারা-গবাক্ষে ফকিরের আবির্ভাব)

ফকি। বৎস! তোমার গুরুবাক্য কি বিস্মৃত হ'য়েচ? বিপদে ধৈর্য্য ধারণই মানব মাত্রেরই—একমাত্র প্রশস্ত পন্থা। যুবক! খোদাকে স্মরণ ক'রে—কালস্রোতে ভেসে যাও। এ বিপদ ক্ষণস্থায়ী—জীবন ত চিরস্থায়ী নয়—একদিন এ জীবনের শেষ আছে—তখন—কাতর হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। আবার—দুঃখের পর সুদিন আস্‌বে। বৎস মির্জ্জান! আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না—ফকিরকে স্মরণ আছে কি?

মির্জ্জা। কে তুমি অজ্ঞাত বন্ধু! এ আসন্নকালে আমায়—খোদাকে স্মরণ ক'ত্তে উপদেশ দিলে? ওঃ! মনে প'ড়েছে—ফকির! গুরুজী—গুরুজী! ঘোর ঘন ঘটাচ্ছন্ন অদৃষ্ট-গগনে, মুহূর্ত্তমাত্র দামিনীর মত চকিতে উদয় হ'য়ে আবার—আঁধারে লুকিয়ে গেলেন? গুরুদেব! আর কতদিন এ অভাগা সন্তানকে পরীক্ষা ক'র্‌বেন? গুরুদেব! জীবন থাকৃতে তোমায় ভুল্‌ব? পিতা! তোমার উপদেশে অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়েছি,কোথায় ভেসে যাব জানিনা—ফকির! অভাগাকে কখন ভুলে যেও না।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

বসোরা—নবাব দরবার।

নবাব, উজির, সভাসদ, অমাত্যবর্গ ও রক্ষিগণ।

নবা। উজির! আমি জান্‌তে চাই, কারারুদ্ধ রাজকীয় বন্দীর সম্বন্ধে আমার আদেশ—যথাযথ রূপে প্রতিপালিত হ'চ্ছে কি না?

উজি। প্রতিপালক! আপনার উপদেশ অনুযায়ী আপনার হুকুম তামিল হ'চ্ছে।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। (সেলাম করিয়া) জঁাহাপনা! সম্রাট্-দরবার হ'তে একজন মোক্তার সাহেব এসেছেন, তিনি দরবারে উপস্থিত হবার—অনুমতি প্রার্থনা করেন।

উজি। দূত! সত্বর মোক্তার সাহেবকে দরবারে নিয়ে এস।

দূত। যথা আদেশ।

(সেলামান্তে প্রস্থান।)

নবা। উজির! এমন অসময়ে সম্রাটের নিকট হ'তে মোক্তার আগমনের

কারণ কি ? মাল খাজনা ত, বহুদিন পূর্ব্বে পাঠান হ'য়েছে, কোথাও কি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হ'ল !

উজি। কারণ অজ্ঞাত, কি উত্তর দেব জনাব ?

(মোক্তারকে লইয়া দূতের পুনঃ প্রবেশ।)

আসুন মোক্তার সাহেব—আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

মোক্তা। (সেলামান্তে দণ্ডায়মান)—নবাব সাহেবের কুশল প্রার্থনা করি।

নবা। মোক্তার সাহেব ! আসন গ্রহণ করুন—(মোক্তারের উপবেশন।) অগ্রে সাহানসা সম্রাট্ বাহাদুরের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জ্ঞাপন করুন।

মোক্তা। মালিক মেবারকের মর্জ্জিতে, সম্রাটের রাজত্বের মধ্যে—চির শান্তি বিরাজমান। রাজপুরীতে স্বয়ং রাজশ্রী এবং রাজ পরিজনবর্গ সকলেই শান্তিতে আছেন। এক্ষণে নবাব সাহেবের মঙ্গল সংবাদে অতিথিকে সুখী ক'রুন।

নবা। হজরতের কৃপায় এবং সম্রাটের করুণায়, আমার সকল দিকেই একরূপ মঙ্গল। উপস্থিত কি কারণে—সম্রাট্ তাঁর আশ্রিত নবাবকে অসময়ে স্মরণ ক'রেছেন ?

মোক্তা। নবাব সাহেব ! এই সাহানসাহের—পাঞ্জাযুক্ত পরওয়ানা গ্রহণ করুন, তাহ'লেই আমার আগমনের কারণ জান্‌তে পার্ব্বেন।

নবা। উজির ! পরওয়ানা গ্রহণে,—পাঠ ক'রে আমায়—মর্ম্ম অবগত করাও।

উজি। (পরওয়ানা গ্রহণ ও পাঠ) সুপ্রতিষ্ঠিতবর ! বসরাধিপ মিত্র নবাব—আলি ইব্রাহিম সাহ—মিত্রবরেষু ! প্রবল প্রতাপান্বিত সাহানসা সম্রাট্ মহম্মদ সা—তুনিয়ার মালিকের প্রতিনিধির আদেশে, আপনাকে

জানান যায় যে, আপনি অদ্য হইতে ছয় মাসের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত সামগ্রীগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া—সম্রাট্ দরবারে প্রেরণ করিবেন। ইহাতে আবশ্যক হইলে—ইচ্ছামত অর্থব্যয় করিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যয়ভার এক্ষণে আপনি বহন করিবেন, সওগাদ প্রেরিত হইলে, হিসাব অনুযায়ী—ব্যয়িত অর্থ—আপনাকে পুনঃ প্রদান করা যাইবে।

(সওগাদ গুলির পরিচয় —

প্রথম দফা—**অমৃতে গরল!**
দ্বিতীয় দফা—**গরলে অমৃত!!**
তৃতীয় দফা—**বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য!!!**
চতুর্থ দফা—**অভিষিক্ত গর্দ্দভ বাদসাহ!!!!**

উপরোক্ত চারি দফা সামগ্রী—একত্রে সংগ্রহ করিয়া, ছয়মাস কালের মধ্যে, বাদসাহ সমীপে প্রেরণ করিবেন,—অন্যথায়—নবাব সাহেব রাজতক্তচ্যুত হইবেন—এবং নবাবের সমস্ত দৌলতখানা—তাঁর যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের সহিত—সরকারে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

নবা। এ অতি অদ্ভুত পরওয়ানা! বর্ণিত সামগ্রী গুলির বিষয়, পূর্ব্বে কেউ কখন—শুনেছে কিনা সন্দেহ! জানিনা—বিধাতার বাসনা কি। উজির! অদ্য এই পর্য্যন্ত দরবার সমাপ্ত হ'ক, তুমি পরিচর্য্যাকারকগণের প্রতি—রাজ-অতিথির পরিচর্য্যার ভার অর্পণ কর। দে'খ যেন কোন ত্রুটী না হয়।

উজি। প্রভু! সাধ্যমত আদেশ পালনে—এ দাস কখনই পশ্চাৎপদ নহে, আসুন মোক্তার সাহেব!

মোক্তা। চলুন উজির সাহেব! নবাব সাহেবের আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়।

নবা। মোক্তার সাহেব! সম্রাট কে আমার বহুত-বহুত সেলাম জানিয়ে

ব'ল্‌বেন, তাঁর প্রেরিত পরওয়ানা—আমি সাদরে গ্রহণ ক'রেছি, সওগাদগুলি সংগ্রহের নিমিত্ত—প্রাণপাত যত্ন-চেষ্টার কিছুমাত্র কৃপণতা হবে না ! সভাসদবর্গ ! আপনারা সকলে ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রুন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। উজির ! তুমিও তোমার কার্য্যের ব্যবস্থা ক'রে ত্বরায় দরবারে ফিরে এস।

উজি। চলুন মোক্তার সাহেব !

মোক্তা। বন্দেগী নবাব সাহেব ! তাহ'লে আমি এক্ষণে—বিদায় গ্রহণ ক'র্‌লেম।

(সেলামান্তে উজিরের সহিত মোক্তার সাহেবের প্রস্থান।)

নবা। বসোরা তক্তের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষি অমাত্যবর্গ ! বোগদাদেশ্বর-প্রেরিত পরওয়ানা সম্বন্ধে—আপনাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশে—অনুরোধ করি।

(উজিরের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম-অমা। রাজ্যেশ্বর ! বাদসাহ যে পরওয়ানা পাঠিয়েছেন, তার মর্ম্মগ্রহণে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। সে বিষয়ে—আমাদের কোনরূপ মত প্রকাশ করা বাতুলতা মাত্র।

নবা। পরওয়ানা-লিখিত সামগ্রীগুলি কি—তা সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর কি না—সে সম্বন্ধে আপনারা কি ব'ল্‌তে চান ?

২য়-অমা। আমরা জন্মে অবধি কখন—অমন আজব জিনিষের কথা, কর্ণেও শুনিনি ! যে বস্তু কেউ কখন চ'খে দেখেনি—নাম শোনেনি, সে জিনিষ—দুনিয়া খুঁজ্‌লে—পাওয়া যায় কি না—সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ !

৪র্থ-অমা। জনাব! বয়েসের প্রাচীনতায়, মানবের বহুদর্শন-জনিত জ্ঞান জন্মে,সেই জ্ঞানের সমস্ত শক্তিতে আলোচনা ক'রে দেখ্‌লুম—যে বোগ্‌দাদ বাদসাহের এ পরওয়ানার বাহ্যিক দৃশ্যে যাই থাকুক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ছবিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্‌লে, বোঝা যায়—এ পরওয়ানার অর্থ—কৌশলে—নবাবের রাজ্য সম্পদ্ হরণের—প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র মাত্র!

নবা। মহিমান্বিত—হারুণ অল্‌ রসিদের গৌরব মণ্ডিত তক্তের উত্তরাধিকারীর অন্তঃকরণ—কি এত হীন পদার্থে গঠিত? গভীর সমস্যা! উপায় কি?

(সহসা জনৈক ফকিরের প্রবেশ।)

ফকি। সম্রাটের জয় হোক্!

(নবাব এবং সভাস্থ সকলে সসম্ভ্রমে ফকির সাহেবকে অভিবাদন করিলেন।)

নবা। (সেলামান্তে) আসুন ফকির সাহেব! দীনের আবাসে—আসন গ্রহণে—অভাজনকে কৃতার্থ ক'রুন!

ফকি। আশীর্ব্বাদ করি, খোদা তোমার তক্তের যশঃ-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখুন; উপস্থিত—নবাব সাহেবের রাজ্যের এবং রাজপরিবারবর্গের কুশলবার্ত্তা শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

নবা। হে সংসারত্যাগী মুসাফের! খোদার কৃপায়—আপনার আশীর্ব্বাদে রাজ্য মধ্যে প্রজাবর্গ—রাজপরিবারবর্গ—সকলেই কুশলে আছেন; কিন্তু বিধাতার মর্জ্জিতে, আজ আমরা এক নূতন বিপদে পতিত হ'য়ে, সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত!

ফকি। এমন কি বিপদ্ উপস্থিত হ'য়েছে নবাব সাহেব? এ ফকিরের সে কথা শুন্‌তে, কোন বিঘ্ন আছে কি?

নবা। আপনি আমার বিপদের কথা শুন্‌বেন, সে ত আমার পক্ষে আশাতীত সৌভাগ্য! উজির, বোগদাদ সম্রাটের পরওয়নার বিষয়—ফকির সাহেবকে সংক্ষেপে শ্রবণ করাও।

উজি। যথা আজ্ঞা নরপাল! ফকির সাহেব! বোগদাদ সম্রাট আমাদের নবাব সাহেবের উপর এক পরওয়ানা জারি ক'রেছেন, তাতে তিনি কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চেয়ে পাঠিয়েছেন। কথিত দ্রব্যগুলি ছ'মাসের মধ্যে বাদসাহের দরবারে পৌঁছে না দিলে, নবাব সাহেব বসোরার রাজতক্তে বঞ্চিত হবেন। সামগ্রীগুলির পরিচয়—প্রথম দফা—"অমৃতে গরল," দ্বিতীয় দফা—"গরলে অমৃত," তৃতীয় দফা—"বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য," চতুর্থ দফা—"অভিষিক্ত গর্দ্দভ বাদসাহ।" ফকির! এই আমাদের বিপদ্ কাহিনী।

নবা। ফকির সাহেব! আমরা পরওয়ানার বিষয় হৃদয়ঙ্গম ক'রে অবধি—এ পর্য্যন্ত বহু আলোচনায়ও স্থির ক'র্‌তে পার্‌লুম না যে,এসব কি জিনিষ! আর কোথা হ'তে—এ সকল অশ্রুতপূর্ব্ব বস্তু—সংগ্রহ হ'তে পারে?

ফকি। নবাব! একে আমি বিপদ্ বলে বিবেচনা করি না—তবে ব্যাপারটি সমস্যাপূর্ণ বটে। সংসারাশ্রমে মানবসমাজ—এরূপ সমস্যায় নিরন্তর পতিত হ'চ্ছে, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি প্রকারান্তরে তাঁর সেবকের—হৃদয় পরীক্ষা ক'র্‌ছেন। দুনিয়ায় ধর্ম্মপথাশ্রয়ীর পথ বড় দুর্গম! পরীক্ষা বড়ই কঠিন! আর অধর্ম্মের পথ—বড় সুগম, পরীক্ষা বড়ই সরল! এ বিপদে আমি—যতদূর কর্ত্তব্য স্থির ক'র্ত্তে পাচ্ছি, তোমাদের সর্ব্বসমক্ষে—সে কথা প্রকাশ করি, উপযুক্ত বোধ ক'র্‌লে সে পন্থা অবলম্বন ক'র্‌তে পার।

নবা। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য—প্রাণপাতেও অবশ্য পালনীয়।

ফকি। বোগদাদ-অধিপতির অদ্ভুত অভিলাষ পূরণ করা—সাধারণ মানবের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! এ কার্য্যে—একজন সর্ব্বগুণসম্পন্ন সৎসাহসী উচ্চবংশসম্ভূত অবিবাহিত যুবা পুরুষের আবশ্যক। যে ব্যক্তি—প্রয়োজন হ'লে—জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রে—নবাবের মঙ্গল সাধন ক'র্ব্বে, নবাব চেষ্টা ক'র্‌লে বোধ হয়—সেরূপ ব্যক্তির অভাব হবে না। আমার বোধ হয়—নবাবের আয়ত্তাধীনে, কথিত গুণসম্পন্ন যুবাপুরুষ বর্ত্তমান।

নবা। প্রভু! কে সে ব্যক্তি? আদেশ ক'রুন—ত্বরায় তাকে সর্ব্বস্ব বিনিময়েও সংগ্রহ ক'র্‌ব।

ফকি। কিছুকাল পূর্ব্বে—কোন পিতৃমাতৃহীন অনাথকে, অসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হ'য়ে নবাব তাকে আপন পুরে—আশ্রয় প্রদান ক'রেছিলেন, সে যুবক এখন কোথায়?

নবা। কি আশ্চর্য্য! প্রভু! সে যুবকের কথা কি প্রকারে অবগত হ'য়েছেন?

ফকি। সে কথায় আবশ্যক নাই—সেই যুবকই তোমাদের এ বিপদের এক মাত্র উদ্ধারকর্ত্তা! তাকে ভারার্পণ ক'র্‌লে—বিপদ্‌মুক্তি অনিবার্য্য! নবাব! এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি। আমার আর একটি কথা—যদি ইচ্ছা কর, বিপদ্‌মুক্তির পর খোদার সেবার জন্যে,—এই বনপ্রান্তে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়ে দিও—এবং আদেশ দিও, যেন সেথায় কখন কোনরূপ প্রাণিহত্যা না হয়। খোদার নিকট তোমার রাজ্যের মঙ্গল কামনা করি।

নবা। (উঠিয়া) প্রভু! অপেক্ষা করুন, আমি আপনার পদসেবার আকাঙ্ক্ষা করি, আমার সে সাধ পূর্ণ করুন।

ফকি। বাপ! খেদ ক'রোনা—গৃহীর সেবা গ্রহণে, আমার অধিকার নেই; আশীর্ব্বাদ করি, বিপদ্‌মুক্ত হ'য়ে—সুখ-শান্তিতে প্রজাপালন কর।

(গাত্রোত্থান)

নবা। প্রভু! দাসের শত শত—ভক্তিপূর্ণ সেলাম গ্রহণ করুন।

(সভাস্থ সকলের ফকিরকে সেলাম করণ্ এবং ফকির হস্ত তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদান্তে প্রস্থান করিলেন।)

উজির! অবিলম্বে কারাগারে গিয়ে, মির্জ্জান্‌কে সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে ব'ল্‌বে—সে যদি যথার্থ কার্য্যোদ্ধারে—নিজেকে ক্ষমবান্ বিবেচনা করে, তাহ'লে—তাকে কারামুক্ত ক'রে মন্ত্রণা-কক্ষে পাঠিয়ে দেবে—অন্যথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্ব্বে।

উজী। জনাব! আমি এখনই আদেশ পালনে গমন ক'র্‌লেম।

নবা। আজ আমি বিপদের মধ্যে—পরম সম্পদ্ প্রাপ্ত হ'য়েছি। খোদা! অধম—অক্রীত সন্তান যেন—অনন্ত বিশ্রামে—চরণপ্রান্তে স্থান পায়; অতঃপর সভার কার্য্য—আজ এই পর্য্যন্ত শেষ হ'ক।

(নবাবকে সকলের কুর্ণিশ করণ, নবাবের প্রস্থান, পরে অন্যদিক্ দিয়া সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

উপাসনা-মস্‌জিদ-সংলগ্ন উদ্যান।

মম্‌তাজ ও মেহের।

মেহে। মম্‌তাজ—বহিন! আমার কথা রাখ, ধৈর্য্য অবলম্বনে মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা কর—ক'র্‌বে কি? উপায় নেই! একদিকে নবাব—পরমপূজ্য পিতৃদেব! অন্যদিকে সংসারজ্ঞান-বিবর্জ্জিতা দুর্ব্বলা রমণী তুমি—তায়—মাতৃহীনা, তোমার যাতনা কে বুঝ্‌বে? তুমি ভেবোনা বোন! খোদা ত্বরায় তোমার দুঃখের অবসান ক'র্‌বেন।

মম্। কি ভাব্‌তে বারণ ক'র্‌ছ মেহের! এ ভাবনা যে আমার জীবনের সার ভাবনা। দুনিয়ায় যে রমণীর শিরোভূষণ—সতীর সর্ব্বস্বধন—তার ভাবনা ভিন্ন, পতিগতপ্রাণা রমণীর অন্য ভাবনা কি আছে? মাতৃহীনা দুঃখিনী—আমি বড় অভাগিনী! তাই সুখ-সৌভাগ্যের সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে—কুটিল সংসারের স্বেচ্ছাচারিতায়—ধরাশায়ী হ'লুম! হায়! হায়! কি ক'র্‌লুম! কেন একজন নিরপরাধী—নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে—সাদরে আহ্বান ক'রে—ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ ক'র্‌লুম।

(অর্দ্ধশায়িতা অবস্থায় মৃত্তিকায় শয়ন)

মেহে। মম্‌তাজ! আমার কথা রাখ, স্থির হও, বহিন! রমণী জাতির ন্যায় মন্দভাগ্য জীব, দুনিয়ার বুকে আর নাই! এ কথা তুমিও

স্বীকার ক'র্‌বে—কিন্তু অবলা-কুলের অসময়ে—একটি অতি সুন্দর উপায় আছে।

মম্। কি উপায় মেহের? আমায় বল—শীঘ্র বল।

মেহে। এ সময়ে তোমার একমাত্র উপায়, সেই অনাথের নাথ! তাপিতের আশ্রয়! দীন দুনিয়ার মালিক—পয়গম্বরের চরণে মনব্যথা জানিয়ে—যদি এক মনে তাঁকে ডাক্‌তে পার, তাহ'লে নিশ্চয় তিনি সদয় হ'য়ে—তোমার হৃদয়ের সমস্ত তাপ হরণ ক'র্ব্বেন।

মম্। পয়গম্বর কি আমার মত হতভাগিনীকে কৃপা ক'র্ব্বেন?

মেহে। বোন! তাঁর কাছে তুমি আমি নাই! তাঁর কাছে রাজা—প্রজা সব সমান, সর্ব্বজীবে—তিনি সমান কৃপাবান্। মম্‌তাজ! তুমি সব জেনে শুনে—আজ অবুঝ হ'চ্ছ কেন? তোমায় শিক্ষা দেবার—শক্তি কি আমার আছে? তোমার এত শিক্ষা দীক্ষা কোথায় গেল?

মম্। মেহের! একদিনে—এক মুহূর্ত্তে—সে সবই হারিয়েছি! এখন আমি পতিপ্রেম-কাঙ্গালিনী। আমার দেহ প্রাণ, জ্ঞান গর্ব্ব—নিজের যত কিছু সম্পদ্ বিনিময়ে, আমি এক অমূল্য রত্নের অধিকারিণী হয়েছিলাম, ভাগ্য-দোষে—আজ সেই মহা রত্ন হারাতেঁ ব'সেছি। ভগ্নী! আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমাতে কি আমি আছি! আবার হয় ত, হয় ত কেন?—নিশ্চিতই দু দিনের মধ্যে—এ দেহ প্রাণের নিশানা পর্য্যন্ত—

মেহে। (মুখে হাত দিয়া) ক্ষান্ত হও মম্‌তাজ! ও কথা ব'লো না। ও কথা শুনিয়ে আমায় কাঁদায়ো না। তুমি জাননা—যে তোমায় আমরা কত ভালবাসি। পিতৃমাতৃহীন অনাথিনী আমরা, তোমাকে আমাদের সর্ব্বস্ব ব'লে ভাবি; সেলিনা অত ছুটে আস্‌ছে কেন?—নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ আছে।

(ত্বরিতপদে সেলিনার প্রবেশ)

সেলি। (ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপবেশন) : ওঃ—উঃ—উঃ—আঃ—আঃ—আঃ।

মেহে। কি উৎপাত—হয়েছে কি? এত ছুট্‌ছিস কেন? খবর কি?

সেলি। খবর—খবর, দাঁ—দাঁড়াও—আগে—হাঁপ ছাড়ি।

মেহে। নে—ন্যাকাম রাখ্—বল্ কি ব'ল্‌বি।

সেলি। বক্‌সিস্!

মেহে। কিসের বক্‌সিস্?

সেলি। যে খবর দে'ব।

মেহে। ফের তামাসা আরম্ভ ক'র্‌লি? এ দিকে মম্‌তাজের অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছিস না! সেলি! সকল কার্য্যেরই—একটা সীমা আছে, বেশী বাড়াবাড়ি কোন কার্য্যেই—ভাল নয়। নবাবপুরে কিছু নূতন খবর শুনে থাকিস ত বল্।

সেলি। তোমরা আমার উপর রাগ ক'র্‌ছ কেন? আমি ত মন্দ কথা কিছুই বলিনি, নবাব-অন্তঃপুরের নূতন সংবাদ—ওমারহজাদার কারা-মুক্তি!

মম্। সেলিনা! একি সত্য ব'ল্‌ছিস? বল্—বল্, দুঃখিনীর সহিত এ সময় ছলনা ক'রিস নি। তুই কার মুখে এ সংবাদ অবগত হ'লি?

সেলি। নবাবজাদি! এ আমার শোনা খবর নয়—চোখে দেখা। আমি বেগম সাহেবের সেবার জন্য—মন্ত্রণা-কক্ষে, তাঁর পাশে উপস্থিত ছিলাম, উজীর সাহেব—মির্জ্জা সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে, নবাব-সমীপে উপস্থিত হ'লেন ; তবে—ত্যার মধ্যে—আর একটি কথা শুন্‌লেম।

মমু। সে কি কথা সেলিনা?

সেলি। শুন্‌লুম্, বোগদাদ-সম্রাট্ নাকি আমাদের নবাব বাহাদুরের নিকট, কি কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চেয়ে পাঠিয়েছেন, ছ'মাসের মধ্যে সে জিনিষগুলো—না মিলিয়ে দিতে পার্‌লে, নবাবের রাজ্য থাক্‌বে না! সহর শুদ্ধ লোক—সে জিনিষের কোন সন্ধান দিতে পারেনি; একজন ফকির এসে, গণনা ক'রে ব'লে গিয়েছে যে, ওমারহজাদা মির্জ্জা সাহেবই—সেই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ ক'রে দিতে পার্‌বেন, তাইতে নবাব সাহেব, তাঁকে কারামুক্ত ক'রে,বিস্তর ধনদৌলত - লোক—লস্কর সঙ্গে দিয়ে, অদ্যকার রজনী প্রভাতে—বোগদাদ সহরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

মম্। কি দুর্দ্দৈব! এযে আমার হরিষে বিষাদ ঘ'ট্‌লো মেহের! মেহের, কি ক'র্‌বো মেহের! আমি তাঁর অদর্শনে,কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্ব্ব?

মেহে। বহিন! কথাটা শুন্‌তে না শুন্‌তে—অতো চঞ্চল হয়োনা, ব্যাপারটা কি—সকল কথা বুঝ্‌তে দাও, নিজেও বোঝ—তারপর কর্ত্তব্য স্থির। আগে থাকৃতে কেঁদে কেটে অস্থির হ'লে চ'ল্‌বে কেন? হ্যাঁরে সেলি! ওমারাহজাদা কি সেই সমস্ত জিনিষ—মিলিয়ে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন?

সেলি। হ্যাঁ—তিনি নিজেই জিনিস গুলি সংগ্রহ ক'রে দিতে রাজি হয়েছেন, আরো প্রকাশ ক'রেছেন যে, আবশ্যক হ'লে নিজের জীবন পর্য্যন্ত পাত ক'রে, নবাবকে বিপদ্‌মুক্ত ক'র্‌বেন।

মম্। ভগ্নি! সে বিষয়ে আশ্চর্য্য হওয়ার কোন কারণ নেই,—সে উদারপ্রাণ পুরুষরত্নকে, আমি বিশেষরূপে চিনেছি! তাঁর যেরূপ উচ্চ অন্তঃকরণ! যেরূপ দুর্দ্দমনীয় সাহস! যেরূপ অসীম শিক্ষা! সে কর্ম্মবীর কি কখন,

পরোপকার-ব্রত উদ্‌যাপনের এমন শুভ সুযোগ পরিত্যাগ ক'র্‌তে পারেন? কিন্তু হা অদৃষ্ট! এ হতভাগিনীর কথা কি—একবারও তাঁর মনে প'ড়্‌ল না!

মেহে। ছিঃ—মম্‌তাজ! তুমি রমণীকুলের মুখে একবারে কালি দিলে! তোমার এ ভাব দেখে, আর আমার দুঃখ হ'চ্ছেনা। এখন আমার বোধ হ'চ্ছে, তুমি নিতান্ত স্বার্থপর! যাকে প্রাণ উৎসর্গ ক'রেছি, যার মূর্ত্তি হৃদয়ের অন্তস্তলে অঙ্কিত হয়েছে, তার ধ্যান পূজা ভিন্ন প্রেমিকার অন্য কিছুতে অধিকার নেই! রমণীর—জীবন, দাসীত্বের—প্রভুত্বের নয়!!

মম্‌। মেহের দিদি! আর আমায় তিরস্কার ক'রোনা, তোমার কথার প্রত্যেক বর্ণ সত্য, তোমার সরল সুন্দর উপদেশে—আমার প্রাণে বিবেকের আলোক ফুটে উঠেছে, প্রকৃতি দেবীর রমণীয় লীলা—নিকুঞ্জে নব প্রস্ফুটিত কুসুম-সুবাসে, মৃদু মন্দ মলয়-সমীরে, পাদপ-শাখে, পাতার আড়ালে, পাপিয়ার মধুর তানে, যে সদাই মুগ্ধ হ'য়ে, স্বাধীন প্রাণে—জীবন অতিবাহিত ক'রেছে—ভেবে দেখ বোন! তার আজ কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! অদৃষ্টাকাশে—অবিচ্ছেদ—সুখ-শক্তিময় সুযুপ্ত কৌমুদীর বিমল কিরণের পরিবর্ত্তে—অকস্মাৎ অপরিচিত যাতনাপূর্ণ—কাল অমানিশার উদয়!! এ অনভ্যস্ত—অবস্থা-বিপর্যয়ে আত্মসংযম—আমার ন্যায় চিরদুঃখিনী—দুর্ব্বল রমণীর পক্ষে একান্ত অসম্ভব নয় কি?

সেলি। বলি—হ্যাঁ মেহের দিদি! তোমাদের'ত খুব আক্কেল দেখ্‌ছি! ওমরাহজাদা রাত পোহালে—কিছু দিনের মত আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন! বিশেষ দারুণ কারাকষ্টে—তাঁর দেহ প্রাণ অবসন্ন, এ অবস্থায়, তাঁকে সাদরে আহ্বান ক'রে, তাঁর সন্তোষ বিধানে

নিযুক্ত না হয়ে—বৃথা বাক্যব্যয়ে কালহরণ করা—কি নবাব-কুমারীর উপযুক্ত কার্য্য ?

মেহে। মম্‌তাজ্‌! সত্যই আমাদের আচরণ নিতান্ত গর্হিত হয়েছে, এক্ষণে ত্বরায়—চল সকলে—দেলখোস বাগে গমন করি।

মম্‌। মেহের! আমি ভাল মন্দ কিছুই বুঝি না! আমার নিজের শক্তি সামর্থ্যে—আমি অন্ধ! তোমরা উপদেশ দাও, আমি তদনুযায়ী কার্য্য ক'র্‌ব।

মেহে। সেলি! তুমি সাজাদীকে নিয়ে বাগিচায় যাও, আমি কিছুক্ষণ পরে—উপস্থিত হব।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

অন্তঃপুরস্থ মন্ত্রণা-কক্ষ।

নবাব, বেগম ও মির্জ্জান।

নবা। মির্জ্জান! বাপ্‌! এত নির্য্যাতনের পর, তুমি এ অভাজনের কার্য্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত! তোমার অলৌকিক ব্যবহার দেখে আমরা অতীব বিস্ময়মুগ্ধ! এরূপ অসামান্য মহাপ্রাণতা—সামান্য মানবে সম্ভবে না! এক্ষণে বাপ! তুমি আর একবার প্রাণ খুলে বল,

যে আমার, পূর্ব্বকৃত অত্যাচার সমূহ, ভুলে গিয়ে, আমাকে— মার্জ্জনা ক'রেছ।

আশ্রয়দাতা ! প্রতিপালক ! কেন বার—বার, ওকথা ব'লে, আমায় লজ্জিত ক'র্‌ছেন। সংসারে মানবের সুখ—দুঃখ, সম্পদ— বিপদ, তার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের পুরস্কার ! প্রত্যেকেই সে পুরস্কারের ফল ভোগে বাধ্য ! সেজন্য যদি কেউ—উপলক্ষ হয়, তাতে—তার কোন দোষ নাই।

নবা। বাপ্‌! আমি ও কথা শুন্‌ব না ! তুমি আমার—হাতে—হাত দিয়ে বল, যে তুমি পূর্ব্বকার যাবতীয় ঘটনা বিস্মৃত হ'য়েছ, তবে আমি প্রাণে শান্তি লাভ ক'র্‌ব। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, যে কত দূর অনুতাপানলে—আমার দেহ দগ্ধ হ'চ্ছে !

মির্জ্জা। নবাব সাহেবের মহত্ত্বে—আমি ধন্যবাদ প্রদান করি ! আমি আপনার সমক্ষে শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি—বিগত ঘটনার—সমস্ত কথা আমি চিরদিনের মত—মন থেকে মুছে ফেলেছি !

নবা। (উঠিয়া) এস বাপ্‌ মির্জ্জান ! সন্তানহীন হতভাগ্যের নয়নানন্দ তুমি ! একবার আলিঙ্গন দানে, আমার তাপিত বক্ষ শীতল কর। (উভয়ের আলিঙ্গন) বাপ্‌ ! তোমার নিকট পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছি, পুনরায় তোমাকে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'র্‌ছি ! বসোরা রাজ্যের বিপদ্‌মুক্তির জন্য, আমি দুটী পুরস্কার নির্ণয় ক'রেছি, প্রথমটি—বসোরা রাজ্যের তক্তের মালিকত্ব ! দ্বিতিয়টি—আমার একমাত্র প্রিয়তমা কন্যা—মম্‌তাজমহলের স্বামিত্ব লাভ ! বাপ মির্জ্জান ! আমি তোমায়—আমার অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি, যেন ত্বরায় তুমি, বসোরার মুখোজ্জ্বল ক'রে, নবাব-অঙ্গীকৃত পুরস্কার লাভে সক্ষম হও ! খোদা ! মালিক ! মির্জ্জানকে কৃপা ক'রো।

বেগ। মির্জ্জা! আমিও তোমার জন্য খোদার নিকট—কায়মনে প্রার্থনা ক'র্‌ছি, যেন তুমি তাঁর দয়ায়—পূর্ণমনস্কাম হও।

মির্জ্জা। নবাবসাহেব! পুরস্কারের কথা, এখন আমায় কেন ব'ল্‌ছেন? পুরস্কারের প্রলোভন অপেক্ষা—কর্ত্তব্যের প্রলোভন—আমার নিকট অধিক আদরণীয়। যাঁদের কৃপায় আজ পর্য্যন্তও দুনিয়ার কোলে—এ দাসের অস্তিত্ব বর্ত্তমান—তাঁদের বিপদে—সে তার কর্ত্তব্য পালনে কখন—পশ্চাৎপদ হবে না। এমন কি, অভীষ্ট সাধনে—প্রয়োজন হ'লে, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বলি প্রদান ক'র্‌বে!

বেগ। সে দেবত্ব—তোমাতেই সম্ভবে! ধন্য তুমি মির্জ্জান! আর ধন্য তোমার জনক জননী!

নবা। আমার আদেশ অনুযায়ী—উজীর তোমার বোগ্‌দাদ যাত্রার, সমুদয় আবশ্যকীয় আয়োজন—শেষ ক'রে রাখ্‌বে, রজনীর চতুর্থ যামের শেষ মুহূর্ত্তে, তোমার যাত্রার শুভ সময়—নিরূপিত হ'য়েছে, সেই সময়েই যাত্রা কর্‌বে। যে সমস্ত লোকজন তোমার সঙ্গে বোগদাদ যাচ্ছে—তাদের মধ্যে, যত গুলিন লস্কর তোমার আবশ্যক হয়, তাদের অবস্থানের আদেশ দিয়ে, অবশিষ্ট লোকজনকে বিদায় দিও।

মির্জ্জা। যথা আদেশ নবাব সাহেব! সেলাম জাঁহাপনা! সেলাম বেগম সাহেবা! (প্রস্থান)

নবা। প্রিয়ে! তুমি কি মির্জ্জানের দ্বারা বিপদ্‌মুক্তির আশা কর?

বেগ। নিশ্চয়ই! সে সম্বন্ধে—সন্দেহের কোন কারণ নেই; আমার ধারণা, ফকিরের আদেশ—কখন বিফল হবে না!

নবা। ফকিরের কথায় আমার অসীম বিশ্বাস! তাঁর অনুজ্ঞাকে আমি খোদার আদেশ ব'লে—মস্তকে ধারণ ক'রেছি, তাতে পরিণাম ফল যা হবার হবে!

বেগ। খোদার কৃপায়—ভবিষ্যতে নবাব নিশ্চয় জয়যুক্ত হবেন। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। উপস্থিত আর এক ভাবনায়—আমাকে বড়ই ব্যাকুল ক'রেছে!

নবা। বেগম! তোমার প্রাণ—আবার কিসের ভাবনায় চঞ্চল হ'ল?

বেগ। কেন প্রভু! আমি কি সংসারে চিন্তাশূন্য? নবাবের চিন্তায় তাঁর দাসী কি নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারে? তার উপর আমার এক অবিবাহিত-কন্যার চিন্তা! সেই চিন্তাতেই—আমি বিশেষ চিন্তিত, তার অবস্থা দেখে—আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছি!

নবা। কেন তার কি এমন দুরবস্থা করেছি?

বেগ। নবাব সাহেব! সংসার-জ্ঞান-বিহীনা—নিরপরাধিনী কুমারী, সমবয়স্কা—সাথিদের নিয়ে খেলাধূলায় রত ছিল; যদিও কুমারী, বয়সে যৌবন সীমায় পদার্পণ ক'রেছে—তথাপি নির্ম্মল আকাশের মত, তার পবিত্র হৃদয়ে—কোন আশা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়নি; আচম্বিতে, রমণী-জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রলোভন, এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ—তার চক্ষের উপর উদয় হ'ল! প্রথমে যুবককে তার সহপাঠী, পরে সহচর রূপে উভয়কে মিলিত ক'রলেন। প্রকৃতির রীতি অনুসারে, অনুষ্ঠিত কার্য্যের অবসম্ভাবী ফলে, এক্ষণে কুমারী সুখ শান্তি হারা হ'য়ে—জীবন্মৃত!

নবা। বেগম! এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি,—যে মম্‌তাজ সম্বন্ধে—কার্য্যকলাপ, বাস্তবিকই—আমি ভুল ক'রেছি। আমার মনের কল্পনা—ওরূপ ভাবে কার্য্যে পরিণত হ'তে দেওয়া—সঙ্গত হয়নি! এখন আর সে ভুল সংশোধনের উপায় নাই—বা প্রয়োজনও নাই।

বেগ। তাহ'লে কন্যাকে কি আপনি বধ ক'র্‌তে চান?

নবা। বেগম! রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—যে নিজপ্রাণ—অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে, তার পক্ষে, ওরূপ শত সহস্র কন্যার জীবন মরণ, অতীব মূল্যহীন কথা;

কন্যার শুভাশুভ ভাব্‌বার—ক্ষুদ্র আশা নিয়ে জন্ম গ্রহণ ক'র্‌লে, এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর আমার ভাগ্যে সংঘটিত হ'ত না! খোদা! আমায় তাঁর গতিনির্ণয়ের শক্তি না দিয়ে, পুত্র কন্যার কথা ভাব্‌বার জন্য, এক দীন দরিদ্র কৃষকের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন! বেগম! তুমি কুমারীর জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা ক'রোনা! তার সহচরীদের দিয়ে তাকে জান্‌তে দিও—যে, বিধাতা যদি তার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ন তাহ'লে, ছয়মাসের পর—ওমরাহজাদার সহিত তার পরিণয় কার্য্য সমাধা হবে! আরো তাকে বুঝিয়ে দিও—যে, আত্ম-সুখের বশবর্ত্তিনী হ'য়ে—আত্মজয়ে অসমর্থ হওয়া, নিতান্ত অশিক্ষিতা—দুর্ব্বলহৃদয়—রমণীর কার্য্য! আমার ঔরসজাত সন্তান যদি উচ্চবংশগৌরব—পদমর্য্যাদা রক্ষণে অনুপযুক্ত হয়—তাহ'লে আমার আক্ষেপের সীমা থাকৃবে না! তাকে আমার সন্তান ব'লে ভাব্‌তেও ঘৃণা হবে! সে যেন সর্ব্বদিকে—বিশেষ লক্ষ্য রেখে কার্য্য করে! ভবিষ্যতে—তার শুভাশুভ, তার কার্য্যের উপরই নির্ভর ক'র্‌ছে!

বেগ। নবাব সাহেবের অভিমত, আমি তার সহচরীদের দিয়ে তাকে জানাব।

(জনৈক তাতারণীর প্রবেশ)

তাতা। (কুর্নিশ করিয়া) খানা তৈয়ার খোদাবন্দ!

বেগ। আচ্ছা তুই যা।

(তাতারণীর প্রস্থান।)

প্রভু! গাত্রোত্থান ক'রুন!

নবা। বেগম! কন্যার অবস্থার জন্য, আমিও যে দুঃখিত নই, এরূপ বিবেচনা ক'রোনা। সে জন্য আমিও বিশেষ অনুতপ্ত, কিন্তু কি করি,

অনন্যোপায় হ'য়ে—তার প্রতি—নিতান্ত হৃদয় হীনতার পরিচয় দিতে বাধ্য হ'য়েছি!

বেগ। সত্যই,—বিধাতা আমাদের উপর এ সময় একান্ত বিমুখ! চ'লুন নবাব! আজ আপনার দেহ প্রাণ বড়ই কাতর!

নবা। চলো বেগম!

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

দেলখোস বাগ।

মমতাজ, মির্জ্জান উপবিষ্ট।

মির্জ্জা। মমতাজ! যদি বেঁচে থাকি, যদি তোমার পিতৃ-সিংহাসনকে—বিপদ্-মুক্ত ক'র্‌তে পারি, তাহ'লে আবার দেখা হবে—নতুবা এই শেষ!

মম্। নাথ! এত উদারতার স্থান এ সংসার নয়! যাঁর বিচারহীন ক্ষমতা পরিচালনে, এতদিন ধ'রে কারাগারের তীব্র যাতনা ভোগ ক'রলেন! তাঁর বিপদের জন্য—এ আত্মোৎসর্গে কেন ব্রতী হ'লেন? ওমরাহজাদা! আপনাকে মিনতি ক'র্‌ছি—দাসীর অনুরোধ রক্ষা ক'রুন! মাতৃহীনা হতভাগিনী আমি, এ নবাব-সংসারে আমার কোন মমতা নাই,—চলুন প্রভু! আমরা এ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, কোন

দূরদেশে পলায়ন করি সেথায় সামান্য পর্ণকুটিরে বাস ক'রে, নির্ব্বিবাদে প্রভুর পদসেবা ক'র্‌তে পার্‌লে—আমি নিজেকে রাজরাণী অপেক্ষা ভাগ্যবতী জ্ঞান ক'র্‌ব!

মির্জ্জা। মম্‌তাজ! তুমি কি ব'ল্‌ছ! অন্য সময় হ'লে যদিও তোমার কথা একবার চিন্তা ক'রে দেখ্‌তুম্—কিন্তু রাজ্যের এ মহাবিপদের সময়, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় ব্যবহার, আমার দ্বারা সম্ভব হ'বে না। নবাব সাহেব—অসময়ে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছেন, জীবন থাক্‌তে—তাঁর সহিত কখনও দুর্ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌বো না। মম্‌তাজ! তোমায় প্রথমেই সাবধান ক'রেছিলেম যে, এ হতভাগাকে হৃদয়ে স্থান দিওনা।

মম্‌। প্রভু! আপনার অদর্শনে কি ক'রে জীবন ধারণ ক'র্ব্ব!—কা'ল আর আপনাকে দেখ্‌তে পাবনা, যখনই মনে হ'চ্ছে, তখনই প্রাণ যেন হা হা ক'রে কেঁদে উঠ্‌ছে! কি ক'রে, মনকে প্রবোধ দে'ব? কি ক'রে বেঁচে থাক্‌ব?

মির্জ্জা। কুমারি! তুমি রমণীকুলের মুখোজ্জ্বল-কারিণী! তোমার প্রাণে অধীরতা শোভা পায় না!

মম্‌। প্রাণেশ্বর! অন্তরের অবস্থা—দেখাবার নয়! কি ক'রে জানাব যে,—অন্তস্থলে আমার কি বিপ্লব উপস্থিত হ'য়েছে। দুঃখিনীর দশা—যা হবার হবে, প্রভু! নিজের উচ্চ কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হ'ন! তবে মনে রাখ্‌বেন (পদতলে পড়িয়া) পতিপ্রেম-কাঙ্গালিনী পদাশ্রিতা অভাগিনীকে জীবন-মৃত্যুর মধ্যস্থলে ত্যাগ ক'রে গেলেন!

মির্জ্জা। মম্‌তাজ! এখনও কি তুমি আমায় বুঝ্‌তে পারনি? সংসারে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না! দুনিয়ার পথের—স্বাধীন পথিক আমি, কেন আবার আপনার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে, আশার

কুহকে—সঙ্কল্পিত পথ পরিত্যাগ ক'রে, সংসার-সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়্লুম! কিসের মোহে—আপনাকে আপনি ভুলে গেলুম! সে কথা কি আজও বুঝ্তে পার'নি মায়াবিনি?

মম্। প্রভু! মতিহীনা অবলাকে ক্ষমা করুন, সংসারে এত সুখ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মেও বড় অভাগিনী আমি—তাই, ভাগ্যের উপর আমার বিশ্বাস নাই! সন্দেহের ঘোর আঁধারে প্রাণে আমার কত কথা উঠ্ছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ ক'র্‌তে পার্‌ছি না!!

গীত।

প্রেম সাধ করি বাঁধিনু কুটীর—জ্বলিল অনল পরশে।
বুকে ঢাকা ছবি, ভাঙ্গি বুক মোর, হ'রে নিল তারে নিমিষে॥
সে যে হৃদয় মন্দিরে মোর—দেবতা সুন্দর,
সে যে আঁধার জীবনে মোর—প্রথম ভানুর কর,
সে দেব—প্রণয়ে হৃদে অমৃত পরশে॥
জাগরণে—সে যে মোর জীবন্ত উল্লাস,
ঘুম ঘোরে সে আমার স্বপন বিলাস,
সে নাম যে হৃদে আঁকা,
সে নাম যে প্রাণে মাখা,
জীবনের ধ্রুব তারা ছিলরে বশে!
কেনরে নিদয় বিধি! কাড়ি নিয়ে হৃদি-নিধি,
হানিলি বিষম শেল, অভাগিনী-উরসে!!

(উভয়ের বিপরীতদিকে প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

আবতাব্ মঞ্জিল।

নবাব ও দেলদার।

নবা। দোস্ত! আজ ক'দিন তোমায় দেখ্‌তে পাইনি কেন? আমি একটা নূতন বিপদে প'ড়ে, তোমার কোন সংবাদ নিতে পারিনি, তুমি কি নবাবপুরী পরিত্যাগ ক'রে কোথাও গমন ক'রেছিলে?

দেল। নবাব সাহেব, আমি ত নবাবপুরী ছেড়ে কোথাও যাইনি, তবে আমি পীড়িত হ'য়ে প'ড়েছিলেম বটে। জনাব,—বান্দার খবর ন' রাখুন, বান্দা কিন্তু শয্যায় প'ড়ে প'ড়েও—নবাব সাহেবের বিপদ আপদের সমস্ত খবরই রাখ্‌তো।

নবা। দোস্ত! তোমার চেহারা দেখে'ত—তোমার কোন পীড়া হ'য়েছিল ব'লে বোধ হয় না।

দেল। আঃ—আমার কপাল! পীড়া কি আমার দেহে, যে—দেহ দেখে পীড়া স্থির ক'র্‌বেন?

নবা। তবে পীড়া হ'য়েছিল কিসের?

দেল। পীড়া আমার মনে,—বড় শক্ত রোগ! সে রোগের ওষুধ নেই!

নবা। সে—কি রকম মিঞা? সংসারে যেমন রোগ আছে—তার তেমনি প্রতিকার আছে; তোমায় এমন কি রোগে ধ'রেছে, যার ওষুধ নেই! আর কতদিনই বা—তোমার সে রোগ হ'য়েছে?

দেল। জাঁহাপনা! সেই যেদিন আমায়, মাদী দানোয় ঘাড় ভাঙ্গ্‌তে এসেছিল! সেই দিন হ'তে—আমায়! রোগে ধ'রেছে! জনাব! আমায় বড় জখ্‌মি ক'রে ফেলেছে! বুঝিয়ে—কি ব'ল্‌ব ছাই! এই আমার প্রাণটা যেন—কেমন একরকম হ'য়ে গিয়েছে!

নবা। দোস্ত! তুমি মহাভুলে পতিত হ'য়েছ, খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে—তুমি অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হবে। জীবনে—এমন দিন আস্‌বে, যখন পত্নীর অভাব, দারুণ অভাব ব'লে বোধ হবে। তোমার জীবিকা-নির্ব্বাহের ভাবনা—তোমায় ভাব্‌তে হবে না, রাজসরকার হ'তে তোমায় একটি জায়গীরের বন্দোবস্ত ক'রে দে'ব, তার উপর চিরদিনের জন্য মাসহারা তন্‌খাও—প্রাপ্ত হবে, তার মুনাফায় তুমি আমীরের ন্যায়—অবস্থায়, জীবন যাত্রা—নির্ব্বাহ ক'র্‌তে পার্‌বে। ভাল ক'রে বুঝে দেখ, আমার এ প্রস্তাবে, সম্মত হ'তে প্রস্তুত আছ কি না?

দেল। ইয়া বিস্‌মোল্লা! আমায় ঘরে—বাইরে পাগল ক'র্‌লে দেখ্‌ছি!

নবা। রাজ্যের চারিদিকে অনুসন্ধান ক'রে—তোমার পছন্দ মত সুন্দরী নারীর সহিত—তোমার সাদীর ব্যবস্থা ক'র্‌বো, সে ভার আমার, এখন তোমার অভিপ্রায় কি, আমায় ব্যক্ত কর।

দেল। জনাব! কেন আমার এ সুখের অবস্থা কেড়ে নিয়ে, আমায় চির-দুঃখী সাজাতে—এত আয়াস স্বীকার ক'র্‌ছেন! আজ আমার পার্শ্বে একটী রমণী স্থান পেলে, দুদিন পরে—এ আমাতে, আর আমি থাকৃব না! এমন কি, আমার—আশ্রয়দাতা—অন্নদাতা প্রতিপালককেও ভুলে যাব!

নবা। আমি তোমাকে প্রহরেক কাল, নির্জ্জনে—চিন্তার অবসর দিলেম, পুনরায় তোমায়—এই শেষবার ব'লছি, একবার ভাল ক'রে বিবেচনা

ক'রে দেখ ; আমি ত্বরায় ফিরে আস্‌বো, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত—স্থান ত্যাগ ক'রো না।

দেল। নবাব সাহেব! আমার একলা থাকতে বড় ভয় করে!

নবা। তোমার কোন ভয় নেই—আমি সত্বরই ফিরে আস্‌বো।

(নবাবের প্রস্থান)

দেল। (স্বগত) খোদা! তোমার বাসনা কি, সত্য সত্যই আমাকে সংসারী ক'র্ব্বে? আমার ভাগ্যফলে কি—সেই কথাই লিপিবদ্ধ ক'রেছ? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ; প্রতিপালকের সহিত বাদানুবাদ আর ত ভাল দেখায় না ; কি ক'র্‌ব! কোথায় যাব! (অকস্মাৎ সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ) (চমকিয়া) একি বাবা! এ আলো নিবিয়ে দিলে কে? এ ত দেখ্‌ছি গতিক ভাল না! ওঃ—বাবা—এযে ঘোর অন্ধকার! আজ বুঝি আবার বিভ্রাট ঘটে! কে কোথায় আছ, আমায় রক্ষা কর!

(পেত্নীগণের প্রবেশ)

১ম পে। (খোনাস্বরে) এই যে আমরা এসেছি!

দেল। ঐরে এসেছে! ওরে বাপ্‌রে—ওরে চাচারে—ওরে ফুফুরে-আমি—বুঝি—মলুম্‌রে—ইয়া আ ল্লা ল্লা ল্লা ল্লা। (পতন)

পেত্নীগণের গীত।

হা হা হা হা, হি হি হি—ই হি হি হি হি।
একটা জ্বল জ্যাণ্ড—টাট্‌কা তাজা—মরদ পেয়েছি !!
আমরা অনেক দিনের উপোষী,
তোর রক্ত মাংস—ক'সে খাব ওরে বিদেশী !
হা হা হা হা, হি হি হি হি, ই হি হি হি হি !!
আমাদের জাতকে তুই ঘেন্না করিস্ শুনেছি !
তাইতে তো—দেখ্‌তে এলাম বদন খানি তোর,
মাদি ছাড়া—মরদ মেলা—ভারি কপাল জোর,
ওহো হো হো আজকে সবাই খুনে মেতেছি !!
হা হা হা হা, হি হি হি হি, ই—হি হি হি হি ॥

(পেত্নীগণের খোনাস্বরে উক্তি করণ)

প্রঃ-পে। ও দিদি ! এযে দেখ্‌ছি নড়ে চড়ে না ! মরেছে নাকি ?

২য়-পে। ওরে ! ভয়েঁ অমন ক'রে পড়ে আছে ! ও মিঞা ! ভয় কি তোমার ? ওঠ, আমাদের কথা শুন।

দেল। (নিরুত্তর)

৩য়-পে। উঠ্‌লে না মিঞা ! তবে কি আমরা তোমায় তুলে—বনের মধ্যে নিয়ে যাব না কি ?

দেল। না পেত্নি ফুফু ! আমি উঠে ব'স্‌ছি, কিন্তু চোখ চাইছিনি !

(উঠিয়া উপবেশন।)

২য়-পে। বলি কি, মিঞা সাহেব ! আমাদের কথা ভুলে গে'ছ নাকি ?

দেল। চাচি! তোমাদের কি ভুল্‌তে পারি? রাত্তির দিন তোমাদের কথা প্রাণে জেগে আছে!

৩য়-পে। ভাল—ভাল, আচ্ছা, তুমি যে অঙ্গীকার ক'রেছিলে, তা পালন করনি কেন?

দেল। কি অঙ্গীকার চাচি?

৩য়-পে। রমণী জাতিকে ঘেন্না ক'র্‌বেনা, আর একটা সাদী ক'র্‌বে।

দেল। চাচি! এদ্দিন পাত্রী যোগাড় হয় নি, তাইতে সাদি হয় নি।

২য়-পে। মিথ্যে কথা ব'ল্‌ছ—নবাব সাহেব—তোমার সাদির জন্য, ভাল পাত্রী ঠিক ক'রে রেখেছেন যে!

দেল। বটে,—তা ত আমি জানিনি? হ্যাঁ—এই বারে যখন তোমাদের মুখে পাত্রীর খবর পেলুম, তখন ঠিক সাদী ক'র্ব্ব। চাচি! একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্ব—হক্ জবাব দেবে?

২য়-পে। কি কথা বলনা?

দেল। তোমরা কি নবাব সাহেবের পোষা পেত্নী, না—বুনো পেত্নী? তোমাদের আড্ডা কোথায়, এই রাজপুরে, না—বনে জঙ্গলে?

১ম-পে। আমরা কারুর পোষ মানিনি! আমরা স্বাধীন জাত! জঙ্গলের বড় বড় গাছ, প'ড়ো বাড়ি—আমাদের বাসস্থান,—তবে আমাদের গতি সর্ব্বত্র

দেল। তোমরা খাও কি?

১ম-পে। আমরা খাই—তোমার মত অবাধ্য মরদের মাথার ঘি! গায়ের মাংস! আর গরম রক্তে পিপাসা মেটাই! তুই কেন ওর সাথে মিছে বকছিস্—কাজ সেরে নে চল্!

দেল। কি কাজ সার্‌বে চাচি? (ব্যগ্রভাবে) চাচি! আমায় দিন কতক সময় দিতে হবে, তার মধ্যে যদি তোমাদের কথা না রাখি, তাহ'লে তখন তোমাদের কাজ সেরো!

২য়-পে। বেশ কথা, আর এক মাসের সময় দিলুম, তার মধ্যে সাদি না ক’ল্লে তোমার আর রক্ষা নেই!

দেল। চাচি! রক্ষা—কোন দিকেই নেই। তবে এখন চাচিরা বিদেয় হও, আমি একটু দম্ ছেড়ে বাঁচি!

১ম-পে। (প্রবল স্বরে) দেখ মিঞা! সাবধান! এবার এলে আর তোমায় ছাড়্‌ব না।

দেল। আচ্ছা চাচি!—আমায় আর তোমাদের সাবধান ক’ত্তে হবে না, এ রকম চট্‌কদার চেহারা নিয়ে, রাত দুপুরে সাম্‌নে খাড়া হয়ে হুকুম ক’র্‌লে, আমি ত বাচ্চা, আমার বাবা, চাচা, নানা পর্য্যন্ত সাদি ক’রে ফেল্‌বে!

বিকটস্বরে সকলে। ই হি হি হি হি হি!

(পেত্নীগণের প্রস্থান।)

(চকিতে আলোকরাজি প্রজ্বলিত হওন ও হুরিগণের আবির্ভাব।)

হুরিগণের গীত।

আমরা—এসেছি—এসেছি—এসেছি!
অপ্রেমিকে—প্রণয়ী করিতে, প্রেমিকা মোরা এসেছি॥
এস প্রেমিকার—সাথে বঁধু—প্রেম কাননে,
আমরা এসেছি—মজাতে তব প্রাণ মনে,
হের—জোছনা জাগিয়ে আছে—পাতি প্রেম ফাঁদ,
কুমুদীর—বুকে দেখ গগনের চাঁদ,
ত্যজি ছার অভিমান—চল বিলাইতে প্রাণ—মোরা ভাল বেসেছি!
ভালবাসা—ভালবাসি—(তাই) সেধে ধরা দিইছি॥

(গীতান্তে প্রস্থান।)

দেল। একি হ'ল বাবা! এরা কারা এল, নাচ্‌লে গাইলে, আবার কোথায় লুকিয়ে গেল? কিছুই ত বুঝ্‌লুম না? এরা কারা, এদের ত মানবী—ব'লে বোধ হয় না? এত রূপ কি—মানবীতে সম্ভবে? হায়! হায়! আমার বড় আপশোষ—হ'চ্ছে, নবাব সাহেব এদের দেখ্‌তে পেলেন না! আচ্ছা এ ব্যাপার খানা কি? ঐ যে নবাব সাহেব আস্‌ছেন।

(নবাব সাহেবের প্রবেশ।)

নবা। দোস্ত! আমার কথাটা চিন্তা ক'রে দেখ্‌লে কি?

দেল। জনাব! আমি আর বাঁচ্‌ব না! ভাবনা চিন্তার বড় আবশ্যক দেখ্‌ছিনা? নবাব সাহেব! আপনি'ত মঞ্জিলের কক্ষ ত্যাগ ক'রে, অন্তঃপুরে প্রস্থান ক'র্‌লেন, আমি একলা ব'সে ভাব্‌ছি, হঠাৎ কক্ষের সমস্ত আলোগুলি নিবে গেল! তৎপরে অতি অল্প আলোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সেদিনকার সেই পেত্নীর দল এসে হাজির! আমি তো ভয়ে চোখ্‌ বুজে প'ড়ে রইলুম!

নবা। সে সময় আমায় ডাকৃলে না কেন?

দেল। প্রাণের দায়ে নবাব সাহেবকে ডেকেছিলেম বৈকি!

নবাব। তার পর কি হ'ল?

দেল। তারপর—পেত্নীদের হুকুম পালন ক'রে, সাদি করিনি ব'লে তারা ঘাড় ভাঙ্‌তে চায়। বলে! আজ আর আমরা তোমায় ছাড়্‌ব না! ঘাড় ভাঙ্গে আর কি! এক এক বেটী পেত্নীর নোলা যেন সক্ সক্ ক'র্‌তে লাগ্‌লো! অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে, এ যাত্রা ত রক্ষা পেয়েছি!

নবা। তোমায় ত ব'লেছি যে,—খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, তুমি

অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হবে,—তুমি সে কথা—একবারও ভাব্‌ছ না!

দেল। জনাব! আজ শুধু পেত্নীর দল এসে ক্ষান্ত হয়নি!

নবা। আবার কি এসেছিল?

দেল। যেমন পেত্নীর দল, অন্তর্হিত হ'ল অম্‌নি কক্ষের সমস্ত আলো-গুলি জ্ব'লে উঠ্‌লো! সঙ্গে সঙ্গে একদল স্বর্গের হুরি এসে হাজির! তারা—নাচ্‌লে, গাইলে, আবার চকিতে অন্তর্ধান হ'ল!

নবা। বল কি মিঞা! স্বর্গের হুরি পর্য্যন্ত, তোমার কাছে এসে নেচে গেয়ে গেল? তোমার ত বড় জোর কপাল দেখ্‌ছি! তারা তোমায় কিছু ব'ল্লে না?

দেল। না জনাব! কিছু বলা ত দূরে থাকুক, একবার আমার পানে ফিরেও চাইলে না! তারা চ'লে যাওয়া অবধি আমার প্রাণটা যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছে!

নবা। দোস্ত! তোমায় ভাল কথা ব'ল্‌ছি, একটি সাদি কর—এ সমস্ত দৌরাত্ম্য ঘুচে যাবে, নিজেও সুখ শান্তি লাভ ক'র্‌বে।

(বেগে সহচরীগণ-পরিবেষ্টিত বেগম সাহেবার প্রবেশোদেযাগ।)

দোস্ত! বেগম সাহেব এদিকে আস্‌ছেন, তুমি একটু অন্তরালে অবস্থান কর।

দেল। যথা আজ্ঞা। (চাঁদনীর শেষ ভাগে অবস্থান।)

নবা। এস রাজ্যেশ্বরি! এত ত্বরিত পদে,—

(বেগমের প্রবেশ ও সহচরীগণের প্রস্থান)

অগ্রসর হওয়ার কারণ জান্‌তে পারি কি ?

বেগ। নবাব সাহেব! মম্‌তাজকে অত কঠোর ভাবে—ভৎর্সনা ক'র্‌লেন কেন? একে কুমারী, প্রিয় জনের অদর্শনে—আহার নিদ্রা একরূপ পরিত্যাগ ক'রে, নিদারুণ যাতনায় একান্ত কাতর;—তার উপর নবাবের অত্যধিক তাড়না, তার কোমল হৃদয়ে বড় বেজেছে! অসহ্য মর্ম্মবেদনায়, কুমারী মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়েছে! তার অবস্থা দেখে—আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'চ্ছে! এখন উপায় কি জাঁহাপনা?

নবা। বেগম! কন্যার বিষয়ে, আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। তার স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য, তাকে দিনকতক নির্জ্জন বাসে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ব!

বেগ। ওকি কথা ব'ল্‌ছেন নবাব! মাতৃহীনা কন্যার প্রতি, পিতা হ'য়ে, অতদূর নির্ম্মম হ'লে—বালিকা কার মুখ চেয়ে জীবন ধারণ ক'র্‌বে?

নবা। বেগম! উদ্ধতস্বভাবা নবাবজাদী, ইচ্ছা ক'রে তার পিতৃস্নেহে অনাদর ক'রেছে! তার আচরণে, আমার প্রাণে বিষম ঘৃণার উদ্রেক হ'য়েছে! বুঝ্‌তে পারি না, আমার সন্তান এত হীন উপাদানে গঠিত হ'ল কেন? বেগম! তার ভাল মন্দ—কোন কথা আমায় আর শুনিয়ো না!

বেগ। রাজ্যেশ্বর! আপনি কুমারীর হৃদয় সম্বন্ধে, নিতান্ত ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়েছেন; আপনি কুমারীকে যে সমস্ত দোষে দোষী অনুমান ক'রেছেন, আমি দৃঢ় বিশ্বাসে ব'ল্‌তে পারি, আপনার তনয়া, সে সমস্ত দোষে নিরপরাধিনী। তার একমাত্র অপরাধ—নারীহৃদয়ের স্বভাব-জাত দুর্ব্বলতা! সে জ'ন্মে অবধি, কখন দুঃখের প্রভাবে—নিজ হৃদয়ের

সহিষ্ণুতার শক্তি পরীক্ষার সময় পায়নি—তার হৃদয়ে যে অধিক দুর্ব্বলতা স্থান পাবে, তাতে আর সন্দেহ কি—জাঁহাপনা!

নবা। ভাল, তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে আমি নিজের ভুল সংশোধনে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের বিপদের অবসান না হয়, ততদিন কন্যার ভার তুমি গ্রহণ কর,—তুমি তাকে সদুপদেশ দানে প্রকৃতিস্থ ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রো। বেগম! আজ একটা সুসংবাদ আছে, আমার দোস্ত, আমাদের সহিত আমোদ আহ্লাদে যোগদানে স্বীকৃত হ'য়েছেন!

বেগ। দোস্ত বেচারী নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে, শেষ নবাবের শরণাগত হ'য়েছে; নবাবের ধন্য কৌশল! নবাব সাহেব, যে পেত্নীর দল আমদানী ক'রেছিলেন, তাদের উৎপাতে মিঞা সাহেব জখমী হ'য়েছে।

নবা। জিনাৎ! যে দিন তার মুখে প্রথম নারীনিন্দা শুনি, সেই দিনই আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেম যে, যেমন ক'রে পারি, মিঞা সাহেবের মনের ভ্রম দূর ক'রে—মিঞাকে পুনরায় সাদী দেওয়াব। অনেক যত্নে আমার সে আশা ফলবতী হ'য়েছে।

বেগ। আপনার দোস্ত তা হ'লে সাদি ক'র্‌তেও রাজী হ'য়েছেন?

নবা। তবে কুলসমকে আনা হ'য়েছে কি জন্য বেগম? আমার পূর্ব্ব উপদেশ তাকে শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে কি?

বেগ। সে বিষয়ে—কোন ত্রুটী হয়নি।

নবা। এইবার আমি দোস্তকে আহ্বান করি। মিঞা সাহেব! দোস্ত!

দেল। (প্রবেশ ও কুর্নিসান্তে) আজ্ঞা করুন—নবাব সাহেব!

নবা। বেগমসাহেবা—তোমায় স্মরণ ক'রেছেন।

দেল। গোলামের আজ সুপ্রভাত!

বেগ। আপনি এতদিন—নবাবের দোস্ত হ'য়ে নবাবপুরীতে বাস ক'র্‌ছেন, কিন্তু আমাদের সহিত একদিনও কি সদালাপের অবসর হয়নি?

দেল। (হাত রগড়াইতে রগড়াইতে) বান্দার গোস্তাকী মাপ করুন বেগম সাহেবা, সে বিষয়ে আমি বিশেষ অপরাধী!

বেগ। নবাব সাহেব বুঝি দোস্তটিকে চাবির মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখ্‌তেন?

নবা। ওকি কথা ব'ল্‌ছো বেগম, দোস্ত আমার সকল সময়েই মুক্ত! তবে মিঞার মনে বটে—কুলুপ আঁটা ছিল।

দেল। জনাব! এ দাসকে রক্ষা ক'রুন—আর লজ্জা দেবেন না! মহিমা-ময়ি! গোলামের কি শিক্ষা সামর্থ্য যে, সে আপনার যুক্তিপূর্ণ কথার প্রতিবাদ ক'র্‌বে!

বেগ। তাতারণী! তাতারণী!!

(জনৈক তাতারণীর প্রবেশ)

তাতা। হুকুম মেহেরবান্!

বেগ। বাঁদিদের আস্‌তে বল, তারপর, খানা—ঠিক ক'রে আন।

তাতা। বাঁদী ঝট্ চলে!

(প্রস্থান)

বেগ। নবাব সাহেব! আজ আমাদের যথার্থই আনন্দের দিন, এতদিন পরে আজ আপনার প্রিয় সুহৃদ্, আমাদের সহিত পান ভোজনে যোগদান ক'রেছেন।

নবা। সত্যই বেগম! আজ খোদা, আমাদের একটু আমোদ ক'র্‌বার অবসর দিয়েছেন।

(কুলসম ও বাঁদীগণের প্রবেশ)

(তাতারণীর শিরাজী ও খানা লইয়া মেজের উপর রক্ষা করণ)

বেগ। (শিরাজি লইয়া) নবাব সাহেব! একটু শিরাজি পানে হৃদয়ের শ্রান্তি দূর করুন। কুলসম! মিঞা সাহেবকে শিরাজি প্রদান কর।

নবা। দাও প্রিয়ে! তোমার প্রদত্ত শিরাজি, আমি সুধাবোধে পান করি।

কুল। (শিরাজি লইয়া) মিঞা সাহেব! বেগম সাহেবার অনুরোধ রক্ষার্থে এই সুমিষ্ট পানীয় গ্রহণ ক'রুন!

দেল। য়্যাঁ সুন্দরি! কে তুমি? তোমার ত বড় খাপসুরত চেহারা! তা দাও—তা দাও—বেগম সাহেবার আদেশ অমান্য করা উচিত নয়! (শিরাজিপান) আঃ—এ ত দেখ্‌ছি অতি উত্তম পানীয়!

নবা। বাঁদিগণ! তোমরা যত্নের সহিত, নৃত্য গীতে—আমার দোস্তের চিত্তবিনোদন কর!

কুল। যথা আদেশ জাঁহাপনা!

বাঁদীগণের গীত।

কেয়া মজে কি খেলা, কেয়া মজে কি মেলা,
কেয়া রঙিলা পিয়ালা সাথ্‌—চলে পিয়ার।
কেয়া নেসেমে—আঁখিয়া ঢুলে—
কেয়া ঝম্ ঝম্—চুম চম্ পায়ের চলে,

কেয়া মিঠা মজ্‌গুল গুলকি বাস,
কেয়া দেলতর্‌ বহুত—পবন্‌কি শ্বাস,
মেরা আরজি—সম্‌ঝো যো কই হ্যায় দেলদার।
আব্‌ কেয়া জানে দোস্ত, দেল কেয়া মাঙে,
ওহো হো কাঁহা মেরি—ইয়ার॥

নবা। দোস্ত! তুমি এই মঞ্জিল কক্ষে অন্ধকার নিশা যাপন কর। আমরা এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করি।

দেল। আমি একলা থাক্‌তে পার্‌ব না, আমার বড় ভয় করে! আমার মহলে পৌঁছে দিতে আদেশ ক'রুন।

নবা। তাহ'লে আমাদের পশ্চাদনুসরণ কর।

(সকলের অগ্রে প্রস্থান)

দেল। (পশ্চাৎ টলিতে টলিতে গমন) একি বাবা! পা টল্‌ছে যে, কোন রকমে যেতেই হবে, নৈলে আজ আর বাঁচ্‌বার আশা নেই! উঃ দেহটায়—যেন আগুন জ্বল্‌ছে! জলে না ডুব্‌লে এ জ্বালা দূর হবে না! মানুষ সাধ ক'রে এ বিষ পান করে!

(টলিতে টলিতে প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

(নবাবপ্রাসাদের পুরোভাগের দ্বিতল চাঁদনি-নিম্নস্থ পরিখা)

দ্বিতলে—মম্‌তাজ, নিম্নে—সলিলগর্ভে দেলদার।

মম্‌। খোদা ! জগদীশ্বর ! মাতৃহারা অভাগিনী, তোমার পবিত্র চরণে জন্মাবধি কোন অপরাধ করেনি ! তার প্রতি কেন এত নির্ম্মম হ'লে দয়াময় ? প্রাণপতিকে হারিয়ে, বন্দিনীর ন্যায় জীবন ধারণ করার চেয়ে, মৃত্যু আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ! না না না ম'র্‌বো কেন? তাঁর জন্য দেওয়ানা সাজ্‌ব ! দেশে দেশে তাঁর অন্বেষণ ক'র্ব্ব ! (পরিক্রমণান্তে) কা'ল প্রভাতে আমায় নজরবন্দী হ'তে হবে, আর সময় পাব না, আজই এই শুভ মুহূর্ত্তে, এ পাপ পুরী ত্যাগ ক'র্ব্ব ! অনেক কষ্টে, এ পুরুষের বেশ সংগ্রহ ক'রেছি। এখন এক ভাবনা—কি উপায়ে নীচে নাব্‌বো ? (চিন্তা করিয়া) সদর মহলের প্রত্যেক দ্বারেই, সজাগ প্রহরী সকল পাহারা দিচ্ছে ; (চিন্তা করণ) (চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া) হ্যাঁ, মনে প'ড়েছে—নবাবের বাহির দরবারের জন্য—বস্ত্রাবাসের সহিত যে সমস্ত রজ্জুসেতু সংলগ্ন আছে, অগ্রে তারই একটি—কোন প্রকারে সংগ্রহ ক'রে আনি।

(প্রস্থান)

(নিম্নে সোপানোপরি টলিতে টলিতে দেলদারের প্রবেশ)

দেল। (স্বগত) উঃ প্রাণ যায়, কি জ্বলন! কি জ্বলন!! শিরাজী! না ফিরাজী! একি আমার সহ্য হয়, আকণ্ঠ পূরে বিষ খাইয়েছে, তার জ্বালায় দেহ আমার জ্বলে গেল! এ জ্বালা কিসে জুড়াবে যাই পরিখার জলে ডুব দিয়ে দেখি, তাতে যদি এ দুঃসহ অন্তর্দ্দাহের উপশম হয়। উঃ! আর পারি না—গাত্রদাহে প্রাণ—জল—জল ক'র্‌ছে। যাই পরিখার জলে অবগাহন করি। (জলে অবতরণ) আঃ! বাচ্‌লুম, প্রাণ জুড়িয়ে গেল; আঃ! আঃ!—

(রজ্জুসেতু হস্তে দ্বিতলে মম্‌তাজের প্রবেশ)

মম। খোদা—আমার বাসনা পূরণের সুযোগ ক'রে দিয়েছেন! যে জিনিষ পাবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেম, এই তা পেয়েছি, আর ভাবনা কিসের! আর বিলম্বে—প্রয়োজন নাই, এই অলিন্দগাত্রে রজ্জুসেতু সংলগ্ন ক'রে নিম্নে অবতরণ করি। (অলিন্দে রজ্জুসেতু বন্ধন করন)

দেল। (স্বগত) একি—এত রাত্রে দ্বিতলে কার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পাচ্ছি! একি বাবা! আবার সেই পেত্নীর দল নাকি? যাই হ'ক, চুপ ক'রে দেখা যাক!

মম্। পিতা! অভাগিনী কন্যা তোমার বংশের কলঙ্ক! আমার স্বর্গগতা জননীর অমর্য্যাদা ক'রে, পিতা হ'য়ে তুমি নিজ কন্যাকে—কন্যা ব'লে ভাব্‌তে ঘৃণা বোধ ক'রেছো! সে শেল আমার মর্ম্মে—মর্ম্মে বিদ্ধ হ'য়েছে! পিতা! পরম গুরু! দুঃখিনী কন্যার অপরাধ গ্রহণ ক'রোনা, বড় জ্বালায়,

সে আজ তোমার আশ্রয় ত্যাগ ক'র্‌ছে! মনে ভেব' পিতা—মম্‌তাজ কবরের কোলে চির নিদ্রায় অভিভূত হ'য়েছে,—তবে আর কেন!

(অলিন্দ ধরিয়া রজ্জুসেতুতে অবতরণ ও যুগপৎ সেতু ছিন্ন হইয়া নিম্ন-সলিলে পতন)

দেল। ইয়া আল্লা-বিসমোল্লা-একি! এযে একটা মানুষ দেখ্‌ছি, আগে একে জল থেকে তোলা যাক্। (দেলদার কর্ত্তৃক অতিকষ্টে মম্‌তাজকে সোপানোপরি উত্তোলন) একি! একি সর্ব্বনাশ! এযে দেখ্‌ছি, নবাবজাদী! কে কোথায় আছ, শীঘ্র এদিকে এস! সাহাজাদী বিপন্ন!

(জনৈক রক্ষীর প্রবেশ)

প্রহ। আরে তোম্ কোন্ হ্যায়? এত্‌না রাত্‌মে—কাহে চিল্লতা! আরে এ কেয়া নবাবজাদী? এ কেয়া—হাল হুয়া!

দেল। তুই জল্‌দি ক'রে—বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে—নবাবকে খবর দে। বল্‌বি—সাজাদি, জলে ঝাঁপ দিয়েছেন!

প্রহ। হাম যাতা—হাম যাতা—আরে আল্লা এ কেয়া হুয়া! এ কেয়া হুয়া!!

(ছুটিতে ছুটিতে প্রস্থান)

দেল। মা! মা! নবাবজাদি! কোন সাড়া শব্দ পাইনে যে! মা মম্‌তাজ! কেন তোমার আত্মহত্যায় মতি হ'ল মা! পিতার ভর্ৎসনায়, অভিমানিনী মা আমার, মরণের কোটে ছুটে গিয়েছ!

(রজনীর বেশে—নবাব—বেগম—মেহের— রক্ষী প্রভৃতির প্রবেশ)

নবা। (শশব্যস্তে) কি হ'য়েছে দোস্ত?

বেগ। একি মম্‌তাজ—না ? সর্ব্বনাশ ঘটেছে ! নবাবকুমারী আত্মহত্যা ক'রেছে !

নবা। তাই ত ! খোদা একি ক'র্‌লে ? মা—মা—অভিমানে শেষ প্রাণ

দেল। বন্দেগী নবাব সাহেব ! শিরাজি পানে, অন্তর্দাহে অন্য উপায় না দেখে, দেহের জ্বালা জুড়াতে—গোছলের জন্য এখানে এসে জলে নেমেছি, এমন সময়—দ্বিতলে, কার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলুম, তৎপরেই একটা মানুষ কতকটা রজ্জুর সহিত সশব্দে সলিলগর্ভে পতিত হ'ল। আমি ত্বরিত হ'স্তে তাকে জল থেকে উপরে তুলে, যা দেখ্‌লুম—তাতে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল ! তখুনি আমি রক্ষীর দ্বারায় আপনাকে খবর দিইছি !

নবা। প্রহরী ! ত্বরায় হকিমকে ডেকে আন।

প্রহ। যো হুকুম !

(সেলামান্তে প্রস্থান)

নবা। দোস্ত ! কন্যার জীবনের কোন আশা আছে কি ? (নাসিকায় হস্ত প্রদান) শ্বাসবায়ু অনুমান হয় না !—

দেল। জীবনের কোন আশঙ্কা নেই, তবে উচ্চস্থান হ'তে পতনে, কুমারী বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হ'য়ে সংজ্ঞাহীন হ'য়েছেন।

নবা। (হাঁটু গাড়িয়া) খোদা মালিক ! দয়া কর ! মা—বড় স্নেহের নন্দিনী আমার, অভাগিনীর জীবনের কোন অমঙ্গল ঘট্‌লে—এ অভাজন অনুতাপে জীবন হারাবে !!

(অকস্মাৎ ফকিরের প্রবেশ)

ফকি। খোদার নিকট নবাবের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

নবা। (পদতলে পড়িয়া) প্রভু! এসেছেন! দাস আজ দুর্ব্বুদ্ধির মোহে মহা বিপদে পতিত! প্রভু—আমার একমাত্র দুহিতা—জলমগ্ন হ'য়ে প্রাণ হারাতে—ব'সেছে! তাকে রক্ষা ক'র্‌বার—উপায় বিধান করুন দয়াময়!

ফকি। আমার বিশ্বাস—কুমারীর জীবনহানির আশঙ্কা নেই; যার সন্তান, সেই জীবনদাতা ভিন্ন অসময়ে—জীবন গ্রহণের সাধ্য, কার আছে? কুমারীর অবস্থা কিরূপ, একবার দেখি?

(নিকটে গিয়া মম্‌তাজের দেহ পরীক্ষা করণ)

জীবনীশক্তি অতি অল্পই অনুভূত হ'চ্ছে!

নবা। তবে কি অভাগিনীর—জীবন রক্ষা হবে না?

বেগ। ও মা! কি হবে মা! দোহাই প্রভু! কুমারীকে রক্ষা ক'রুন!

নবা। প্রভু! আমার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে আমি কন্যার জীবন ভিক্ষা করি।

ফকি। অধীর হওয়া অবোধের কার্য্য! দুনিয়ায় ঐ একটী জিনিষ! সর্ব্বস্ব প্রদানেও—দুষ্প্রাপ্য! আর এক কথা,—ফকির আমি, ধন দৌলতের প্রলোভন আমার নিকট—নিতান্ত অসার!

নবা। মার্জ্জনা ক'রুন প্রভু!, আমার মস্তিষ্ক বিকৃত! আমার অন্তরের

অবস্থা! মুখে বল্‌বার নয়, প্রভু! আপনাকে পেয়ে, আমার প্রাণে, কুমারীকে ফিরে পাবার আশা হ'য়েছে!

ফকি। কি ভুল বিশ্বাস! আমার সাধ্য কি যে, আমি কুমারীর জীবন রক্ষা করি! আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি—কাল পূর্ণ না হ'লে, অনলে, সলিলে, কিছুতেই জীবন যাবার নয়!

দেল। মুসাফির! আপনার কথার সত্যতা—মনে জ্ঞানে আমিই যথার্থ বুঝ্‌তে পেরেছি।

ফকি। তোমার নিজের কর্ম্মফলে—বিপদ্‌কে সাদরে আনয়ন ক'রেছ, কর্ম্মানুষ্ঠানকালে হিতাহিত-বিবেক—তোমার কোথায় ছিল? আত্মাভিমানে—ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত ক'রে, নিজ শক্তির অপব্যবহার ক'রেছ! সে সময়ে ভেবে দেখা—উচিত ছিল না কি, যে আমার এ কার্য্যের পরিণাম কি? বিপদে না প'ড়্‌লে—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব দেখা দেয় না। কিন্তু হায়—মোহ-মুগ্ধজীব! সেই মনুষ্যত্বকে সম্পদে বিপদে হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না!

নবা। প্রভু! সেবকের প্রতি কৃপা ক'রে, তার কন্যাকে রক্ষা করুন।

ফকি। (ঝুলি হইতে কতকগুলি লতাপাতা বাহির করিয়া মর্দ্দনান্তে কুমারীর নাসিকায় প্রদান) মেহেরবান—খোদা! তোমার অর্দ্ধমৃত সন্তানকে, তার সুস্থাবস্থা প্রদান কর। মা, উঠ—মা!

(হঠাৎ ফকিরের অন্তর্দ্ধান)

বেগ। এই যে মা আমার, কমল নয়ন প্রস্ফুটিত ক'রেছে!

মেহে। মম্‌তাজ! মম্‌তাজ! বহিন! (সকলে সোৎসাহে মম্‌তাজের নিকটে গমন)

নবা। জয় দয়াময়—খোদার জয়! জয় মুসাফির ফকিরের জয়!! (পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! প্রভু কোথায় গেলেন! প্রভু! আবার

অভাগা সন্তানকে ছলনা ক'র্‌লো ; বেগম! এস্থানে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। চল! সকলে পুরীমধ্যে গমন করি!—এস দোস্ত!

দেল। (গমন করিতে করিতে) এ অদ্ভুত শক্তিশালী মহাপুরুষ কে? কে ইনি নরদেহধারী—বিপদের পরম বন্ধু! মনুষ্য কি চেষ্টায়—দেবত্ব লাভ ক'র্ত্তে পারে? এই ত চাক্ষুষ দেখ্‌লুম্‌!!

চতুর্থ অঙ্ক।

—— ⁂ ——

প্রথম দৃশ্য।

বোগদাদ—বাইজীর বাটীর কক্ষ

ান ও মিনার উপবিষ্ট।

মির্জ্জা। তোমায় কি ক'রে বোঝাব? আমি তোমায় কত ভালবাসি, তুমি বুঝে দেখ—তোমাকে ভালবেসে, আমি সংসার ভুলে গেছি; এক দিকে তুমি, অন্যদিকে সংসার, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন। নিজের উচ্চবংশ-গৌরব—পদ-মর্য্যাদা—প্রাণের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা,—সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার প্রণয়ে আবদ্ধ হ'য়েছি! এতেও কি তোমার প্রাণে বিশ্বাস হয় না—আমি তোমায় ভালবাসি।

মিনা। কি জানি, কেন প্রাণ—সময়ে সময়ে হুতাশে কেঁদে উঠে! মনে হয়, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবে, তোমায় আর দেখ্‌তে পাব না।

মির্জ্জা। সে কথা—কেন মনে হয় জান? আমি এতদিনে তা বুঝ্‌তে পেরেছি; এ প্রণয়ের মধ্যে স্বার্থের অংশটা বড় অধিক, বর্ষার বারি-ধারার ন্যায়—অর্থ ব্যয় ক'রে, তবে তোমার প্রণয় লাভে সমথ হ'য়েছি!

সম্পদের—বিনিময়ে যে প্রণয়ের সৃষ্টি, তার স্থায়িত্ব আস্‌রফির উপরেই নির্ভর করে! যতক্ষণ আমার আস্‌রফির সচ্ছলতা থাকবে, ততক্ষণ তোমাতে—আমাতে সম্বন্ধ! তুমি ত নিজে স্বাধীনা নও!

মিনা। আমাকে তুমি সে অপরাধ দিও না, আমি ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, আমার নিতান্ত মন্দভাগ্য, তাই জননীর কুচক্রে প'ড়ে, আমায় এই অবস্থায়—এই জঘন্য স্থানে—বসবাস ক'র্‌তে হ'চ্ছে! তবে আমি কখন আমার জন্ম-রক্তের অমর্য্যাদা ক'র্‌বো না। এ আমার কঠোর প্রতিজ্ঞা! তোমাকে হৃদয় দান ক'রে—তোমার দাসী হওয়ার পূর্ব্বে, আমি কখন, অপর পুরুষের মুখ দর্শন করিনি, এই আমার প্রথম! এই আমার শেষ! তোমাকে আমি পতির ন্যায়, হৃদয়ে স্থান দিইছি, তোমার ইচ্ছার উপর আমার সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর ক'র্‌ছে, তদ্‌ভিন্ন আমার প্রাণে অন্য কোন আশা—আকাঙ্ক্ষার স্থান নেই!

মির্জ্জা। মিনার! তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করি না। কারণ বিজন গহনে—লোকচক্ষুর অগোচরেও সুন্দর ফুল ফুটে, সুবাস বিলায়; কিন্তু মিনার, আমার অবস্থা ক্রমশঃ হীন হ'য়ে আস্‌ছে! তোমার জননীর যেরূপ হৃদয়—তাতে যে আর বেশীদিন আমি, তোমার ভালবাসা উপভোগ ক'র্‌তে পারি, এমন ত আমার বিশ্বাস হয় না। মিনার! সত্যই তুমি বড় অভাগিনী; পথভ্রষ্ট না হ'লে, আজ তুমি কোন ভাগ্যবানের গৃহ আলো ক'রে—নিজেকে ভাগ্যবতী ব'লে জ্ঞান ক'র্‌তে!

মিনা। তোমায় পেয়ে—আমি সে দুঃখ বিস্মৃত হ'য়েছি, সামাজিক প্রথায় বিবাহ নাই হ'ক, মনে জ্ঞানে—তোমায় আমি, আমার পতি ব'লে বরণ ক'রে, তোমার গলায় মালা দিইছি, এ ক্ষেত্রে—ধর্ম্মবিশ্বাসে আমি তোমার পদাশ্রিতা—কৃপা ক'রে চরণপ্রান্তে স্থান দাও, মরণকালাবধি দাসীর ন্যায়, তোমার পদসেবা ক'র্‌ব। যদি ঘৃণা ক'রে বাঁদীকে পায়ে

ঠেল, তাহ'লে নিশ্চয় জেনো—জীবনের কলঙ্ক মোচনের জন্য কবরের স্নেহময় ক্রোড়ে—আনন্দে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব !

মির্জ্জা। মিনার ! পিয়ারে আমার, তোমার রূপ—গুণ—হৃদয়—অনুপমেয় ; তোমায় ভালবেসে, তোমাতে মগ্ন হয়ে—সুখী হব কিনা জানিনা, তথাপি তোমায়—ভালবেসেছি, বড় সুন্দর ব'লে ভালবেসেছি ! কি জানি—স্বার্থের নিদ্দয় পীড়নে—এ ভালবাসার পরিণাম কি ঘট্‌বে ?

মিনা। তুমি কিছু ভেব না মির্জ্জাসাহেব! আমায় অবিশ্বাস ক'রোনা, আমার জীবন থাক্‌তে, আমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হবে না ! কিরে আমিনা ?

(আমিনার প্রবেশ)

আমি। আমেদ সাহেব ও আনামুল্লা সাহেব বাইরে অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

মির্জ্জা। তাদের—এখানে আস্‌তে বল।

(সেলামান্তে আমিনার প্রস্থান)

মিনা। ওমরাহ সাহেব ! আমার একটী অনুরোধ রাখ্‌বে ?

মির্জ্জা। কি বলনা ?

মিনা। তোমার এই বন্ধুগুলিকে—যত সত্বর পার পরিত্যাগ কর।

মির্জ্জা। আমিও সে কথা ভেবেছি মিনার, তবে নিতান্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে—মুখে কিছু ব'ল্‌তে পার্‌ছিনা !

মিনা। এরা সব সুখের পায়রা ! তোমার যতদিন অর্থ আছে, ততদিন তোমার সাথে এদের দোস্তি ! যে দিন অর্থ ফুরিয়ে যাবে, পান ভোজনের অভাব হবে, তার পরদিন আর কাকেও দেখ্‌তে পাবে না।

মির্জ্জা। চুপ কর।

(আমেদ ও আনামুল্লাকে সাথে লইয়া আমিনার পুনঃ প্রবেশ)

আনা। ঠেলাম ঠাহেব! ঠেলাম বিডি!

আমে। আমা—মা—মা—র—ও—সে সে—সে—লাম!

মির্জ্জা। বন্দেগী! আরে এস ভাই, আনাম—আমেদ! তোমাদের আজ এত বিলম্ব হ'ল কেন?

আনা। ঠাহেব, আড্ আমাডের একটু ডেরি হে'য়ে গেঠে, অপরাড নিওনা ভাই ঠাহেব!

আমে। আ—আ—আ—আ—মা—মা—মারো—ডোডো—ডো—ডো ডো ঐ এক কথা।

মির্জ্জা। দাও গো আমিনা বিবি, আমেদ ভাইদের এক—এক পিয়ালা শিরাজি দাও।

আমি। বহুত আচ্ছা ভাই সাহেব! (উভয়কে শিরাজি দান)

আনা। (শিরাজি পান করিয়া) আড্‌গে বড্ড মিঠে ঠিরাডি ডেখ্‌ঠি, এমড ঠিরাডি আড—কঠন পেটে ডায়নি।

আমে। ডে—ডে—ডে—ডে—ডে এ শিরাজী কো—কো—কোথায় পে—পে—পেলেঁ—মি মি—মিঞা? আ—আ—আ—র্—র্ এক পি—পি—পিয়ালা আ—আ—দা—দা দাও।

আনা। আডে ভাই! মিড্ডা ঠাহেবেড্‌টো টাকাড—অভাড নেই, ভাড ডিনিঠ টাকা ঠাডলে অভাড কি? মিড্ডা সাহেড কি ডেঠে লোট!

মির্জ্জা। আমিনা! দাও—আবার শিরাজী দাও। যে রকমে হ'ক—আমোদ চাই! নেশা ছুটে যাচ্ছে! নেশা ভরপূর জমিয়ে রাখ! নেশা—নেশা—নেশা—খালি জমাট নেশা চাই! নেশা ছুট্‌লেই প্রাণে মারা যাব!

আমে। ডা—ডা—ডা—ডা—ডা—ডা—এ—এ—এ—

মির্জ্জা। মিনার! মিনার! তোমার একটি সুধাময় সঙ্গীত শুন্‌তে আমার বড় সাধ হ'চ্ছে। সে সাধ পূর্ণ কর পিয়ারী!

আনা। আমডাও বিবিডান্‌কে করডোডে অডুনয় কর্‌ঠি, ঠাহেবের কঠা রেঠে একটা গাঁন ঠুনিয়ে ডাও।

আমে।—আ আ—আ—মা—মা—মা—র। ও—ড-ড-ড—ঐ ক-ক কথা।

মিনা। আমি ত ভাল গান গাইতে জানি না। ওমরাহ সাহেবের—বাঁদীর প্রতি অশেষ কৃপা, তাই আমার গান শুন্‌তে এত সাধ হয়।

মির্জ্জা। আমার কাছে, তোমার সকলই সুন্দর, সবই মনোহর। গাও মিনার গাও!

মিনারের গীত।

ইয়া রহে ইয়া, গায়ব্‌সে ইয়া,
হাম্‌সে মুলাকাত রহে।
জান যাতি রহে, কেয়া গম্ হ্যায়,
মগর বাত্ রহে॥
নিদ্ আঁখ্‌মে ভরিও
যব মাই হুয়ি হ্যায় চিতয়ান্
সচ্‌তো বাতলাও মেরিজান্,
কাহা রাত রহে॥
নজাকে ওয়াখ্‌ত মুঝে
ছোড়্‌কি যাতেহ কাঁহা
জিন্দাগি ভর্ তু মেরিজান
মেরে সাথ রহে।

দেখিয়ে দেখিয়ে হর্‌দম্‌কো
লড়্‌না নেহি আচ্ছা
বাত্‌ তু কিজিয়ে যিস্‌মে, মুলাকাত রহে ॥

আমে। আহা-হা! বড় মিমি মি মিঠে—গা গা গান! কা, কা, কা, কানে ডে ডে-ডেন,ঠ—ঠ—ঠরবত, ঢে—ঢে—ঢেলে, ডি—ডি—ডিচ্ছে।

আনা। বড় মিটাটি গাঁড! এমড গাঁন আডি কঠন টুনিডি,—মিনাড বিডি,—আমাডে একটু গাঁন ঠেকাডে?

মির্জ্জা। ভাই সাহেবরা, আমার জান বড় বেএক্তার হ'য়ে প'ড়েছে, তোমরা সকলে আজ বিদেয় হও।

আনা। বেঠ—কঠা। আমডা এঠন ঘড় ডাই—ঠেলাম! ঠেলাম!

আমে। ঠে—ঠে—ঠে—লা-লা-লাম,—ঠে—ঠে—ঠে—লা-লাম।

মিনা। এস ভাই সকল, কিছু মনে ক'রো না।

মির্জ্জা। বন্দেগী ভাই সাহেবরা!

(উভয়ের প্রস্থান)

আঃ এতক্ষণে বাঁচ্‌লুম! এই যে মা আস্‌ছেন!

(মরিয়ন বিবির প্রবেশ)

মরি। ভাল আছ বাপ?

মিনা। এত রাত্রে মা, তুই কিজন্য হেথায় এসেছিস্‌?

মরি। গরজে প'ড়ে আস্‌তে হয় বেটী!

মিনা। রাত দুপুরে তোর আবার কি এমন—গরজ প'ড়্‌লো?

মরি। তুই থাম্‌ বেটী, তোর কাছে আমি জবাব দিহি ক'র্‌তে পারিনি।

মির্জ্জা। কি মা, প্রয়োজনটা কি? আপনি প্রকাশ করুন।

মরি। বাপ! আজ কা'ল ক'রে ত একমাস হ'য়ে গেল, আস্‌রফির ত নাম গন্ধ নেই, আমাদের চলে কিসে বাপ?

মিনা। মা! তুই বুঝি ওকথা ব'ল্‌বার আর সময় পেলিনি?

মরি। তুই থাম্ বেটী—আমি যাকে ব'ল্‌ছি, সে জবাব দেবে।

মির্জ্জা। সে কি কথা মা! এই যে সেদিন লাখ আস্‌রফি দিইছি। এরি মধ্যে সব ফুরিয়ে গেল? তাহ'লে ত আমি নাচার! আমি তিন চার মাসের মধ্যে, প্রায় সাত আট লাখ আস্‌রফি দিইছি। এতেও যদি তোমাদের অভাব না ঘোচে, তা হ'লে আমি কি ক'র্‌ব বল?

মরি। আঃ ভারি দিয়েছ। অমন দেওয়া ঢের লোক দেয়! আজ কা'ল আমার মিনারের জন্যে বড় বড় নবাব বাদসা পর্য্যন্ত রোকা পাঠাচ্ছে।

মির্জ্জা। তবে সে সুযোগ পরিত্যাগ ক'র্‌ছেন কেন?

মরি। তোমার জন্যে! ধর্ম্মের মুখ চেয়ে এতদিন দেখ্‌লুম, এখন বুঝ্‌লুম—তোমার আর ক্ষমতা নেই—এখন কাজেই অন্য পথ দেখ্‌তে হবে।

মির্জ্জা। একি ব'ল্‌ছেন বিবি? আমি যে একটা নবাবের যোগ্য সম্পদ এনে—মিনারকে ঢেলে দিইছি। তাতেও আপনাদের পরিতৃপ্তি হ'ল না! (স্বগত) একি ভয়ানক স্থান? আমি এ কোথায় এসেছি! সুধাভ্রমে প্রাণপূরে বিষ খেয়েছি! বিষধরী ফণিনীকে বক্ষে ধারণ ক'রেছি! কি ভুলে ডুবে—কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

মিনা। মা, তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস্? ওমরাহ সাহেব কৃপা ক'রে—যে সম্পদ আমায় অর্পণ ক'রেছেন—তাতে সাত পুরুষ নবাবী হালে চ'লে যেতে পারে। আবার তুই আস্‌রফির কথা নিয়ে সাহেবকে বিরক্ত ক'র্‌তে এসেছিস্?

মরি। তোর যে দেখ্‌ছি আজ কা'ল বড় লম্বা লম্বা কথা হ'য়েছে, তুই

চুপ ক'রে থাক্। তোর পরামর্শ নিয়ে ত আমি কাজ ক'র্‌বনা, আমার ইচ্ছামত আমি ব'ল্‌ব! তুই আমার বেটী বই, আমি তোর বেটী নই!

মিনা। তোর ইচ্ছামত তুই ব'ল্‌তে পারিস্ যখন—তখন, আমিও আমার ইচ্ছামত ব'ল্‌ব।

মরি। থাম্ পাজী বেটী! সাহেব! যদি আর আস্‌রফি আন্‌তে না পার, তাহ'লে, অন্য আমীর ওমরাদের চেষ্টা দেখ্‌তে হয়! বেটীর আমার বয়েস বাড়্‌ছে বই ক'ম্‌ছে না—ধর্ম্মের খাতিরে এতদিন চুপ ক'রেছিলুম।

মির্জ্জা। ধর্ম্মের কথা আপনার মুখে শোভা পায় না, আর—হেথায় ধর্ম্ম কোথায়? এ চরম অধর্ম্মের বীভৎস রৌরব! উঃ—কি ক'রেছি! কি ক'রেছি!!

মিনা। তুই বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'র্‌লি দেখ্‌ছি?

মরি। তা যাই হ'ক। একটা উত্তর দাও বাপু! আমার দাঁড়াতে বড় কষ্ট হ'চ্ছে।

মিনা। সাহেব কিসের উত্তর দেবে? উত্তর, তুই আমার কাছে শুনিস্; এখন এখান থেকে বিদেয় হ'।

মরি। দেখ্ বেটী! বেশী বাড় ভাল নয়। বল বাপু! আমার কথার জবাব কি?

মির্জ্জা। আমি কি জবাব দেব? জবাব দেবার শক্তি আর আমার নেই। আর আমি ত—অতি তুচ্ছ কথা, স্বয়ং খোদা এসে তাঁর তোষাখানা খুলে দিয়ে, আপনার অর্থলালসা মেটাতে পারেন কি না সন্দেহ? আজ দেখ্‌ছি—স্বর্গ-নরক দুনিয়াতেই আছে। আমার কথার উত্তরের অপেক্ষা ক'র্‌বেন না, আপনার অভিরুচি অনুযায়ী কার্য্য ক'র্‌তে পারেন।

মরি। তাহ'লে বাপু—তুমি আজ থেকে আমার বাটীতে আর এসো না।

মিনা। মা! তুই কি ব'ল্‌ছিস্? তুই কি সত্যই পাগল হ'য়েছিস্? দেখ্ আমি তোকে ভাল কথায় ব'লছি, এখান থেকে চ'লে যা, নইলে আমি গলায় ছুরি দেব।

মির্জ্জা। মিনার, আজ আমি চ'ল্লুম, তোমার মায়ের প্রকৃতি দেখে, সহজ মানুষ ব'লে বোধ ক'র্‌তে পার্‌ছিনা! কাল আর একবার আমি তোমায় দেখা দেব, আর বোধ হয়, সেই দেখাই শেষ দেখা হবে। তুমি আপন কর্ত্তব্য স্থির ক'রে রেখো।

মিনা। (হাত ধরিয়া) আমি তোমায় যেতে দেব না, তুমি আমার উপর রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ?

মির্জ্জা। মিনার! খোদার কৃপায়—আবার আমি—আমায় দেখ্‌তে পেয়েছি! মন বড়ই উত্তেজিত, এখন বাধা দিও না, স্বীকার ক'রে যাচ্ছি—কাল দেখা ক'র্‌ব।

মরি। তাহ'লে সাহেব, আর লাখ আস্‌রফি নিয়ে এস।

মিনা। বেটী! তোর নিহাত মরণ ঘুনিয়েছে দেখ্‌ছি?

মির্জ্জা। ওঁকে কেন গাল দিচ্ছ? এ মন্দিরের উনিই উপযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর এ দেবীর উপাসনার এইরূপই ব্যবস্থা! উপাসক এ পূজার—জবাইয়ের পশু। দেবী! এ দেহে শোণিতের অভাব! তুমি আর একটী শোণিতাক্ত নরপশুর অনুসন্ধান কর; মিনার! কাল দেখা হবে। শিক্ষাদাত্রী! বহুত বহুত সেলাম।

(মির্জ্জানের প্রস্থান)

মিনা। হ্যাঁরে বেটী, তুই মনে মনে কি ভেবেছিস্—বল্ দিকিন্?

মরি। কেন, কি ভাব্‌বো? তোর যে আজ কাল বড় জোর জোর কথা-

যাত্রা শুন্‌ছি , তুই মনে ক'রেছিস্ কি ? খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টা ক'র্‌লুম, এখন মানুষের মত হ'য়ে বুঝি আমায় আর মান্‌তে চাস্‌নি ?

মিনা। মা ! আগে ভাব্‌তুম্—তুমি দুঃখে প'ড়ে বুঝি এই জঘন্য স্থানে এসে বাস ক'রেছ ! এখন দেখ্‌ছি—আমার সে ধারণা নিতান্ত ভুল ! তুমি মা—গর্ভধারিণী জননী ! কিন্তু তোমার আচরণের কথা মনে হ'লে, তোমায় মা ব'ল্‌তেও ঘৃণা হয় ! সত্য মা ! যা ক'রেছ,—তার আর সংশোধনের উপায় নাই। অতঃপর আর তুমি—আমাকে নিয়ে, ঘৃণ্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের কথা মনে স্থান দিও না ! তুমি স্বপ্নেও মনে ভেবোনা যে—আমি পাঁচজনের বিলাসের সহচরী হ'য়ে, জীবন-ধারণ ক'র্‌ব। তোমার পূর্ব্ব কথা মনে হ'লে, দুঃখে ক্ষোভে—আমার আত্মহত্যার সাধ হয়। মা, সত্যই তুমি বড় অভাগিনী ! মা—আমার উপর আর অন্যায় অত্যাচারে উদ্যত হয়ো না—তা হ'লে তুমি আমায় আর দেখ্‌তে পাবে না। খোদার চরণে প্রার্থনা করি—তিনি তোমায় সুমতি দিন্ !

(বেগে প্রস্থান)

মরি। বটে—বটে—বটে ! এতদূর হ'য়েছে ? বেটা ত আচ্ছা যাদুকর দেখ্‌ছি ? আর কিছুদিন হ'লে ত, একেবারে ঘরের বা'র ক'রেছিল ! মর বেটী ! তুই আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছিস্। আচ্ছা দেখ্— তোকে কুত্তার মত উঠ্‌ বস্ করাতে পারি কি না ? আঃ—মর্ বেটী, আমি গেলাম তোর ভালর চেষ্টায়, তুই বুঝ্‌লি মন্দ ! আমায় তুই চিন্‌তে পারিস্ নি ? যে—আমি কে, আমার কি শক্তি ! তোর দর্প চূর্ণ ক'রে, তোকে কুত্তা বানিয়ে ছাড়্‌ব, তবে আমি বাপ্‌কো বেটী ! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

বোগদাদ ওমারহযাদার প্রাসাদস্থ সজ্জিত কক্ষ।

মির্জ্জান।

মির্জ্জা। (পদচারণা করিতে করিতে) হা ঈশ্বর! এ আমার কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে! কি ছিলুম, কি হলুম! এখন আমায় এ কি অবস্থায় দাঁড় করিয়েছ? নিজের শোচনীয় পরিণামের কথা ভাব্‌তে পারি না! যে উচ্চ আশায় গুরুতর কার্য্যভার মস্তকে নিয়ে বোগদাদ এসেছিলুম, তার ত কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লুম না। অসার মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে—সে বিষয়ের চিন্তাকেও যে এক দিনের জন্যেও হৃদয়ে স্থান দিই নি! আমি কতদূর অকৃতজ্ঞ নরাধম! যে জীবনদাতা নবাব অসীম বিশ্বাসে, আমীরের ন্যায় অবস্থাবান্ ক'রে, তাঁর ইঙ্গিত কার্য্যে আমাকে বোগদাদে পাঠিয়েছিলেন, আমি সঙ্গদোষে সে উচ্চ কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়ে, সুরার মোহে বারনারী-প্রেমে মত্ত হয়ে—অমূল্য সময়,অতিবাহিত ক'রেছি—ভুলেও একবার মনে ক'রিনি যে, আমি কে? কি কার্য্যে এসেছি? কি কার্য্যে মেতেছি? হায়—হায়—হায়! আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে! আমার জ্ঞান, গর্ব্ব, মনুষত্ব সবই বিসর্জ্জন দিয়েছি! আজ মনে প'ড়্‌ছে, সেই সংসারজ্ঞানবিহীনা সৌন্দর্য্যশালিনী পবিত্রা বালিকার কথা, যে আমায় তার সর্ব্বস্ব ভেবে—আমার স্মৃতি নিয়ে, সরল বিশ্বাসে পথপানে চেয়ে আছে—তার সেই পবিত্র প্রণয়, পশুর ন্যায় পদদলিত ক'রে, বিশ্বাসঘাতক আমি—প্রথমে বারনারীতে

অনুরক্ত হ'য়েছি,—তার পর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অর্থাভাবে এক বণিক্‌কন্যার পাণিগ্রহণ ক'রেছি। কি মহামোহঘোরে আমি পতিত হ'য়েছিলেম! আমার কার্য্যের কি কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে? মা বসুন্ধরে! আর কেন মা! এ মহাপাতকীকে তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও মা! আর জীবনে সাধ নাই!

(আনামুল্লার প্রবেশ)

আনা। কি বনদু! টুপ কডে বঠে আঠ ডে? ওডিটে ডে ঠর্ব্বনাট হ'য়েঠে।

মির্জ্জা। বন্ধু! মার্জ্জনা কর—আমার মানসিক অবস্থা বড় ভয়ানক, আমি আর কোথাও যাব না।

আনা। ঠে কি মিঞা! এট টাকা ঠেটে শেঠ ঠকে ডেলে? বাইডি-ঠাহেব ডে আড এটটা নূটন ঠাহেবকে নিডে আমোড আহ্লাট কঠডে।

মির্জ্জা। উত্তম সংবাদ—তাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই, আমি আর সেথায় যাব না।

আনা। টাও কি কঠন হয় মিঞা, আড না ডাও, আড টোমায় একবাড ডেঠে হবে। আড বাইডি টো টোমায় খুব ভালবাঠে, টার মা মাডি বড্ড পাডি।

। মিঞা সাহেব! তোমাদের সহবাসে প'ড়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি, আর আমাকে প্রলোভিত কর্ব্বার চেষ্টা ক'রো না। আমার সব গিয়েছে, সব হারিয়েছি! আমি আজ দুনিয়ায় বড় দীন—বড় নিঃসম্বল! তোমরা কৃপা ক'রে আমায় পরিত্যাগ কর। আর আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্‌ো না।

আনা। কি বল্‌ঠ বন্‌টু! টুমি এট বড় আমীড! তোমাড আবাড ঠব গিয়েঠে কি বন্‌টু?

মির্জ্জা। দীন প্রজার বহুকষ্টার্জ্জিত রাশি রাশি অর্থ—যে অর্থে ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমার কোন অধিকার নেই—অপরের কার্য্যের জন্য যে অর্থ-রাশি আমার নিকট গচ্ছিত হ'য়েছিল, সেই অর্থের আমি যথেচ্ছ অপ-ব্যবহার ক'রেছি। জগতে পুরুষ-হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, জীবনের মহার্ঘ সম্বল, নিজের চরিত্র রত্ন—সে রত্ন আমি হেলায় হারিয়েছি! এত-দিন আমি নরকের অন্ধকারে ডুবেছিলুম, আজ আমি নিজেকে খুঁজে পেয়ে—নিজের চরম অবস্থা দেখ্‌তে পেয়েছি। আর আমি তোমাদের সাথে মিশ্‌ব না। যাও—পালাও—এ উন্মাদের কাছে আর এক তিলও অবস্থান ক'রো না।

আনা। আটটা আমডা আড আডবো না—টবে আড আমাড একটা শেঠ অনুডোট রট্‌টা কডুন। আডি আপনাড ডন্যে এট বোটল ভাণ্ড শিরাডি এনেঠি, ডয়া কডে একটু থাডি পাঁড কডুন।

মির্জ্জা। প্রতিজ্ঞা কর—আর তোমরা আমার সহিত সাক্ষাৎ ক'র্ব্বে না!

আনা। প্রটিজ্ঞা কট্‌টি—আড টোমাড কাঠে আট্‌বো না।

মির্জ্জা। তবে দাও—শিরাজি দাও, তোমার কথা রেখে আর একবার বিষ পান করি। (শিরাজি পান)

আনা। এ বড আটটা ঠিরাডি, আমাড ঠাডির ঠমণ্ডে—এই ঠিরাডি ঠও গাড পেয়েঠি। আমি আপনাটে বড ভাডবাডি। টাই আপনাড ডন্যে,—নিয়ে এঠেঠি।

মির্জ্জা। ভুল্‌তে চাই! ভুল্‌তে চাই!—তুনিয়াকে ভুল্‌তে চাই! নিজেকে ভুল্‌তে চাই!! এ জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে চাই!!!

আনা। কি আবোড তাবোড বকঠেন. আমিট কিঠুই বুঠ্টে পার্ঠি না।

মির্জ্জা। তুমি কি বুঝ্বে? তুমি কি আমার ন্যায় অবস্থায় কখন পতিত হ'য়েছ? বিপুল সংসারে, আমার মত ভাগ্যের উত্থান পতনের অপরিজ্ঞেয় ফলভোগে, আর কেউ কখন বাধ্য হ'য়েছ কি?

আনা। বনডু! মিনাড বিডি আমাড ডেটি ডেটে বড্ড ভাব্ডে। আপনি কি ঠাড কাঠে একডম ডাবেন না?

মির্জ্জা। আবার ঐ কথা! আবার ঐ নাম! যে পাপিষ্ঠার কুহকে প'ড়ে তুনিয়ার কল্পনাতীত সুখ সৌভাগ্য—অপার্থিব প্রণয়সম্পদ—এমন কি, নিজের জীবন পর্য্যন্ত—হারাতে ব'সেছি, আবার তার কথা! আর ও কথা মুখে এনো না। মিঞা, দাও—আবার আমায় পানীয় দাও। অন্তরে প্রবল তুফান উঠেছে। দাও—আবার শিরাজি দাও।

আনা। এইট টাই, এটে আপনাড টব ভাডনা ডূট হ'য়ে ডাবে। আড ডটি রাড না কডেন টাহ'ডে একটা কঠা বডি—ঠে কাড কড্ডে প্রাডে বেডায় ফুরটি পাডেন।

মির্জ্জা। কি কাজ! কি কাজ! কি কাজ ক'র্ব্ব? বলো—কি ক'র্লে আমার অন্তরের প্রজ্বলিত চিতানল নির্ব্বাপিত হ'বে।

আনা। আমাড ঠঙ্গে একবাড বেডাটে টডুন, টাহ'ড়ে ঠব অঠুড ভাড হ'য়ে ডাবে।

মির্জ্জা। বেড়াতে ব'ল্ছ? কোথায় যাব! লোকসমাজে কেমন ক'রে মুখ দেখাবো—আর বেড়াবার স্থান কোথায়? মেদিনীর বুকে আমার আর স্থান নেই।

আনা। এই নডীর ধাডে, পাহাডের উপড—টলুড না একটু বেডিয়ে আঠি।

মির্জ্জা। জীবনের পথে, নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে চ'লে আস্ছি—আর চ'ল্তে পারি নি।

আনা। আপড়ি এটবাড আটুন ডেটি। বাইডে গেডে আপনাড অঠুড ডড়ি ভাড না হয়, টাহ’ডে আমাড কাঁড মডে ডেবেন।

মির্জ্জা। তুমি একান্তই ছাড়্‌বে না—চল—কোথায় নিয়ে যাবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মুনিয়ানাম্নী জনৈক বাঁদীর সহিত কোহিনুরের প্রবেশ)

কহি। এতদিন আমার সাদি হ’য়েছে, এখন পর্য্যন্তও স্বামীকে আমি চিন্‌তে পার্‌লুম না। বাপের বাড়ীতে লোক পাঠিয়ে আমায় আনালে, কিন্তু কই—একদিনও ত কাছে এসে দুদণ্ড কথা কইতে দেখলুম না। রাত হ’লেই ত কোথায় বেরিয়ে যায়। পরদিন যখন দেখা হয়, তখন শিরাজীতে চক্ষু লাল, কোন রকমে আমায় প্রবোধ দিয়ে পালাতে পার্‌লে হয়—এ কি ভাব? আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি না! পিতা আমার—ভাল ক’রে না জেনে শুনে, কার সঙ্গে সাদি দিয়েছেন? এ কে?

মুনি। হ্যাঁ বিবি, আমিও আজ পর্য্যন্ত তোমার স্বোয়ামীকে বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। কেবল দেখ্‌তে পাই, সমস্ত দিন ইয়ার বন্ধুর জটলা, আর শিরাজী খানার শ্রাদ্ধ। সন্ধ্যাটী হ’ল—বাড়ী থেকে বেরুল। আমার বোধ হয়, সহরের কোন বাইজীর খপ্পরে প’ড়েছে।

কহি। তুই সে কথা কি ক’রে জান্‌লি?

মুনি। এই চ’ল্‌তে ফির্‌তে—কথাটা বার্ত্তাটা কানে আসে বই কি!

কহি। কই সে কথা ত এর পূর্ব্বে আমায় কখন বলিস্ নি?

মুনি। ভাল ক’রে না জেনে শুনে—এক জনের নামে কি একটা বদনামি করা যায়?

কহি। কা’ল তোকে একটা কাজ ক’র্‌তে হ’বে।

মুনি। কি কাজ বিবি—কি কাজ? তোমার সুখের জন্যে আমি সব ক'র্‌তে পারি।

কহি। কা'ল যখন সাহেব বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে—তুই তার পেছু নিয়ে দেখে আস্‌বি যে, কোথায় যায়;—পার্‌বি নি?

মুনি। খুব পার্‌ব! তোমার দুঃখ দেখে আমার কি কম কষ্ট হয়? আহা! তুমি কত সুখেই ছিলে, আর কি দুঃখের মধ্যেই প'ড়েছ!

কহি। পিতার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমার সমস্ত জীবনের সুখ নষ্ট হ'য়েছে। যার সাথে আমার ছেলে বেলা থেকে দোস্তি হ'য়েছিল,—গরীব ব'লে পিতা আমার—তার সাথে সাদি দিলে না। ভাল ক'রে না জেনে শুনে, বাইরের জাঁক জমকে ভুলে—এক বিদেশীর হাতে আমাকে অর্পণ ক'র্‌লে। পিতা পিতার কি বিবেচনা! তাঁদের কি একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত ছিল না?

মুনি। আর দেখ বিবি! তোমার স্বোয়ামীর কাজ কর্ম্ম দেখ্‌লে; কেমন সন্দেহ জন্মায়। সদাই দেখ্‌তে পাই—একলা ব'সে কি ভাবে, আপনা আপনি কি বক্‌তে সুরু করে। মিঞা সাহেবের স্বভাব চরিত্তির দেখে, আমার যেন ভাল্‌ বোধ হয় না,—আর এই বাড়ীটার সাজ গোজ দেখ্‌লে মনে হয় যেন, সব ভাড়া করা, এতে ত্‌ কোন—জালিয়তী কাণ্ড নেই?

কহি। (চোখ মুছিতে মুছিতে) আমার যেমন বরাত, তেমনি—হ'য়েছে।

মুনি। ছি—ছি বিবি, কেঁদনা—কান্নাকাটীর দরকার কি—আগে ভাল ক'রে দেখি—বুঝি,—তারপর উপায় করা যাবে। আমি থাক্‌তে—বিবি, তোমার কোন কষ্ট হবে না!

কহি। মনিয়া! তুই আমার একমাত্র বল—ভরসা, দেখিস মা! আমি

যেন অকূলে না ভেসে যাই! আমার এই রূপ—এই যৌবন—প্রাণে কত সাধ—আশা—যেন বিফলে না যায়! বাপ মায়ের কার্য্য শেষ হ'য়েছে, এখন আমি—আর আমার নসীব।

মুনি। বিবি! তোমায় বেশী ব'লতে হ'বে না। আমি তোমায়, হাতে গ'ড়ে মানুষ ক'রেছি। আমার আর কেউ নেই। তোমার উপর আমার বড় মায়া, আমার জান থাকৃতে—তোমায় দুঃখে প'ড়তে দেব না।

কহি। দেখ মনিয়া! যাকে আমি ভাল বেসেছি, তাকে না দেখে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারব না। একে ত পিতা মাতা, আমার একান্ত অনিচ্ছায়, একজন বিদেশী মদ্যপায়ীর সহিত আমার বিবাহ দিয়েছেন—তার উপরে আমার সেই প্রাণের দোস্তের অদর্শনে আমার প্রাণ দিবানিশি হুহু ক'র্‌ছে। মা! তুই যদি আমার কোন উপায় না ক'রিস, তাহ'লে আমি ম'রে যাব। আহা! সে আমায় আজ ক'দিন না দেখতে পেয়ে, পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

মুনি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না বিবি! আর দু চার দিন অপেক্ষা কর—আমি লোকটার ভাব গতিক ভাল ক'রে দেখি! একটা কিছু বিশেষ গলদ জেনে, সওদাগরের কাছে গিয়ে ব'লে—এ সাদি রদ ক'রে—তোমার প্রাণের দোস্তের সাথে সাদি দোয়াব—তবে আমি ছাড়ব।

কহি। মা! তুই ভিন্ন আমার আর দুঃখ বুঝবার কেউ নেই!

মুনি। বিবি! তুমি যদি তোমার মনের মানুষকে পাও, তাহ'লে আমায় কি বক্‌শিষ দেবে?

কহি। তুই মা—যা চা'স, আমি তোকে তাই দেবো।

মুনি। আমিও বিবি, হাতী ঘোড়া কিছু চাইনি,—আমি একছড়া গলার হার চাই।

কহি। ভাল, তাই দেবো,—মা! আমায় রক্ষা কর মা, আমি আজ ক'দিন

তাকে না দেখে, একেবারে অস্থির হ'য়ে প'ড়েছি। খানায় রুচি নেই, পোষাকে ইচ্ছা নেই, চোখে ঘুম নেই, দেহ আমার জ্বলে পুড়ে খাগ হ'য়ে যাচ্ছে!

মুনি। বিবি, সাবধান! খুব সাম্‌লে চ'লো, মনের ভুলে আর কাউকে যেন মনের কথা ব'লে ফেলো না, বা ভাবভঙ্গিতেও জান্‌তে দি'ও না। তোমার স্বোয়ামী যেন কোন বিষয়ে তোমায়—কোনরূপ সন্দেহ না করে; এখন আমরা তার আয়ত্তের মধ্যে, সাহেব যদি কোন বিষয় জান্‌তে পারে—তাহ'লে আর বিপদের সীমা থাকবে না।

কহি। সে কথা তোমায় আমাকে শেখাতে হবে না মুনিয়া! সে বিষয়ে আমি অতি সতর্ক। আমার বাহিরের চেহারা দেখে, আমার মনের ভাব কি কেউ বুঝ্‌তে পারে? এই ত তুমি এতদিন ধ'রে, আমায় হাতে ক'রে মানুষ ক'রেছ—তুমি পূর্ব্বে আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছিলে কি?

মুনি। না বিবি!—না, তা কিছু বুঝ্‌তে পারিনি? তুমি বিবি—খুব সেয়ানা—বিবি! রাত অধিক হ'য়েছে, চল অন্দরে যাই।

কহি। মুনিয়া! এখানে আর অধিক রাত থাকা ভাল নয়। গৃহস্বামী মাতাল—ইয়ারবর্গও মাতাল। কি জানি, কে কখন এসে উপস্থিত হয়! চল্‌ মুনিয়া, আমরা ভিতরে যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বাইজীর বাটী—কক্ষ।

মিনার ও মির্জ্জান।

—:*:—

মির্জ্জা। আমায় ক্ষমা কর মিনার! আমি আর হেথায় অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ছিনা, আমার নিতান্ত অনিচ্ছায়—কেবলমাত্র সেই শঠ—অনামের প্ররোচনায়—এ পথে এসেছিলেম! তুমি নিজে—অগ্রসর হ'য়ে আমায় অনুরোধ করাতে, আমি দু-দণ্ডের জন্য তোমাদের বাটীতে এসেছিলেম—আর কেন, আমায় বাধা দাও, আমি বিদায় হই।

মিনা। মির্জ্জান! তোমার পায়ে ধ'রে—এত কাঁদলেম, তোমার অন্তরে একবিন্দু করুণার উদ্রেক হ'ল না, এই কি তোমার ভালবাসা! একজন নিরপরাধিনীকে বিনাদোষে ত্যাগ ক'রে যেতে তোমার একটুও প্রাণ কাঁদ্‌ছেনা? তোমার মনে যদি এই ছিল, তবে আমায় মজিয়েছিলে কেন? আমায় আশা দিয়ে, শেষ দুঃখের পাথারে ভাসিয়ে দিচ্ছ? আমি এখন কোথায় দাঁড়াব? কেমন ক'রে জীবন ধারণ ক'র্‌ব?

মির্জ্জা। স্বেচ্ছায় জীবনের গতি যে পথে ধাবিত ক'রেছ, মহা সুখস্থান ভেবে—নরকাভ্যন্তরে সে জীবনকে সীমাবদ্ধ ক'রেছ! সেই নরকরূপী বিলাসভূমিই—এক্ষণে তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান!

মিনা। মির্জ্জান! তুমি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমি—তোমায় হারিয়ে কার মুখ চেয়ে, জীবন ধারণ ক'র্‌ব!

মির্জ্জা। মিনার! দুনিয়ায় মুখ চাইবার—মহাজনের অভাব হবে না! যত দিন তোমার সৌন্দর্য্য সৌরভ বর্ত্তমান থাক্‌বে, ততদিন, বিলাসীজনের তৃষিত নয়ন সাগ্রহে—তোমার পানে চেয়ে থাক্‌বে, তোমার কৃপালাভ আশে কত শত—আমীর ওমরাহের শিরস্ত্রাণ, তোমার চরণতলে লুণ্ঠিত হবে! আজ আমি যাব, কাল সহস্র "আমিতে" আমার স্থান পূর্ণ ক'র্‌বে! ভাবনা চিন্তার কোন কারণ নেই। এ তরঙ্গ মনমধ্যে অধিকক্ষণ স্থান পাবে না, তরঙ্গের পর নূতন তরঙ্গে—প্রাণে নবীন সুখ সাধের সৃষ্টি ক'রে দেবে। এ পুরাতন স্বপ্ন আর তখন মনে থাক্‌বে না।

মিনা। উঃ। পুরুষের প্রাণ কি কঠিন, কি নিষ্ঠুর! একদিন পূর্ব্বে যে আমা বই জান্‌ত না, সে স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁকে বিনাদোষে পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছে! এতটা কি ধর্ম্মে সইবে? খোদার রাজ্যে কি বিচার নেই?

(অন্য কক্ষ হইতে জনৈক আমীরের টলিতে টলিতে প্রবেশ)

আমী। কি বিবিসাহেব! আর কতক্ষণ ব'সে থাক্‌ব? শিরাজী—আর তোমার রূপের নেশায়—যে আমায় পাগল ক'রে তুলেছে—কৃপা কর বিবি, অভাজনকে বধ ক'রো না! একবার আমায় তোমার পাশে ব'স্‌তে দাও।

মিনা। একি? কে তুমি? বিনা অনুমতিতে আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রেছ?

মির্জ্জা। একি দেখ্‌ছি! এরি মধ্যে এতদূর হ'য়েছে! উত্তম! অতি উত্তম!! অতি উত্তম!!!

আমী। বিবিজান! পরিচিত হওয়ার সুযোগ এখনও উপস্থিত হয়নি,—সবে মাত্র দশ হাজার আস্‌রফি নজরাণা দিয়ে দুর্গমধ্যে প্রবেশ ক'র্ত্তে পেরেছি।

মিনা। কে তোমার নজরাণা গ্রহণ ক'রে—আমার সম্পূর্ণ অমতে আমার বাটীতে প্রবেশ ক'র্‌তে দিয়েছে?

আমী। বিবিজানের গর্ভধারিণী জননী! তিনি কৃপা ক'রে চক্‌চকে রগ্‌রগে, দশটী হাজার আস্‌রফি গুণে নিয়েছেন—তবে আমায় বাটীতে আস্‌তে হুকুম দিয়েছেন! তাঁর হুকুম না পেলে কি, আমার—আপনার সম্মুখে—উপস্থিত হওয়ার সাধ্য ছিল?

মিনা। মিঞা সাহেব! তুমি তোমার আস্‌রফি ফিরিয়ে নিয়ে—এখুনি আমার বাড়ী থেকে—বেরিয়ে যাও!

মির্জ্জা। কেন মিনার! ভদ্রলোকের সহিত অসদ্ব্যবহার ক'র্‌ছ? আর কেন! তুমি তোমার পথ বেছে নিয়েছ, তোমাদের জাতের উপযুক্ত কার্য্যই ক'রেছ; আর বৃথা ছলনার আবশ্যক কি?

আমী। ওসমান! কে বাবা তুমি, আমার সুখের পথের কণ্টক।

মির্জ্জা। সাহেব, আপন জিহ্বাকে সংযত করুন, আমার সহিত বাক্যালাপে, আপনার কোন অধিকার নেই।

আমী। তুমিইত বাবা—আমার প্রণয়ের ওসমান হ'য়ে দাঁড়িয়েছ।

মিনা। তুমি কি রকম ভদ্রলোক? আমার কথা অবহেলা ক'রে—কোন্ সাহসে এখনও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে—অনধিকারচর্চ্চায় নিজের জঘন্য হৃদয়ের পরিচয় প্রদান ক'র্‌ছ! তোমায় ভাল কথায় ব'ল্‌ছি—এখনও আমার মহল ত্যাগ ক'রে চ'লে যাও, নতুবা আমি কোতোয়ালীতে খবর দেব!

(মিনারের মাতা মরিয়নবিবির প্রবেশ)

মার। কি—হ'য়েছে কি? এত গোলযোগ কিসের?

মিনা। মা! তুমি আমার বিনা আদেশে, একজন অপরিচিত লোককে

আমার বাটীতে আস্‌তে দিয়েছ কেন ? আর আস্‌রফিই বা নিয়েছ কেন ?

মরি। বেশ ক'রেছি—তোমার হুকুম নিয়ে, আমায় কাজ ক'র্‌তে হবে নাকি ?

মিনা। নিশ্চয়! মা—তোমায় পূর্ব্বে সাবধান ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও—তুমি আমার সে কথা উপেক্ষা ক'রে, অর্থলালসায় নিজের নীচত্বের পরিচয় দিয়ে, আমার অজ্ঞাতে—একজন অপরিচিত লম্পটকে আমার ঘরে পাঠিয়েছ। কেন তুমি আমার উপর এমন অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছ ? মা ব'লে মাতৃসম্মান রক্ষার্থে, আমি তোমার অনেক অত্যাচার বরদাস্ত ক'রেছি, কিন্তু তুমি নিজের আত্মসম্মান—জননীর মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌লে না! খোদা জানেন—আমার কোন অপরাধ নেই। তুমি তোমার লোককে নিয়ে, এখুনি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও! নচেৎ কল্য প্রাতেই আমি সম্রাট্‌ দরবারে, তোমার বিরুদ্ধে আরজি দাখিল ক'র্‌ব।

আমী। ও বাবা—এ যে ভয়ানক জিনিস দেখ্‌ছি ?

মরি। বটেরে বেটী! তোর এতদূর আস্পর্দ্ধার কথা ? আমি মা - আমার তুই অপমান ক'র্‌লি। এতদিন, সন্তান ব'লে—তোর প্রতি আমার শক্তি প্রকাশে নিরস্ত ছিলেম। এখন দেখ্‌ছি, সত্যই তুই একেবারে বিগড়ে গেছিস! আচ্ছা দেখ্‌, তোকে শোধরাতে পারি কি না ? (মির্জ্জানের প্রতি) হ্যাঁগা মিঞা! পয়সা নেই, কড়ি নেই, হেথায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? মজা দেখ্‌ছ নাকি ?

মিনা। খবরদার মা—ওঁকে তুমি কোন কথা ব'লো না!

মরি। তা ব'ল্‌ব কেন ? ওকে কোপ্তা বানিয়ে খাওয়াব। ভারি আমার নবাব এসেছেন কি না—তাই ওকে ভয় ক'রে চ'ল্‌তে হবে ? বলি, পথ দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? ঝাড়ু না খেয়ে বুঝি এখান থেকে দূর হবে না!

মির্জ্জা। চোপরাও সয়তানী! (স্বগত) এ্যাঁ-না না—এ আমি কি ক'র্‌ছি (প্রকাশ্যে) মিনার! আমার যথোচিত শিক্ষা হ'য়েছে। কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্তও কতক পরিমাণে ভোগ ক'র্‌লুম। আর কেন? এইবার আমি চির-বিদায় গ্রহণ ক'রলুম!

(প্রস্থানোদ্যোগ)

মিনা। (ছুটিয়া গিয়া পথ রোধ করিয়া) না—আমি তোমায় যেতে দেব না—কখন যেতে দেব না। (মাতার প্রতি) দূর হ সয়তানী! এখান থেকে দূর হ'য়ে যা!

মির্জ্জা। মিনার! এখনও তোমার ছলনা! আরও কি আমার অপমানের সাধ আছে? বাহ্যিক-লাবণ্যে—তোমাদের অন্তরের ছবি কেউ সহজে দেখ্‌তে পায় না, তাই তোমরা—নিষ্কলঙ্ক উদারপ্রাণ পুরুষ-হৃদয়কে ত্বরায় প্রলুব্ধ ক'র্‌তে সক্ষম হও। এত ভাণ! এত ছলনা! স্ত্রীজাতিতে সম্ভবে? এ যে পাপের জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি! আমি কোথায় এসে সুখ অন্বেষণ ক'রেছি? এ যে বিষধরী ফণিনীর ভয়াবহ আবাসভূমি! গরল—গরল! চতুর্দ্দিকেই গরল! ভীষণ হলাহলে আমার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত! খোদা! আমায় রক্ষা কর, আমি হুতাসে অন্ধকার দেখ্‌ছি! আর না—আর না—আর এ স্থানে তিলার্দ্ধও দাঁড়াতে পার্‌ছি না।

(মিনারকে ঠেলিয়া বেগে প্রস্থান)

মিনা। নির্দ্দয়! শুন্‌লে না—আমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌লে না? আমায় তুমি সামান্য বারবিলাসিনী ভেবে, পায়ে ঠেলে চ'লে গেলে! আচ্ছা! এই উপেক্ষিতা রমণীর প্রাণে, ভালবাসার কত শক্তি—তা আমি তোমায় প্রাণে প্রাণে বোঝাব। তোমায় আমি যেমন ক'রে পারি—আপনার ক'র্ব্ব। তাতে জলে ডুব্‌তে হয় ডুববো—আগুনে পুড়্‌তে হয়

পুড়বো! করাল কালকে ডেকে নিতে হয়—হাস্‌তে হাস্‌তে আহ্বান ক'র্‌ব! তবু তোমায় চাই। মির্জ্জান! তুমি কোথায় পালাবে? আমার হাত থেকে তোমার কোথাও নিস্তার নেই! জনমানবহীন হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনভূমিতে প্রবেশ ক'র্‌লে—তথায় মিনার তোমার সাথী হ'বে! জ্বলন্ত বালুকাপূর্ণ মরুভূমিস্থ দিগন্তব্যাপী প্রান্তরে পালালে—মিনার তোমায়, ছায়ার ন্যায় অনুসরণ ক'র্‌বে। উত্তুঙ্গ-গগনস্পর্শী মহীরুহ-শিখরে উত্থিত হ'লে—মিনার তোমার পশ্চাতে থাক্‌বে! তুমি মিনারকে চিন্‌তে পার নি—তাই একের অপরাধে অন্যকে বর্জ্জন ক'র্‌লে!!

মরি। মা, ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও।

মিনা। পাপীয়সি! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ—নইলে নখে ক'রে, তোর স্বার্থপর হৃৎপিণ্ডের মূলচ্ছেদ ক'র্‌ব! পালা, তোর নরকের সহচরকে নিয়ে শীঘ্র পালা, নইলে ভাল হবে না ব'ল্‌ছি।

আমী। অবাক্ ক'রেছে বাবা! আর কাজ নেই আমার পীরিতে, "প্রাণ বড় ধন, এখন পলায়নে দাও মন।" ওগো বিবি! পালিয়ে এস, কেন বুড়ো বয়েসে অপঘাতে মারা যাবে? দেখ্‌ছ না—তোমার মেয়ে ক্ষেপে গিয়েছে!

মিনা। সয়তান, এখনো তুই আমার সম্মুখে! দাঁড়া—তোকে শেখাচ্ছি!

(দেওয়াল হইতে ছুরিকা গ্রহণ)

আমী। ওরে বাপরে—খুন ক'র্‌লে রে! পালা—পালা—পালা—

(বেগে প্রস্থান)

মরি। (কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে) আমার কপালে কেন এমন আগুন লাগ্‌লো গো! ও মা কি হ'ল গো!!

মিনা। ফের এখানে গোল ক'র্‌ছিস! পালা ব'ল্‌ছি!

মরি। হা খোদা! কি ক'র্‌লে? হা খোদা! হা খোদা!!

(সরোদনে প্রস্থান)

মিনা। উঃ! কি ঘৃণা! কি পরিতাপ! অসৎসংসর্গের ফল কি বিষ-ময়! ঘৃণ্য সহবাসে বাস ক'রে—নিজের নির্ম্মল চরিত্রও কলঙ্কে ডুবে গেল! রমণীর অমূল্য নিধি, সতীত্ব গৌরবে—সংসর্গদোষে চিরদিনের মত কালি প'ড়্‌ল। হায় খোদা! আমার মত পিশাচীরূপিণী জননীর হস্তে, না জানি—তুনিয়ায় কত শত রমণীর—প্রতিদিন, এইরূপে সর্ব্বনাশ সাধিত হ'চ্ছে? হতভাগিনীদের তুর্দ্দশার কথা চিন্তা ক'র্‌বার জন্য, এক-জনও হৃদয়বান্ ব্যক্তি কি, পৃথিবীর কোলে জন্মগ্রহণ করে নি! সমাজের অতিদূরে—সহায়—সহানুভূতিশূন্য, এমন তুঃখী জাত ত সংসারে আর দেখ্‌তে পাই নি! অজ্ঞানে, ভ্রমের বশে অন্ধ হ'য়ে—নরকের পথে যতদূর অগ্রসর হ'য়েছি—এই পর্য্যন্ত—আর না! যাঁকে হৃদয় দান ক'রেছি, একবার প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব, যদি তাঁর কৃপালাভে সক্ষম হই! যদি অকৃতকার্য্য হই—বিধাতাকে অভিসম্পাত ক'রে—এ পাপ জীবনের অবসান ক'র্‌ব! তুনিয়ার সমস্ত প্রলোভন এক দিকে, আর আমার নিষ্পাপ মনোবল অন্য দিকে! দেখি এ ক্ষেত্রে কে জয়-লাভ করে? মির্জ্জান! শুন্‌লে না—বুঝ্‌লে না—একবার ফিরে চাইলে না! উঃ! তোমার প্রাণ কি পাষাণ!

(বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

মির্জ্জানের কক্ষের সম্মুখস্থ চাঁদনী।

মির্জ্জান ও মীরালী।

মির্জ্জা। ভাই মিরালী! তোমার ঋণ জীবনে পরিশোধ হবে না! সুদূর প্রবাসে—ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে, তোমার অকপট মিত্রতাই—আমাকে ধ্বংসের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে! তোমার সহিত পরিচয় না হ'লে—আমার পরিণাম যে কি ভয়ানক হ'ত—সে কথা কল্পনায়ও মনে আন্‌তে ভয় হয়! ভাই আলি! তোমার মত সহৃদয় মানব, সংসারে অতি বিরল!

মীরা। ও কথা ব'ল্‌বেন না—ওমরাহ সাহেব! দুনিয়ার সংসারে অতি সামান্য প্রাণী আমি—অতি ক্ষুদ্র শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী! তবে যে আপনি আমায় ভালবাসেন—সে আপনার মহত্ব বই আর কিছু নয়!

মির্জ্জা। ভাই তোমার কথা জীবনে ভুল্‌বো না, জীবনে যদি কখন সুদিন উদয় হয়—অন্তরের ভালবাসা তখন জানাব, আলি! আমার মনের কথা তোমায় কি ক'রে বোঝাব? আমি বড় অশান্তিতে দিন যাপন ক'র্‌ছি! অবস্থা-সঙ্কটে তোমার সঙ্গসুখই আমার একমাত্র সান্ত্বনা! কিন্তু ভাই! তুমি প্রত্যহ একবার আমায় দেখা দিতে কষ্ট বোধ কর! ক'দিন পরে আজ তোমার দেখা পেয়েছি!

মীরা। সাহেব! সে বিষয়ে আমি অপরাধী বটে, কিন্তু কারণ শুন্‌লে,

বোধ হয় অভাজনের ত্রুটী মার্জ্জনা ক'র্‌বেন ! আমাদের বাটীর নিকটস্থ এক অসহায়া আত্মপরিজনহীনা প্রতিবেশিনী—হঠাৎ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন, সংসারে তাঁকে দেখ্‌বার কেউ নাই ! লোকমুখে তিনি আমায় সংবাদ পাঠান—সে কথা শুনে আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো, আমি তাঁর সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ তাঁর বাটীতে উপস্থিত হই, একজন দয়াবান্ হকিমের কৃপায়—আর আমার যথাসাধ্য শুশ্রূষায়—এ যাত্রা তাঁর জীবন রক্ষা হ'য়েছে ! আমিও আজ ফুর্‌সুৎ পেয়েছি।

মির্জ্জা। বন্ধুবর ! এ নিঃস্বার্থ পরোপকার জন্য, তোমায় শতসহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি। ধন্য তুমি মিরালী !

মিরা। বন্ধু ! আমাকে ধন্যবাদ না দিয়ে—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন ! যাঁর কার্য্য, তিনিই ক'রেছেন—আমি উপলক্ষ মাত্র।

মির্জ্জা। মিরালী ! তোমার সম্বন্ধে একটা কথা—আমার জান্‌তে বড় সাধ হ'য়েছে, ব'ল্‌বে কি ?

মিরা। অনুমতির অপেক্ষা কেন ? আদেশ করুন !

মির্জ্জা। বন্ধু ! এখন পর্য্যন্তও তোমার সাদি হয়নি কেন ?

মিরা। সাদির বিষয়ে আমার অত্যন্ত অমত, সে কারণ সাদি বন্ধ আছে।

মির্জ্জা। সাদিতে অমতের কারণ কি আলি ?

মিরা। সাহেব ! আমার ধারণা—রমণীর সংস্রবে পুরুষের উদার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে, সে কারণ আমি সাদি ক'র্‌তে বড়ই নারাজ !

মির্জ্জা। ভাই ! ও কথা তোমার মুখে শোভা পায় না, সংসারে যারা ইন্দ্রিয়ের দাস—দুর্ব্বলচেতা, তারাই নিজ নিজ প্রকৃতিতে বিশ্বাসহীন।

মিরা। আমার বিশ্বাস যে একেবারে ভ্রান্তিশূন্য, তা আমি ব'ল্‌তে চাইনে !

তবে একথা বোধ হয়, আপনি স্বীকার ক'রবেন যে, পৃথিবীতে রমণী-জাতির অধিকাংশই বিশ্বাসহীন—রমণীকুলের কলঙ্কস্বরূপ।

মির্জ্জা। ভাই আলি! বিশ্ব প্রকৃতির রীত্যনুসারে সংসারের জীবকুল পরিচালিত! যেমন আলোকের পাশে অন্ধকার, তেম্নি মানবসমাজে ভালর পাশে মন্দ! যেমন অন্ধকার না থাক্‌লে, আলোকের গুণ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যেতো না, তেমনি অসৎ মানব না জন্মালে, সজ্জনের শ্রেষ্ঠত্ব সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ ক'র্‌তো না।

(মুনিয়া বাঁদীর প্রবেশ।)

মুনি। (সেলামান্তে) সাহেব! বিবিসাহেব একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অনুমতি চান!

মির্জ্জা। বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে কি?

মুনিয়া। না, এমন কোন জরুরি দরকার কিছুই নেই—তবে—

মির্জ্জা। তাহ'লে প্রহরেক পরে তাকে আস্‌তে বল।

মুনিয়া। বহুৎ আচ্ছা সাহেব!

(সেলামান্তে প্রস্থান)

মিয়া। ভাই সাহেব! রাত অধিক হ'য়ে উঠ্‌ছে, আমি আজ বিদায় নিতে চাই।

মির্জ্জা। রাত অধিক হ'য়েছে সত্য, আর তোমায় বাধা দেব না। কিন্তু মনে রেখো—কাল যদি তুমি না আস, তাহ'লে একজন শান্তিহারা অভাগা বড় কষ্ট পাবে!

মিয়া। সাহেব! আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না, বিনা বাধায় আমি কখন মহৎসঙ্গ লাভে বিরত হই না।

মিরা। বন্দেগী ওমরাহজাদা!

মির্জ্জা। বন্দেগী ভাই আলী! (মিরালীর প্রস্থান)

বন্ধু আমার, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! আজ পর্য্যন্তও সুহৃদ্ যুবক—উদার—আকাশের মত মুক্তপ্রাণের অধিকারী! দেবতার ছায়া! কিন্তু হা খোদা! মানবের এ দেবসম্পদ্ ক'দিন! উঃ—আবার হৃদয়ে স্মৃতির অনল—দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠ্ল! জ্বালা—জ্বালা—জ্বালা! হায়—হায়! হায়—কি ক'রেছি? যে বিবেক এক্ষণে হৃদয়ে উদয় হয়ে—অনুতাপের বিষে মনকে ছেয়ে ফেলেছে—সে বিবেক পূর্ব্বে কোথায় ছিল? আহা—হা—কি ক'রেছি,—কি সর্ব্বনাশ ক'রেছি! কোথায় তুমি বসোরা! এ দীন হীনের অতীত সৌভাগ্যের অতিক্ষীণস্বপ্ন রেখার মত, মানস-নয়নে এক একবার ভেসে উঠ্ছ! বুঝি এ জীবনে, আর তোমার কোলে ফিরে যেতে পার্লেম না! আর কোথায় তুমি—হৃদিবন-বিহারিণী মমতাময়ী প্রেমময়ী মম্তাজ আমার! এ কলঙ্কিত জীবন নিয়ে আর তোমাকে মুখ দেখাব না! ওহো হোঃ—হজরৎ! এই জন্যই কি আমায় জীবিত রেখেছিলে? আরে—একি বিভীষিকা! কক্ষমধ্যে কুত্তা প্রবেশ ক'র্লে কি প্রকারে? ঐ যে দেখ্ছি—ক্ষিপ্তের ন্যায় হাঁ ক'রে—আমার দিকেই ছুটে আস্ছে! একি বিপদ্!!

(হঠাৎ একটি ক্ষিপ্তকুকুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া মির্জ্জানকে
কামড়াইতে উদ্যত। যুগপৎ মির্জ্জান কর্ত্তৃক
দেয়ালসংলগ্ন অসি লইয়া
কুকুরকে বধ করণ।)

মহলের দ্বাররক্ষক বান্দাগণ কি, সবাই নিদ্রিত! তা নইলে এ উচ্ছৃঙ্খল হিংস্র জীব—কেমন ক'রে, কক্ষমধ্যে প্রবেশ ক'রলে!

ত্বরিত হস্তে আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত না হ'লে ত, নিশ্চয়ই আমায় দংশন ক'র্‌ত! দেখ্‌ছি—মানবের মন্দ ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ বিপদ্‌ আপদের সৃষ্টি হয়! (একটু চিন্তা করিয়া) আজ এই আকস্মিক বিপদে—এই গতপ্রাণ জীবকে দিয়ে—আমার প্রাণের একটা ঘোর সন্দেহের মীমাংসা ক'র্‌ব!

(ত্বরায় অপর কক্ষ হইতে একটী পেটিকা আনিয়া
মৃত কুকুরের দেহটীকে পেটিকা মধ্যে পূরিয়া
উক্ত কক্ষে রাখিয়া আসিলেন।)

একদিকে আমার প্রিয়সখা আলীর কথার সত্যতা নিরূপণ—অন্যদিকে নবীনা পত্নীর চরিত্র পরীক্ষা! এই প্রাণিহত্যা উপলক্ষে একাধারে আমার দু'টী উদ্দেশ্যের মীমাংসা ক'র্‌ব! এই যে পত্নী আমার—এই দিকেই আস্‌ছে!

(কোহিনুরের প্রবেশ)

এস বিবি! তোমার মেজাজ সরিফ?

কহি। হ্যাঁ সাহেব! আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন?

মির্জ্জা। আমি? আমার আর ভালমন্দ কি? দিন কেটে যাচ্ছে এক রকমে!—দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ব'সো!

কহি। (উপবেশন করিতে গিয়া মৃত্তিকায় দৃষ্টিপাতে) একি সাহেব! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এখানে এত রক্ত কিসের?

মির্জ্জা। চুপ করো—চুপ করো!

কহি। সে কি? উঃ—এযে দেখ্‌ছি—চারিদিকে রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে! সাহেব! কি হয়েছে—শীঘ্র বলুন।

মির্জ্জা। চুপ করো—গোল ক'র্‌লে সর্ব্বনাশ হবে!

কহি। দোহাই সাহেব! কি হ'য়েছে আমায় বলুন! রক্ত দেখে আমার মাথা ঘুর্‌ছে !! সাহেব! আমি আপনার স্ত্রী—সুখ দুঃখ, বিপদ,আপদের সমভাগিনী—আমার নিকট কোন কথা গোপন ক'র্‌বেন না।

মির্জ্জা। কহিনুর! তোমার কথার আমি প্রতিবাদ ক'র্‌তে চাই না। যখন তুমি আমার বিবাহিতা পত্নী, তখন তোমার সহিত কোন কথাই গোপন করা উচিত নয়। কক্ষমধ্যে শোণিতপ্রবাহের কারণ—তোমায় ব'ল্‌তে কোন বাধা নাই, কিন্তু সাবধান! এই একটি কথার উপর তোমার স্বামীর জীবন মৃত্যু নির্ভর ক'র্‌ছে! ভুল ভ্রান্তে—জ্ঞানে অজ্ঞানে—যেন এ কথা দুনিয়ার দ্বিতীয় প্রাণীকে প্রকাশ ক'রো না!

কহি। সাহেব! আপনি দেখ্‌ছি, আমায় নিতান্ত বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক জ্ঞানে—এতটা সাবধান ক'র্‌ছেন! নিজের ভাল মন্দ বুঝ্‌বার শক্তি আমার আছে! আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন যে, আপনার স্ত্রীর মুখ দিয়ে. কোন কথা—সংসারের দ্বিতীয় লোকে শুন্‌তে পাবে না। সে কথা আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি।

মির্জ্জা। কহিনুর! আমি নরহত্যা ক'রেছি!

কহি। এঁ্যা! সে কি কথা সাহেব! কেন এমন সর্ব্বনেশে কাজ ক'র্‌লেন? কাকে হত্যা ক'রেছেন? মৃত ব্যক্তির লাস কোথায় রাখ্‌লেন?

মির্জ্জা। আর কোন কথা শুন্‌তে চেও না।

কহি। এ কার্য্যের পরিণাম কি হবে সাহেব? নরহত্যার কথা কি গোপন থাক্‌বে? যে ব্যক্তি খুন হ'য়েছে, তার আপনার লোকজনে কি কোন অনুসন্ধান ক'র্‌বে না? হায়—হায়! সাহেব! কেন আপনার এমন কুমতি হ'ল? খুনের কথা শুনে অবধি, আতঙ্কে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে! খোদা! কি ক'র্‌লে খোদা! আমার দশা কি হবে খোদা!

মির্জ্জা। বিবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও, এর জন্য তোমায় বিন্দুমাত্র চিন্তিত

হ'তে হবে না! আমার কৃতকার্য্যের জন্য আমি দায়ী—তুমি উতলা হ'য়ো না। অন্তঃপুরে যাও—নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করগে।

কহি। সাহেব! আপনাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে, আমি কেমন ক'রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাব? আমার কপাল বড় মন্দ! বড় সাধ ক'রে—আজ আপনাকে দেখ্‌তে এসেছিলেম, খোদা আমার সে সাধে, বাধ সেধে—বিষাদ-সাগরে ভাসিয়ে দিলেন! আমি এখন পরিণাম ভেবে আকুল হ'য়ে উঠেছি!

মির্জ্জা। কহিনুর! যদি তোমার মনে, স্বামীর প্রতি ভক্তি ভালবাসা কিছু-মাত্র জন্মে থাকে—তাহ'লে স্বামীর আদেশ পালনে যত্নবান হও। আর সাবধান! যেন এ কথা দ্বিতীয় ব্যক্তির কানে না ওঠে! তুমি যাও—শয়ন করগে।

কহি। সাহেব! আমি নিজের জন্য একবারও ভাবিনি। আপনার পাছে কোন বিপদ্ ঘটে, সেই ভাবনাই আমায় অস্থির ক'রেছে—তবে আপনি স্বামী, আপনি যখন ব'ল্‌ছেন—কান ভয় নেই, তখন আপনার কথাতেই মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা ক'র্‌ব। সাহেব! যত সত্বর পারেন—আমায় দেখা দেবেন। আমি বড় ভাবিত হ'য়ে প'ড়েছি! তবে আমি অন্তঃপুরে চ'ল্‌লুম!

মির্জ্জা। তোমার বাঁদী কোথায়? তাকে ডেকে—সাথে নিয়ে যাও।

কহি। বাঁদী আমার জন্যে, বহির্ভাগে অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

মির্জ্জা। তাকে আলোকের সহিত—তোমার সহগমনে অনুমতি করো।

কহি। তাই হবে সাহেব!

(প্রস্থান)

মির্জ্জা। খোদা! আজ এ এক মন্দ রহস্য সংঘটিত হ'ল না! দেখা যাক্—এর পরিণাম কি? হা অদৃষ্ট! আমি নিজের দোষে সীমাহীন

দুঃখ-পাথারে পতিত হ'য়েছি ! একবার প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব—যদি মনুষ্যত্বের সহিত আমার হারান অবস্থা—আবার ফিরে পাই। উঃ ! কি হ'য়ে গেল ! আশ্রয়দাতা নবাব সাহেবের বিপদ্ উদ্ধারের কোন উপায়ইত আমার দ্বারায় সম্ভবপর হ'লনা ! এ দিকে সার্দ্ধ বৎসর কাল অতিবাহিত ! আমার ন্যায় অকৃতজ্ঞের উপর বিশ্বাস ক'রে, জীবনরক্ষক নবাব—দু-দিন পরে রাজ্য সম্পদে বঞ্চিত হবেন। ভাব্‌তে পারিনি—ভাব্‌তে পারিনি ! এই নরাধম বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য-ফলে একটী সোণার রাজ্য ছারখার হ'য়ে যাবে ! মম্‌তাজ—মম্‌তাজ ! না—না—না—সে নাম মুখে আন্‌ব না ! জানি, আমি সে নাম মুখে আন্‌বার উপযুক্ত নই। তথাপি আজ তোমার কথা মনে প'ড়েছে ! মর্ত্তধামের প্রত্যক্ষ দেবীরূপিণী—তুমি ! তোমার উপদেশ অবহেলা ক'রে, আজ আমার এই শোচনীয় পরিণাম ! (অন্তঃপুরে দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ) ওকি ও ! এ গভীর নিশায় দ্বার উদ্‌ঘাটনের শব্দ হ'ল কেন ? এত রাত্রে কে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল ? একবার দেখ্‌তে হ'ল !

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

বণিকের বাটীর কক্ষ।

রহমান ও করিমন্নেছা।

রহ। (শিরাজি ঢালিতে ঢালিতে) বিবিজান! আমার একটা কথার ঠিক জবাব দেবে?

করি। (বিরক্ত ভাবে) কি কথা বলনা!

রহ। মনের কথা খোলাখুলি ব'লবে?

করি। কথাটা কি আগে শোনাও, তারপরে তার জবাব।

রহ। আমার কসম—ঠিক জবাবটি পাব?

করি। কি আপদ! কথা রইল তোমার পেটের মধ্যে, তার উত্তরের জন্য ক'র্‌ছ পীড়াপীড়ি! কথাটা বল—শুনি—বুঝি—তবে ত তার উত্তর দেব।

রহ। বেশ কথা—তবে বলি, দোহাই খোদার, মিছে ব'লো না?

করি। যত বয়েস বাড়্‌ছে, তত তোমার রঙ্গরসটা বৃদ্ধি পাচ্ছে—না! এক গেলাস শিরাজি পেটে প'ড়্‌লেই, আবোল তাবোল ব'ক্‌তে সুরু করো।

রহ। আর ব'ক্‌ব না বিবি! আর ব'ক্‌ব না! এইবার কাজের কথা পাড়্‌ব! কথাটা কি জান? এই কথাটা হ'চ্ছে—আর কিছু না! কথাটা হ'চ্ছে—

করি। আরে রাখ তোমার—কথাটা হচ্ছে—কথাটা হচ্ছে!

রহ। রাগ ক'রো না বিবি! রাগ ক'রো না! আমি আজ কাল কি আর সেই পুরাণ রহমান আছি? এখন মস্ত আমীর ওমরাহের শ্বশুর। মেজাজটাও এখন সেই রকম হ'য়ে গেছে! চট্‌পট্‌ কোন কথা—আমীর লোকের মুখ দিয়ে বা'র হয় কি?

করি। তোমার আমীর জামাইয়ের কদর তুমি ক'রগে। আমার সে কথা শোন্‌বার কোন আবশ্যক নেই! কোথাকার কে—এক বিদেশী—তার পরিচয় পর্য্যন্ত জানা শুনা নেই! বাইরের সাজসজ্জা দেখে মেয়েটাকে আমার জাহান্নমে দিলে! আহা! মার আমার—দুঃখের সীমা নেই!

রহ। মার তোমার—দুঃখ কিসের? তার বাবার ভাগ্যি যে,অমন আমীরের হাতে প'ড়েছে! বাদসার মত রাশ রাশ ধন দৌলত, দাস দাসী—কিছুরই ত তার অভাব নেই! তবে তোমার মেয়ের দুঃখটা হ'ল কিসে?

করি। তুমি ত ঐ আস্‌বাব দেখেই মজে গেলে! তার ভিতর যে কি, তা ত একবার ভাল ক'রে দেখ্‌লে না! এককাঁড়ি আস্‌রফি নজরাণা দিয়ে—মেয়েটার পরকাল খেয়ে, এক যাদুকরকে জামাই ক'রে ব'স্‌লে!

রহ। কি ব'ল্‌লে? যাদুকর!—যাদুকর কি?

করি। যাদুকর—তোমার মাথা! দু-দিন সবুর কর, বুঝ্‌তে পার্‌বে—যাদুকর কিনা!

রহ। তোমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে দেখ্‌ছি! হকিম ডাকিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

করি। মাথা—আমার কেন বেগড়াবে? মাথা বিগ্‌ড়েছে—তোমার! তুমি হকিম ডেকে, নিজের রোগ সারাও,—নইলে আমীরের শ্বশুর হ'য়ে, শেষ ক্ষেপে দাঁড়াবে?

রহ। বিবি! তোমার কথা বার্ত্তা যে দেখ্‌চি, আজকাল বড় লম্বা লম্বা হ'য়েছে!

করি। কোন্ কালেই বা ছোট থাট ছিল?

রহ। দেখ, আমার মুখোমুখি জবাব ক'রোনা ব'ল্‌ছি!

করি। তবে কি তোমার পিটের দিকে গিয়ে জবাব দেব?

রহ। আমি যা ভেবেছি—তাই ঠিক হ'য়েছে দেখ্‌ছি!

করি। কি! তোমার উপর আমার দোস্তি নেই—আর একজনকে খসম ক'র্‌তে যাই,—এই ত তোমার মনের কথা?

রহ। আরে! তুমি কি যাদু জান—যে, আমার মনের কথা জান্‌তে পেরেছ?

করি। তা একটু জানি বই কি! এতদিন তোমায় নিয়ে ঘর ক'র্‌লুম—একটী সন্তান হ'য়ে—তার সাদি পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল, এখনও তোমার কথা—বুঝ্‌তে পার্‌বো না!

রহ। তাহ'লে—যা ব'ল্‌লে—সে কথা মিছে নয়!

করি। মিছে কি সত্য—তুমি নিজে বুঝ্‌তে পার না?

রহ। আল্লার কিরে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি!

করি। ও কথা না বোঝাই ভাল—বুঝ্‌লে তোমার মেজাজ খারাপ হবে!

রহ। তা বিবি, না হয়—ও কথা না বুঝ্‌লুম—কিন্তু কথাটা সত্যি কি মিছে—সেটা ত না শুন্‌লে—মারা যাব।

করি। আরে মিঞা! ভয় নেই—ভয় নেই, তোমায় ছেড়ে কোথাও পালাব না!

রহ। আঃ! এতক্ষণে—আপনার জান ফিরে পেলেম। তোমার কথা শুনে, আমার দেল ঠাণ্ডা হ'ল! আরে! আমাদের কহিনুর—না? কহিনুরই ত!

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে মুনিয়া বাঁদীর সহিত কহিনুরের প্রবেশ)

কহি। বাবাগো—মাগো—রক্ষা করো! (পতন ও মূর্চ্ছা)

করি। এ্যায় খোদা! একি হ'ল? (কোলে মাথা লইয়া উপবেশন)

রহ। বাঁদি—জল্‌দি পানি—জল্‌দি পানি লে আও।

মুনি। (জলপাত্র দিয়া) ভয় নেই মা—ভয় নেই!

(মুখে জল দেওন)

করি। ওমা—আমার মা, কেন এমন হ'য়ে পড়্‌লো গো? কহিরে! কি হ'য়েছে মা?

রহ। আরে—সবুর কর—একটু দম নিতে দাও। এই বাঁদি! ব্যাপার-খানা কি বল্‌ দিকিন? তুইত মেয়ের সঙ্গে ছিলি? এত রাত্রে পাঁওদলে, মেয়ে আমার ছুটে এসে,—বেএক্তার হ'য়ে প'ড়্‌ল কেন? কি, হ'য়েছে কি বল্‌ দিকিন?

মুনি। সাহেব! খুনে'র হাতে মেয়ে দিয়েছেন!

রহ। সে কি?

মুনি। আর সে কি! আজ সেই বদমায়েস বেটা, আমাদের মেয়েকে খুন ক'রে ফেল্‌তো!

করি। ওমা বলিস কি? (স্বামীর প্রতি) কেমন মিঞা! এখন বোঝ।

মুনি। ভাগ্যে সে বেটার একজন দোস্ত, সেখানে উপস্থিত ছিল, তাই রক্ষে—নইলে মেয়ের মাথা আজ আর তার ঘাড়ে থাক্‌ত না!

রহ। কেন? কহিনুর কি কোন বিশেষ অপরাধ ক'রেছিল যে—জামাই তাকে খুন ক'র্‌তে গিয়েছিল? এই যে, মা আমার উঠে ব'সেছে!

(কহিনুরের উপবেশন)

মুনি। মেয়ের কি দোষ! কহি মায়ের কোন কসুরই ছিল না! সে বেটা নেশাখোর, নেশা খেয়ে বাইজীর বাড়ীতে রাত কাটাতো আজকে কহি বিবি—তাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে বারণ ক'রেছিল, এই কথা নিয়ে দুজনে ঝগড়া, শেষ নেশার ঝোঁকে গরম হ'য়ে—সে বেটা হাতিয়ার চালালে! সেই ভদ্রলোক বেঁচারা, তোমার মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে—নিজে খুন হ'ল!

রহ। খুন হল? এঁ্যা বলিস কি—খুন হল?

মুনি। আমার এখনও বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'র্‌ছে, আমি একটু সরবৎ খাইগে—তোমার মেয়ের কাছে, আর বাকি সব খবর নাও।

করি। কি মিঞা! আমার কথাটা এখন সম্‌ঝাতে পার্‌লে? আমি সে বেটাকে যাদুকর ব'লেছিলেম, তুমি সে কথা মান্‌তে চাওনি—এখন সত্যি ব'লে বোধ হ'ল ত? (কহির প্রতি) হায় মা! তোর কপালে এই ছিল, শেষ খুনের হাতে প'ড়্‌তে হ'ল!

কহি। মাগো! সব কথা ত শুন্‌লে, আমি আর বেশী কি ব'ল্‌ব? যদি সেখানে, সে ভদ্রলোকটী না থাকৃত—তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ হারাতেম! যার সঙ্গে আমার সাদি হ'য়েছে, তার স্বভাব চরিত্র দেখে, আমার প্রাণে পূর্ব্বেই কেমন একটা সন্দেহ জন্মেছিল!

করি। বেটা জালিয়াত খুনে', কোন্ দেশে, কার সর্ব্বনাশ ক'রে—তার ধন দৌলত নিয়ে, স'রে প'ড়ে—বোগদাদে এসে আড্‌ডা গেড়েছে। হ্যাঁ মা! যে লোকটী খুন হ'য়েছে—তার আত্মীয় স্বজন কি, এখন পর্য্যন্তও খবর পায় নি?

কহি। এত রাত্রে আর, কে কার খোঁজ খবর নেবে? খুন কর্‌বার পর, মিঞা যখন ভয় পেয়ে—মৃতদেহটাকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা ক'র্‌ছে—আমরা সেই অবসরে, মোকামের পেছন দিক্‌কার দরজা খুলে,

পালিয়ে এসেছি। মা! তোমায় কি ব'ল্‌ব মা! উঃ! তোমায় কি ব'ল্‌ব মা! ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে! সেই রক্ত দেখে অবধি, আমার সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌চে! কেবল প্রাণ ভয়ে—জ্ঞানহারা হয়ে, ছুটে চ'লে এসেছি।

রহ। যাক বেটী! এখন আর ভয় কর্‌বার আবশ্যক নেই। আর কার সাধ্য—তোকে আমার কাছ ছাড়া করে! আমি রহ্‌মান সওদাগর, আমার সাথে দাগাবাজী! আমার মেয়েকে খুন ক'র্‌তে যাওয়া? আমি অল্পে—ছাড়্‌ছি না—বাপধন!

করি। হাঁ—হাঁ! তুমি থাম—থাম—জানি তোমার মুরদ—সে বেটা একটা আস্ত যাদুকর।

রহ। ও যাদুগিরী ফিরি আমার কাছে চ'ল্‌বে না! কাল সকালে বাদসার দরবারে গিয়ে, খুনের নালিশ দায়ের ক'রে আস্‌ব। বেটাকে শূলে চড়িয়ে, তবে আমার অন্য কাজ। ওরে বেটা! তোর মধ্যে এত কাণ্ড! বেটার জাল আমিরী—আমি ঘোচাচ্ছি। বলি মা! আমি যে টাকা কড়ি গুলো দিয়েছিলাম, তা কি ক'রেছে—ব'ল্‌তে পার?

করি। আরে মিঞা! তুমি কি বেহায়া! তোমার মেয়ের জান ফিরে পেয়েছ, এই ঢের—আবার টাকার খবর?

রহ। কেন? আমার টাকাগুলো কি মিছে যাবে নাকি! খুনের দায়ে বেটার জান যাবে! আর আমার টাকার জন্যে, তার দৌলতখানা বাজেয়াপ্ত হবে।

করি। মিঞা! এখন মিছে জাঁক ক'রোনা। কাজ ক'রে—তার পর জাঁক ক'রো।

রহ। (শিরাজি পান করিয়া) কাল তারে ত—শূল দেবার বন্দোবস্ত

করি, তার দৌলতখানা—গাড়ী বোঝাই দিয়ে—বাড়ীতে এনে, তবে রহমান মিঞা—দানাপানী মুখে দেবে।

করি। যাও, মিছে পাগলামী ক'রো না। দেখ মিঞা! তোমায় সাফ ব'ল্‌ছি—এর যদি উপযুক্ত প্রতিফল না দিতে পার, তাহ'লে আমি আমার বেটীকে নিয়ে তোমার মোকাম থেকে চ'লে যাব!

রহ। য়্যাঁ! এতদূর ক'র্‌তে হবে না—এতদূর ক'র্‌তে হবে না! কাল দরবার থেকে ফিরে এলেই, রহমান মিঞার কেরামতি বুঝ্‌তে পার্‌বে।

করি। আহা! মার আমার সর্ব্বাঙ্গে ধূলোমাটি লেগেছে! চল মা গোছল্‌ ক'রে, সরবৎ আর কিছু খানা খেয়ে—দেল ঠাণ্ডা ক'র্‌বে। (মিঞার প্রতি) শিরাজির নেশায় যেন, আমার কথা ভুলে যেও না!

রহ। উঁ—হুঁঃ—কাজের কথা আমি কি ভুল্‌তে পারি! একটু বেশী শিরাজী খেয়ে—মগজ্‌টা বেশী রকম গরম ক'রে রাখ্‌ছি।

করি। গরম নরম বুঝি না, নেশায় যদি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে থাক—বুঝে রেখো—যে, জ্ঞান হ'লে আর আমাদের দেখ্‌তে পাবে না!

রহ। আরে বিবি! তুমি যে আমায় নেহাত কাঁচা নেশাখোর ঠাওরালে দেখ্‌ছি! তুমি এখন তোমার কাজে যাও, মেয়েটাকে ঠাণ্ডা করগে! আমার কাজ আমি ক'র্‌ব।

করি। তবে তুমিও এস, নিদ্রা যাবে। সকাল সকাল উঠ্‌তে হবে ত?

রহ। ভাল কথা ব'লেছ বিবি! চলো যাই। হাঁ—ভাল কথা—তোমার হাতের কাজ সেরে—আমার দরবারে যাবার পোষাক পরিচ্ছদ গুলি বার ক'রে, আমার শয্যাপার্শ্বে রেখে দিও।

করি। আচ্ছা! তাই হবে—এখন এস। (সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

বসোরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ ময়দান।

(সভাসদগণ, প্রজাগণ, রক্ষিগণ প্রভৃতি)

১ম সভা। হা খোদা! কি কঠোর—হৃদয়বিদারক সংবাদ! হায়—হায়—হায়! একি হ'লো? বোগদাদপতি নাকি আমাদের নবাবকে রাজ্যচ্যুত কর্বার জন্য, বোগদাদে তলব ক'রেছেন! হায় খোদা! বসোরার প্রজাবর্গ—এতদিনে পরম দয়ালু—প্রতিপালক—পিতা-মাতাকে হারাতে ব'সেছে!

২য় সভা। ভাইরে! যেদিন নবাব দরবারে—বাদসার সেই আজগুবী পরওয়ানার কথা শুনেছিলুম, সেই দিনই—আমাদের প্রাণে কেমন একটা ধোঁকা লেগেছিল! সেই দিনই সকলের বোধ হয়েছিল যে, বাদসার এ পরওয়ানার অর্থ—কৌশলে নবাবকে রাজতক্তে বঞ্চিত করা।

(উজিরের এবং শরীররক্ষক-পরিবৃত নবাব সাহেবের প্রবেশ)

প্রজাবৃন্দ। জয় নবাব সাহেবের জয়! জয় নবাব সাহেবের জয়! জয় বসোরার মালিকের জয়!!

নবা। উজীর! বিনা আহ্বানে, রাজ্যের অধিকাংশ প্রজামণ্ডলীকে, হেথায় উপস্থিত দেখ্‌ছি কেন? কে এদের সংবাদ দিলে?

। প্রভু! দুঃসংবাদ রট্‌তে—অধিক দেরী হয় না।

জ-বৃ-প্রজা। (উচ্চৈঃস্বরে) দোহাই মালিকের! দোহাই নবাবের! গরীব প্রজাদের একটী আরজী শুন্‌তে হবে! হুজুর অভয়দান ক'র্‌লে—আমাদের মনের কথা কইতি পারি।

নবা। প্রজাগণ! তোমাদের মনের কথা নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

জ-বৃ-প্রজা। হুজুর! আপনার লাখ লাখ সন্তান বেঁচে থাকৃতি, আপনাকে সে দুষমনের রাজ্যিতে যাতি দেব না—তাতি আমাদের কপালে যা থাকে, তাই হবে। মালিক! আগে এ বসোরা রাজ্যি—মানুষ-শূন্যি হ'ক, তারপর যা হয় হবে। বাপ মায়ের অপমান—আমরা জান থাকৃতি, দেখ্‌তি পার্‌ব না।

নবা। (স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি—এক নূতন বিপদ্‌। (প্রকাশ্যে) উজীর! আমার সন্তানতুল্য প্রজামণ্ডলীকে বুঝিয়ে দাও যে, বোগদাদপতির সহিত আমার মনোমালিন্যের কোন কারণ নাই। বোগদাদপতি অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত, নবাব পরিবারবর্গকে—বোগদাদে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন। তাই আমি, এক পক্ষের জন্য বোগদাদ গমন ক'র্‌ছি। বিপদের কোন আশঙ্কা থাকৃলে—আমি কখনই রাজপরিবারবর্গের সহিত—সে রাজ্যে পদার্পণ ক'র্‌তেম না।

উজী। প্রজাগণ! নবাব সাহেব তোমাদের জানাতে ব'লেছেন—যে, বাদসা তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রেছেন ব'লে—তিনি রাজপরিবারের সহিত এক পক্ষ কালের জন্য, বোগদাদে গমন ক'রেছেন। এর মধ্যে কোন বাদ—বিসম্বাদের কথা নেই—তোমরা সকলে স্বচ্ছন্দচিত্তে গৃহে গমন কর।

জ-বৃ-প্রজা। উজীর সাহেব! আমাদের বাপ মা যখন, রাজ্যি ছেড়ে চ'ল্‌লেন,—তখন আমরাও তাঁদের সাথে যাবার হুকুম চাই।

নবা । প্রজাগণ ! আমি সামান্য দিনের জন্য বোগদাদ যাত্রায় প্রস্তুত হ'য়েছি । তোমরা সকলেই—আমার অবর্ত্তমানে রাজ্যের রক্ষক,—তোমাদের সাথে নিয়ে গেলে—রাজ্য যে রক্ষকশূন্য হবে ! আমি তোমাদের আশ্বাস দিচ্ছি—তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই ! তোমরা সকলে গৃহে ফিরে যাও । আমি ত্বরায় বসোরায় ফিরে আস্‌ব ।

জ-বৃ-প্রজা । হুজুর ! মালিকের কথায়, আমাদের কলিজা ঠাণ্ডা হ'ল,—হুজুররে কথা আমরা মাথায় রাখি ! চলো—ভাই সকলে, ঘরে চলো ।

জ-প্রজা । মালিক ! গরীব প্রজাদের কথা মনে রাখবেন । যদি দরকার হয়, একটা পাখীর মুখে খবর পাঠাবেন—চ'খির পলক ফেল্‌তি না ফেল্‌তি,—নবাবের লাখ লাখ সন্তান, হাতিয়ার হাতে, বোগদাদ ছেয়ে ফেল্‌বে ।

উজী । নবাব-ভক্ত প্রজাগণ ! আবশ্যক হ'লে, সময়ে সংবাদ পাবে । এক্ষণে তোমরা সকলে প্রস্থান কর ।

প্রজামণ্ডলী । জয় নবাব সাহেবের জয় ! জয় বেগম সাহেবার জয় ।

(সকলের প্রস্থান)

নবা । বসোরা রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ অমাত্যবর্গ ! আপনারা সকলেই বোধ হয়, আমার বোগদাদ যাত্রার কারণ অবগত আছেন । এক্ষণে একপক্ষ কালের জন্য, কি—চিরদিনের জন্য, সে কথা খোদাই জানেন, আপনাদের নবার আপনাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করেন !

১ম সভা । (মাথায় হাত চাপড়াইয়া) জনাব ! এই নিষ্ঠুর কথা শুনাবার জন্যই কি, আজ আমাদের আহ্বান ক'রেছেন ?

২য় সভা । জীবনরক্ষক ! এ দুঃখ—আমরা কি ক'রে সহ্য ক'র্‌বো ।

এমন অকৃত্রিম প্রজাবৎসল নবাবকে বিদায় দিয়ে—আমরা কি সুখের আশায় জীবন ধারণে—বসোরায় বাস ক'র্‌বো ?

৩য় সভা। জনাব! আমাদের অন্য কোন সামর্থ্য থাক্ বা না থাক্—নিজেদের জনক জননীর বিপদে—প্রাণটা দেবার ক্ষমতা ত আমাদের সকলেরই আছে। প্রতিপালক! আপনি আপনার তক্ত আলো ক'রে ব'সে থাকুন,—বোগদাদপতির শক্তি থাকে, তিনি বসোরায় এসে পরীক্ষা গ্রহণ করুন।

নবা। আপনি কি ব'ল্‌ছেন সাহেব! অকারণে কি আমার বিন্দু বিন্দু—বক্ষ-রক্ত তুল্য, সন্তানগণের পবিত্র শোণিতে—বসোরার শ্যামলসুন্দর উপত্যকা-ভূমি প্লাবিত ক'র্‌ব ? আমি নিজে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেব—ফকিরি নেব—তথাপি সে কার্য্য—আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হবে না।

সেনা। নবাব সাহেব! বৃথা এতদিন—নবাব-অন্নে পুষ্ট হয়েছি। আমার বড় খেদ—আমি দেখাতে পার্‌লেম না যে, নবাবের শক্তি-ভাণ্ডারে কত শত বাদসার অমিত শক্তি সঞ্চিত আছে!

নবা। বীরশ্রেষ্ঠ! নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কখনো বীরের রীতি নয়। আমাদের কল্পনা যে সত্য, সে কথা এখন পর্য্যন্তও মীমাংসা করা অসম্ভব। বাদসাহের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত, কোন বিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নয়।

সেনা। তাহ'লে জাহাঁপনা! হুকুম করুন—আমি নবাবের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে—বোগদাদের সন্নিকটে, গোপনে অবস্থান করি। গুপ্তচর-মুখে সংবাদ পেলেই—বোগদাদে উপস্থিত হয়ে—বোগদাদেশ্বরের সহিত পরিচিত হব।

নবা। একথা যুক্তিসঙ্গত! কিন্তু আমার আদেশ ব্যতীত—যেন নবাব-সৈন্য একপদও অগ্রসর না হয়—বা সৈন্য-সমাবেশ-সংবাদ যেন, বোগদাদের

একপ্রাণীও জান্‌তে না পারে! অতি গোপনীয় স্থানে—আত্মগোপনে ছাউনি ক'র্‌বে। সৈন্যগণকে, ছাউনীর বাইরে গমনাগমনের—সুযোগ প্রদান ক'রো না।

সেনা। খোদা না করুন—নবাব যদি কোন অভাবনীয় বিপদে—পতিত হন—তাহ'লে গুপ্তচরের আদেশেই আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব।

নবা। আমার নিজের গুপ্তচর-মুখে তুমি সংবাদ পাবে, আর তার কথাই—আমার আদেশ ব'লে মনে ক'র্‌বে।

সেনা। (কুর্নিস করিয়া) যথা আজ্ঞা বসোরাপতি!

নবা। উজীর! আর আমি বিলম্ব ক'র্‌বো না। আমার অনুপস্থিত-কালে, বসোরা রাজ্যের শাসনদণ্ডের সমস্ত ভার—আমি তোমার করে অর্পণ ক'র্‌লেম! অমাত্য ও সভাসদবর্গ সঙ্গে নিয়ে—আমার ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালনা ক'র্‌বে। যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে—আমার এই রাজ্য সম্পদ—তিনিই আমাকে বিপন্ন ক'রেছেন।—সে কারণ যতদিন আমি বোগদাদে অবস্থান ক'র্‌ব, ততদিন প্রত্যহই যেন—বসোরার প্রত্যেক মসজিদে, রাজ্যের কল্যাণার্থে—পয়গম্বরের নিকট প্রার্থনাদি শুভ কার্য্যের—নিয়মিত রূপ ব্যবস্থা থাকে। আমার প্রবাসের প্রত্যেক দিবসের সংবাদ—গুপ্তচর-মুখে অবগত হবে। আর আমার বক্তব্য কিছুই নাই।

উজী। (ভগ্নস্বরে) প্রভু—এই বয়সে,—শোক-তাপ-ক্লিষ্ট দেহ প্রাণে—এ গুরুভার বহন যে, আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য কার্য্য! বৃদ্ধ—নয়নের জ্যোতি হারা হ'য়ে, কি নিয়ে রাজকার্য্য ক'র্‌বে নবাব? জাঁহাপনা! আমি যে দুঃখে দুনিয়া আঁধার দেখ্‌ছি!

নবা। সচিব! তুমি অধৈর্য্য হ'লে যে—আমার সর্ব্বদিকে অমঙ্গল! সম্পদে

বিপদে—তুমিই আমার একমাত্র সহচর! উজীর, এই আমার রাজমুকুট গ্রহণ কর, এই আমার পরিচ্ছদ—অলঙ্কার—তরবারি গ্রহণ কর, আজ হ'তে বসোরা রাজ্যে তুমিই নবারের প্রকৃত প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ-কার্য্য পরিচালন কর।

(পরিচ্ছদাদি উজীরকে প্রদানান্তে নবাবের ফকিরের বেশ ধারণ।)

উজি। প্রভু! রাজ্যেশ্বর! একি বেশ? রক্ষা করুন প্রভু! রক্ষা করুন! এ দৃশ্য হৃদয়বিদারক!

১ম সভা। খোদা! একি দেখালে দয়াময়? খোদা! তোমার প্রতি-নিধির—আজ একি বেশ?

২য় সভা। আর জীবনে সাধ নেই! সত্যই আজ বসোরা রাজ্যের মহাদুর্দ্দিন!

(সকলে অবনতমুখে ক্রন্দন)

নবা। রক্ষী! বেগম সাহেবাদের জানাও—যাত্রার সময় উপস্থিত।

(রক্ষীর সেলামান্তে প্রস্থান।)

ভাই সব! খেদ ক'রো না—দুনিয়ায় আমি কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসিনি—কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাব না! বসোরার মঙ্গলার্থে, খোদার করুণা ভিক্ষার্থী আমি! এই নিষ্কাম বেশই—তার উপযুক্ত বেশ!!

(ফকিরণীর বেশে বেগম, মম্‌তাজ,
মেহের ও তাতারণীগণের প্রবেশ)

উজী। হা খোদা! আমার মাতৃস্বরূপিণী—নবাব-পরিবারবর্গও যে, সকলে ফকিরণীর বেশ ধারণ ক'রেছেন! পিতা মাতাকে এ সাজে আর

দেখ্‌তে পরি না—আর সহ্য হয় না! নবাবসাহেব! এ কঠোর উদ্যম ত্যাগ করুন! বসোরার বিংশতি লক্ষাধিক নবাব-সন্তানের হস্ত—এক্ষণে তরবারি গ্রহণে বিশেষ পারদর্শী! তক্তে ব'সে, হুকুম করুন—বোগদাদপতির এ প্রচ্ছন্ন প্রবঞ্চনার উপযুক্ত প্রতিফল দান করি।

২য় সভা। প্রতিপালক পিতা নিষ্ঠুর হ'য়েছেন ব'লে কি—মা জননীগণ! তোমরাও পাষাণী হয়েছ? ভাগ্যদোষে আমরা আজ পিতা মাতা উভয়েরই স্নেহময় ক্রোড়ে বঞ্চিত হ'লেম!

বেগ। সন্তানপ্রতিম, বসোরাবাসিগণ! রাজ্যের বিপদ্ উদ্ধারের জন্য, যখন তোমাদের অতি প্রিয় নবাব—দুনিয়ার সকল প্রলোভন ত্যাগ ক'রে—আজ ফকিরের বেশ ধারণ ক'রেছেন, তখন তোমাদের নবাব-মহিষী—তোমাদের মঙ্গলকামনায়, ছায়ার ন্যায় নবাবের সহগামিনী না হ'য়ে—কোন্ প্রাণে—কি ছার আশায়, বিরামমন্দিরে কালতিপাত ক'র্‌বে! রাজ্যের শুভাশুভ কর্ত্তব্যে—রাজ্যপালক ও রাজমহিষীর সমান দায়িত্ব! খোদার চরণে—আমার অটল বিশ্বাস! আমি ব'ল্‌তে পারি যে, মহান্ আত্মত্যাগী—উদারপ্রাণ বসোরাপতি—নিশ্চয়ই বসোরাকে বিপদ্‌মুক্ত ক'রে—অচিরে বসোরায় ফিরে আস্‌বেন! সতীর প্রাণের কামনা—কখনো বিফল হবে না! তোমরা সকলে, প্রসন্ন চিত্তে—কিছুদিনের মত, তোমাদের নবাব সাহেবকে বিদায় দাও।

১ম সভা। মাগো! সকলেই নিদয় হ'য়ে, আমাদের ত্যাগ ক'রে চল্‌লেন—আমরা আর কি সুখে গৃহে ফির্‌বো মা!

নবা। ভাই সব! এ ফকিরের অনুরোধ—আমার অনুপস্থিত-কালে, সকলে ধৈর্য্য ধারণ ক'রে—রাজ্যের মঙ্গলকামনায় নিয়োজিত থাক্‌বে।

(বেগে দেলদারের সহিত কুলসমের প্রবেশ।)

দেল। জনাব! জনাব! এ দীনের দোস্তির বুঝি এই পুরস্কার!

নবা। (স্বগত) আরে! একে আবার কে সংবাদ দিলে? (প্রকাশ্যে) দোস্ত! তুমি আবার ছুটে এলে কেন?

দেল। প্রাণ টান্‌লে—তাই ছুটে এলুম! জনাব! এমন ক'রে ফাঁকি দিতে হয়?

নবা। কি ফাঁকি দিলুম দোস্ত!

দেল। ফাঁকি দিলেন না নবাব! আপনারা সবাই—বেশ সেজে গুজে, বোগ্‌দাদ্ চ'লেছেন, আর এ আভাগা—সঙ্ সেজে্ এ শূন্য পুরীতে—প'ড়ে থাক্‌বে কেন—বলুন ত?

নবা। এ সাজ কি—বেশ সাজ! সাধ ক'রে কি কেউ—এ সাজ গ্রহণ করে?

দেল। ঐ সাজই—উত্তম সাজ, ওসাজের মর্ম্ম কেউ জানে না! আমাদেরও একজোড়া—ঐ সাজ আনিয়ে দিতে—হুকুম করুন!

নবা। কেন, তুমি ও সাজ নিয়ে কি ক'র্‌বে?

দেল। আপনি যা ক'রেছেন—যেথায় চ'লেছেন—আমিও তাই ক'র্‌ব—তথায় যাব!

নবা। সে কি কথা! তুমি আমার সাথে কোথায় যাবে? তোমাদের সকলের উপর—আমি আমার এ রাজ্য রক্ষার ভার অর্পণ ক'রে যাচ্ছি।

দেল। আমি রাজ্যের রক্ষক হওয়ার চেয়ে, তার মালিকের রক্ষকত্ব ক'র্‌তে বড় ভালবাসি;—আর তাই ক'র্‌বো। সে কার্য্যে, স্বয়ং খোদাও বাধা দিতে পার্‌বে না!

নবা। দোস্ত! তুমি অবুঝ হ'য়ে—আমার কথা অবহেলা ক'রো না। তুমি রাজপুরে অবস্থান কর,—আমি ত অধিক কাল বোগ্দাদে বাস ক'র্বোনা!

দেল। অপরাধ গ্রহণ ক'র্বেন না সাহেব! এখন আর আপনি রাজ-পুরীর মালিক ন'ন—সুতরাং আপনার হুকুম পালনে এ দাস অপারক! আবার যখন, রাজবেশে—তক্তে ব'সে হুকুম দেবেন—তখন মাথা পেতে নেব।

নবা। দোস্ত! আমার কথা রাখ্বে না?

দেল। কিছুতেই না! উজীর মহাশয়! আমাদের দুটো পোষাক আনিয়ে দিতে বলুন।

নবা। দোস্ত! আমার কথা রাখ,— কেন বৃথা কষ্ট পাবে?

দেল। উন্মত্ত নবাব! আমার কষ্ট—দুঃখ কি বেশী হ'ল? নরপালক! দুঃখ কষ্ট যতদূর হবার,—তা হ'তে আর বাকী নেই! যে সময় চ'খে দেখ্ছি—ন্যায় ধর্ম্মের অবতার, দয়াল ধরণীশ্বর ফকিরের বেশে! চির অন্তঃপুরবাসিনী জননীরা নিরাভরণা—ফকিরণীর বেশে!—তখনই হৃদয়ের মধ্যে একটা ঝড় ব'য়ে গিয়েছে! নবাব সাহেব! এক্ষণে আমাদের পোষাক দিতে হুকুম করুন!

নবা। নবাব-প্রতিনিধি! দোস্তকে একজোড়া ফকিরের বেশ দিতে বল।

(জনৈক রক্ষী কর্ত্তৃক দেলদারের হস্তে দুইটী ফকিরের বেশ প্রদান।)

দেল। কুলসম! শাস্ত্রমতে তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী—যদি এ কথা সত্য হয়, তাহ'লে এই নাও—তোমার উপযুক্ত বেশ! এই বেশ পরিধান ক'রে—তোমার পূজনীয় বেগমমাতাদের পদসেবার্থে, তাঁদের সহযাত্রী হও।

কুল। পতি! পিতৃমাতৃহীনা অভাগিনী আমি,—যাঁদের অপার করুণায় বাল্য হ'তে পালিত হ'য়ে—আজ আমি সংসারে সৌভাগ্যবতী, —আজ আমার সেই পিতা মাতারা যখন—তুনিয়ার ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ ত্যাগ ক'রে চ'ল্‌লেন, তখন এ দাসীও মহা আনন্দে—ফকিরণীর বেশে—পদসেবার জন্য, তাঁদের সহগামী হবে।

নবা। কুলসম! তুমি নারীরত্ন! তবে আর কেন—আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ হ'য়েছে! বসোরা—আমার স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমি! অকৃতী সন্তানকে বিদায় দাও মা! মাগো! যদি তোমার স্তন্য সুধার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি—তাহ'লে আবার ফিরে এসে—তোমার শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্‌ব! আর যদি সন্তানের কার্য্যে অপারক হই, তাহ'লে এ অযোগ্য সন্তান—তোমার স্নেহময় আশ্রয় হ'তে, চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হবে! এস রাজপ্রতিনিধি! এস অমাত্যগণ! শুভ সময় অতিবাহিত হয়, আর বিলম্ব বিধেয় নয়।

উজী। (চক্ষু মুছিতে মুছিতে) নরনাথ! আমার দেহ প্রাণশূন্য—চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌ছি! পয়গম্বর—শেষ জীবনে যে, আমার ভাগ্যে এত কষ্ট লিখেছিলেন, তা আমি স্বপ্নেও অনুমান ক'র্‌তে পারি নি।

নবা। ভাই সব! আজ শোক-মোহকে পরাস্ত ক'রে—কর্ম্মক্ষেত্রে নিজেদের ব্যাপৃত রাখ! কর্ম্মই—জীবনের সুখ, কর্ম্মই—জীবনের গতি! কর্ম্মই—জীবনের সমাধি!! রক্ষী! আমার যান বাহন—লোক লস্কর প্রস্তুত?

রক্ষী। সবাই প্রস্তুত—খোদাবন্দ! গুপ্তদ্বারে অপেক্ষা ক'র্‌ছে।

নবা। তবে আসুন সকলে।

১ম সভা। হায়! হায়! আজ বসোরার রাজতক্ত—রাজশ্রীহীন হ'লো।

২য় সভা। এ দুঃখ আমরা কি ক'রে সহ্য ক'র্‌ব?

দেল। (যাইতে যাইতে) এ সাজ যে দেখ্‌ছি—বড় বড়িয়া সাজ! প'র্‌তেই প্রাণে এক নূতন ভাব দেখা দিয়েছে! খোদা! তুমি কখন যে কাকে কি সাজ পরাও, তা কে ব'ল্‌তে পারে? তোমার বাহাদুরী আঠার আনা—আমারও কিছু কম্‌তি নয়! এর মধ্যে অনেক সাজ পরিবর্ত্তন ক'র্‌লুম। কিন্তু আপশোষ—দুনিয়ার কেউ দেখে না,—কেউ বোঝে না!!

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

-:*:-

(বোগদাদ—ওমরাহ্‌জাদার প্রাসাদ-অভ্যন্তরস্থ চাঁদনীতল)

মির্জ্জান পদচারণা করিতেছেন।

মির্জ্জা। কহিনুর! তোমার এত অভিমান? বিগত রজনীতে, আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নি ব'লে, তুমি আমার অজ্ঞাতে—স্বামীর বিনানুমতিতে—গোপনে পিতৃগৃহে পলায়ন ক'রেছ! তুমি একজনের বিবাহিতা পত্নী! সে কথা কি একবারও—তোমার মন মধ্যে উদয় হ'ল না! আত্মাভিমানে অন্ধ হ'য়ে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে

গিয়েছ,—বেশ ক'রেছ ! আমার আর কোন দোষ নাই। ধর্ম্মের কাছে আমি মুক্ত ! গর্ব্বিতা রমণী ! গ্রহবৈগুণ্যে যে ভুল ক'রে—দিবারাত্রি অনুতাপানলে দগ্ধ হ'য়েছি !—আজ তুমি নিজেই আমার সে ভুলের সংশোধন ক'রে,—আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল ক'রেছ ! —কিন্তু শান্তি কৈ ?—কোথায় শান্তি ? আমি কি সেই মির্জ্জান ! সে মির্জ্জান—দুনিয়ার বক্ষে,দেবতার প্রতিমূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছিল—আর এ মির্জ্জান—সংসার মধ্যে অধঃপতনে, সয়তানের মূর্ত্তিতে মুখ লুকুতে চাচ্ছে !! বহুদূর ! বহুদূর !! বহুদূর—নিম্নে পতিত হ'য়েছি !

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। (ব্যস্ততার সহিত) হুজুর—হুজুর ! কোতোয়াল সাহেব দ্বারে উপস্থিত ! আপনার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করেন।

মির্জ্জা। (সবিস্ময়ে) কোতোয়াল সাহেব ! কোতোয়াল সাহেব !! আমার দ্বারে উপস্থিত ! কেন—কি কাজে এসেছেন ?

বান্দা। তা জানি না হুজুর ! শুধু কোতোয়াল সাহেব নয়,—আরও অনেক আদ্‌মি এসেছে।

মির্জ্জা। তোকে তারা কিছু বলেনি !—কি জন্য আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চায় ?

বান্দা। না হুজুর ! তাদের মতলব—বড় ভাল ব'লে বোধ হয় না !

মির্জ্জা। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ! একি আবার নূতন বিপদের সূচনা !! (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুই যা, তাদের ভিতরে আস্‌বার অনুমতি জানা।

বান্দা। যো হুকুম।

(বান্দার প্রস্থান)

মির্জ্জা। দেখ্‌ছি, নিশ্চয়ই কোন বিপদ্ ঘট্‌বে? তাতে ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নেই! বিপদ্ ভোগ কর্ব্বার জন্য যখন জন্মেছি, তখন বিপদে—ভয় পেলে চ'ল্‌বে কেন? বিপদ্ আসে আসুক! যত অধিক ভয়ঙ্কর বিপদই হক—আমি সানন্দে, মাথা পেতে দিতে প্রস্তুত আছি! জীবনে আর আমার সাধ নেই! এ উত্থান পতনের বিভীষিকা—আর আমার ভাল লাগে না। এ জীবন-কারার দণ্ড ভোগের শেষ হ'ক। ফুরসুৎ দাও খোদা!—ফুরসুৎ দাও!!

(বান্দার সহিত নাজীর ও কোতোয়ালের প্রবেশ।)

কোতো। আদব্ মিঞা সাহেব!

মির্জ্জা। আদব্ সাহেব! আস্‌তে আজ্ঞা হয়! গরিব-খানায় আসন গ্রহণে—অভাজনকে কৃতার্থ করুন! সাহেবদের কুশল প্রার্থনা করি!

কোতো। মির্জ্জা সাহেব! বড়ই দুঃখের সহিত আপনাকে জানাতে হ'চ্ছে যে, আজ আমরা আপনার দোস্তরূপে—আপনার আবাসে পদার্পণ করি নাই।

মির্জ্জা। তবে কি বেশে,—কি অভিপ্রায়ে, আপনাদের শুভাগমন হ'য়েছে?

কোতো। সম্রাট্, দরবারের—নাজীরের মুখেই—আমাদের আগমনের কারণ অবগত হবেন।

মির্জ্জা। নাজীর সাহেব! তাহ'লে কৃপা ক'রে—আপনাদের এ অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে—আমার চিন্তা দূর করুন।

নাজী। মির্জ্জা সাহেব! বাদসাহ-দরবারে, তোমার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত হ'য়েছিল, বাদসাহের ন্যায়বিচারে—তোমার সমস্ত সম্পত্তি—সরকারে বাজেয়াপ্তির সহিত—তোমার প্রাণ-

দণ্ডের আদেশ হ'য়েছে! আমরা তোমাকে—বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি।

মির্জ্জা। খোদা!—খোদা! অভাগার দিবাযামিনীর কাতর ক্রন্দন—এতদিন পরে কি তোমার কর্ণে পৌঁচেছে! করুণাময়! তাই—হৃদয়ে করুণার উদরে—সন্তানকে কোল দিতে অগ্রসর হ'য়েছে? (প্রকাশ্যে) বহুত আচ্ছা খবর—দোস্ত! বড় সুসময়ে—বড় সুসংবাদ আনয়ন ক'রেছ।

কোতো। তাহ'লে প্রস্তুত হ'ন—মির্জ্জা সাহেব! আপনি এক্ষণে বন্দী হ'য়েছেন। এখনি আপনাকে আমাদের সঙ্গে গমন ক'র্‌তে হবে।

মির্জ্জা। তার জন্য চিন্তা কি দোস্ত! আমি ত প্রস্তুতই আছি! তবে দোস্ত! আপনারা দয়া ক'রে—যে কার্য্যেই হ'ক, যখন আমার গৃহে পদার্পণ ক'রেছেন—তখন আমাকে আতিথ্য সৎকারের সুযোগ দানে, বাধিত করুন।

কোতো। আপনি কি ব'ল্‌ছেন—মির্জ্জা সাহেব? এখন আর আমরা—আপনার দোস্ত বা অতিথি নই! এখন আমরা প্রভুভক্ত নফর! প্রভুর হুকুম তামিল ক'র্‌তে এসেছি মাত্র! এ সময়ে, অনাবশ্যকীয় আন্দোলনই—বিধিবহির্ভূত কার্য্য।

মির্জ্জা। বাদসাহের প্রভুভক্ত নফর হ'লে কি—মনুষ্যত্বকে গৃহে রেখে আস্‌তে হয়? কোতোয়াল সাহেব! এমন প্রভুভক্ত—কর্ত্তব্য-পালক মূর্ত্তিতে ত—পূর্ব্বে আর কখন দেখ্‌তে পাই নি!

কোতো। আপনি তবে, আমায় পূর্ব্বে কি মূর্ত্তিতে দেখেছেন—ব'ল্‌তে চান?

মির্জ্জা। সাহেব! তখন বোধ হয়—স্বীকার ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হবেন যে, অন্ধকারে—আপনার চ'খের উপর—কত শত পাপ কার্য্যের অভিনয়

হয়েছে! কই তখন ত—নিয়মিতরূপ কর্ত্তব্য পালনে, সাহেবের এতাদৃশ উৎসাহ দেখিনি!

কোতো। আপনি দেখ্‌ছি—ভদ্রতার সীমা অতিক্রম ক'রে, কথা বার্ত্তায় অলীক বিষয়ের—আলোচনা ক'র্‌ছেন! আপনার সহিত আমাদের—কোন সম্বন্ধ নেই, আপনি বিবেচনা ক'রে—অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হবেন! খাতিরে—আপনার সহিত সাধারণ বন্দীর ন্যায়—ব্যবহার করিনি! তাই আপনি—গর্হিত আচরণেও শঙ্কিত হ'চ্ছেন না!

মির্জ্জা। সাহেব! ভদ্রতার খাতিরে—আমার সহিত সাধারণ বন্দীর ন্যায় ব্যবহার ক'চ্ছেন না? না—বহুপূর্ব্বকার প্রত্যেক রজনীতে—একত্রে পান ভোজনে, অভিলাষ মত—প্রযত্ন-প্রদত্ত—রাশি রাশি আস্‌রফির মর্য্যাদার গুণে—অধমের সহিত অসদ্ব্যবহারে—কিঞ্চিৎ লজ্জিত হ'চ্ছেন!

কোতো। মির্জ্জা সাহেব! সাবধান হ'য়ে কথা কও। অকারণ তুমি একজন উচ্চপদস্থ—বাদসা-ভৃত্যের নামে কলঙ্ক অর্পণ ক'র্‌ছ! তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক—শঠ—নরহত্যাকারীর পক্ষে সকলই সম্ভব!

মির্জ্জা। সাবধান সাহেব! সংযত ভাষায় অভিমত ব্যক্ত করুন! বিশ্বাস-ঘাতক—আমি, না—তুমি? প্রবঞ্চক—আমি, না—সাহেব নিজে? অসার পদগৌরব—চিরদিনের নয়! পুনরায় আমার সম্মুখে, ওরূপ অভদ্রোচিত ভাষা প্রয়োগ ক'র্‌লে—ধৈর্য্যের সীমা থাক্‌বে না!

নাজী। বৃথা বাক্যযুদ্ধে—আমাদের কোন আবশ্যক নেই! চল সাহেব আমাদের কর্ত্তব্য পালন ক'রে—দরবারে ফিরে যাই।

কোতো। এখুনি তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান ক'র্‌ছি (ইঙ্গিতধ্বনি করণ ও রক্ষিগণের প্রবেশ) রক্ষিগণ! সাহেবের হাতে—হাত-কড়ি লাগাও।

মির্জ্জা। হাতকড়ি দিতে হবে না! কোথায় যেতে হবে—চল, আমি স্থিরভাবে গমন ক'র্ছি।

কোতো। আমাদের কাছে আর অতটা আব্দার নাই ক'র্লে! নিলর্জ্জ! নরঘাতক!

মির্জ্জা। (সরোষে চাহিয়া) নিলর্জ্জ—বিশ্বাসঘাতক—পরপদলেহী কুক্কুর—সে তুই নিজে!!!

কোতো। (প্রহার) আরে কমবক্তা! তোর মরণের জন্য, শূল প্রস্তুত হ'য়েছে! সেথায় গিয়ে—মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিস্! যাও রক্ষিগণ! বন্দীকে সাবধানে—কারাগারে নিয়ে যাও! নাজীর সাহেব! আপনি হারেমের—সমুদয় জিনিষ পত্রের তালিকা ক'রে, প্রত্যেক কক্ষে কুলুপ দিয়ে, শিল ক'রে আস্বেন।

নাজী। আপনি একবার আমার সহিত, সমুদয় গৃহগুলি পরিদর্শন ক'রে গেলে—ভাল হ'ত না?

কোতো। বেশ কথা, চলুন! রক্ষিগণ! আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত, সবুর কর।

(উভয়ের প্রস্থান)

মির্জ্জা। দুনিয়ায় অমূল্য মানব জীবনের এই পরিণাম! খোদা! শেষ এই-রূপে তোমার চরণে স্থান পেতে হবে! দুনিয়া! কে বলে তোমায়—পরম সুখস্থান। তোমার কোলে যা কিছু দেখ্‌লুম,—সবই পাপের প্রমত্ত লীলাভিনয়! মিথ্যার বিরাট ছলনা! খোদা! তোমার রাজত্বে আজ তোমার সন্তান—পশুর ন্যায় আবদ্ধ হ'য়ে,—জীবন হারাতে চ'লেছে! জীবন যায় যাক্—প্রভু! তাতে ক্ষতি নেই,—কিন্তু মালিক! তোমার উপর হুকুম চ'ল্‌বে!!—আর আমায় এই ভাবে মরতে হবে!!—এই আমায় মহা দুঃখ!!!

(কোতোয়ালের পুনঃ প্রবেশ)

কোতো। চল রক্ষিগণ! বন্দীকে নিয়ে চল—চল বীরবর!

মির্জ্জা। (একবার রুক্ষ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়া) কর্ত্তব্যপালক! প্রভুভক্ত! নরচর্ম্মাবৃত পশু! তুই নিশ্চয় জানিস—আমি তোর মত হেয় কাপুরুষ নই—যে, বিপদে ভীত হব!

কোতো। চল সাহেব! শূলদণ্ডে তোমার—নূতন জীবনের সৃষ্টি ক'রে দেব। রক্ষী! চল—চল!

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম—দৃশ্য।

(বাইজীর বাটীর পার্শ্বস্থ রাজপথ।)

দেওয়ানা বেশে মিনার।

মিনা। মির্জ্জান! তুমি সত্যই আমায়—চিরদিনের মত বর্জ্জন ক'র্‌লে! এতদিন গেল—কই একবারও ত, আমায় দেখা দিলে না! হা খোদা! আমার সে মনের তেজ—কে হরণ ক'র্‌লে? সংসারের সকল বন্ধন যে ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে! মির্জ্জান! তুমি আমায় এত শীঘ্র ভুলে গেছ! আমি কিন্তু তোমায় মুহূর্ত্তের জন্য ভুল্‌তে পারি নি! আমার সব ফুরিয়েছে,—আর তার আশা করা বৃথা! শত চেষ্টায়ও, আমি এ উপেক্ষিত জীবন নিয়ে, তার চরণতলে উপস্থিত হ'তে পার্‌ব না—তবে আর কেন? আর ত ঘরে থাকৃতে পারিনি,—সংসারের এ আবদ্ধতা আর ভাল লাগে না! হৃদয়ের কোন স্পৃহণীয় প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে, দিবারাত্রি এ আঁধার কারায়—দুঃখানলে পুড়ে মর্‌ব! হায়—রমণীজীবন! তুমি অতি অসার—অতি দীন—অতি হীন! তোমার এত গর্ব্বের—রূপ যৌবন,—এত আদরের—প্রেম-ভালবাসা-পরিপূর্ণ

প্রাণ,—আজ কোথায়? কুহকিনি! তোমার কুহকজাল—আজ কে ছিন্ন ক'র্‌লে? একদিনে তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ হ'য়েছে! তবে আর কেন? দেখ্‌লে সব,—বুঝ্‌লে সব, এখন তাপদগ্ধ প্রাণ বিনিময়ে— নিজের মুক্তি অনুসন্ধান ক'রে নাও।

(দ্রুতপদে আনামুল্লার প্রবেশ)

আনা। আড়ে কিহে ঠোকডা ঠোমাডে ডে টিনি টিনি বডে বোড হট্টে?

মিনা। আমার পরিচয়ে তোমার, আবশ্যক কি?

আনা। আড়ে ঠুমি কোঠাকাড্ লোক, আমি টোমাড্ পটিডয় ডিজ্ঞাঠা করচুম, টুমি টাড ডবাব ডেবেটো ডাও, না হয় আডি টলে ডাই, আমাড ভাডি কাড আঠে।

মিনা। তুমি না ব'ল্‌লে—আমায় চেন, তবে আবার আমার পরিচয় চাচ্ছ!

আনা। (আপাদ মস্তক দেখিয়া) এটি? তুমি আমাডের মিনাড বিড়ি না? তুমি বেটাঠেলে ঠেডেছ কেঁড!

মিনা। তুমি কাকে কি ব'ল্‌ছ? কে তোমাদের মিনার বিবি?

আনা! টুমিই ট মিনাড বিডি, আড টালাকি কর্‌ঠ কেঁড?—আমায় কি বোকা পেড়ে? (জন কয়েক মুসাফেরের প্রবেশ) ঐ ঠব মুঠাফিরডা টলে গেড। আমি আড ডাড়াটে পারঠি না।

মিনা। ওরা সব কোথায় যাচ্ছে?

আনা। কেঁড—টুমি কিঠু খবড ডাননা! আড্‌ডে ঠোমাট ঠেই মিরডা ঠাহেবের ঠুল হবে।

মিনা। সে কি? মির্জ্জা সাহেবের শূলদণ্ড হ'য়েছে? কেন হ'য়েছে? কি অপরাধে? বল—দয়া ক'রে বল; আমায় সব কথা খুলে বল!

আনা। আড়ে এডে ভাডি আপড হ'ড ডেখ্‌টি। টপ্ পট্ ক'ডে

টডে, ঠুনে নেও—ঠোমাড ঠেই মিরডা ঠাহেব একঠা আড্‌মিটে খুঁড করেঠে ব'ডে—বাড্‌ঠার বিটারে টার ঠুলডণ্ড হ'য়েঠে। আমি টলড়ুম্, ওডা ঠব টলে গেড।

মিনা। মির্জ্জান! মির্জ্জান! শেষ তোমার এই পরিণাম হ'ল! একটু দাঁড়াও মিঞা! আমি তোমার সাথে যাব।

আনা। না—বিডি ঠাহেব, আডি আড ডাডাটে পার্‌ড না। আমি ঠল্‌লুম।

(প্রস্থান)

মিনা। উঃ—কি নিমকহারামী! এই সমস্ত বন্ধু না—দশদিন পূর্ব্বে তার গোলামিতে জীবন বিক্রয় ক'রেছিল! তার মুখের কথায়—এরাই না মর্‌ত বাঁচ্‌ত! তারাই আজ—সেই মির্জ্জা সাহেবের হত্যাভিনয় দেখ্‌বার জন্য—উন্মাদের ন্যায় ছুটে চ'লেছে। উঃ! দুনিয়া! তুমি কি ভয়াবহ স্থান! তোমার ভীষণ শ্বাপদ-সঙ্কুল বনস্থলীতে—আর চির বিভব-বিলাসপূর্ণ মানবের আবাসক্ষেত্রে দেখ্‌ছি—কোন প্রভেদ নেই!— বরং এ ক্ষেত্রে, বন্যপশু অপেক্ষা—নরপশুই হিংস্রত্বে সমধিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ক'রেছে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—দেখে শুনে—প্রাণে বড়ই ঘৃণার উদয় হ'য়েছে—আর আমার জীবনে সাধ নেই! এই ত সময় উপস্থিত—এমন অবসর আর আস্‌বে না! যদি পারি, তাহ'লে আমার হৃদয়ের—সমস্ত ভালবাসার মালিক ব'লে—যাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলাম, সেই মালিকের জীবন রক্ষার্থে—এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দেব!! খোদা! খোদা! খোদা! আমি মহা পাপিনী,—ভুলেও কখনও তোমার নাম মুখে আনিনি! আজ তোমার নামে হৃদয় মেতে উঠেছে,—চ'খের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

দোহাই খোদা! আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও! আমি দুঃখিনী—পতিতা—সন্তান তোমার! হতভাগিনীকে কৃপা কর! যেন তোমার দয়ায়—আমার রমণীজীবন সার্থক হয়! একজন সঙ্গী পেলে—বড় ভাল হ'ত! এই না—কারা এদিকে আস্‌ছে?

(মাহিরুদ্দমিঞা ও তাহার সহচরের প্রবেশ।)

সহ। আরে মিঞা! এ ত বড়—খাপ সুর্‌ত লেড়্‌কা দেখ্‌ছি!

মাহি। আরে একে? মিনার বিবি! তুমি পুরুষের বেশ ধ'রে—কোথায় চ'লেছ?

মিনা। সাহেব! তুমি এমন ফিট ফাট সেজে—কোথায় যাচ্ছ?

মাহি। আমার এক দোস্তের বাড়ীতে খানা আছে,—আমাদের নিমন্ত্রণ হ'য়েছে।

মিনা। সত্য কথা ব'ল্‌তে বুঝি—কখনও শিক্ষা পাওনি? যে খানা উপলক্ষে জাঁক জমকে ছুটে চ'লেছ!—সে খানায়—মানুষের নিমন্ত্রণ হয় নাকি? আমি ত জানি—তাতে শৃগাল কুকুর আর শুকুনি গৃধিণী-রই নিমন্ত্রণ হয়!!

মাহি। তার মানে কি—বিবি?

মিনা। তার মানে—আমি কি ব'ল্‌ব? নিজের মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ—সেই তার সঠিক জবাব দেবে।

মাহি। তা যাক বিবি! আজকাল তোমার মেজাজ কেমন,—একটু শুধ্‌-রেছে? আমরা ত তোমায়—গোড়ায় সাবধান ক'রেছিলেম, তুমি শুন্‌লে না—এখন পস্তাচ্ছ!

মিনা। আমি যা ভাল বুঝেছি—তাই ক'রেছি। সে বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার ক'র্‌তে—তোমায় অনুরোধ করি নি!

মাহি। দেখ বিবিসাহেব ! যদি রাগ না কর, তাহ'লে তোমায় একটী কথা বলি ! আচ্ছা আমাদের উপর একটু নেক নজর কর না ! বহুদিন হ'তে তোমায় -মনে মনে ভালবেসে—আগুনে পুড়ে ক্ষাক হ'য়ে গেলুম ! কেন—আমায় কি তোমার পচ্ছন্দ হয় না ?

মিনা। (রুক্ষস্বরে) কি ব'ল্ছ মাহিরুদ্দ মিঞা ? তুমি কাকে কি ব'ল্ছ—তোমাতে—আমাতে—সম্বন্ধের কথাটা, কি একেবারে ভুলে গেছ ? আমি না—তোমাকে বাল্যকাল হ'তে পিতৃসম্বোধন ক'রে আস্ছি ? তুমি না—আমায়, তোমার কন্যা ব'লে—হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলে ? তোমার স্ত্রীকে আমি জননীর মত ভক্তি করি—না ! তুমি কি জ্ঞান হারিয়েছ ? মনুষ্যত্ব কি তোমায়—একেবারে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে ? এতদিন তোমায়, আমি মানুষ ব'লে ভক্তি ক'র্তুম,—এখন দেখ্ছি, তুমি সামান্য পশু অপেক্ষা হীন !

মাহি। আচ্ছা বিবি ! মুখে ব'ল্লেই কি, তাই সত্যি হয় ! অমন কত লোক, মুখে মুখে সম্বন্ধ পাতায়,—আবার প্রয়োজন হ'লে, ওসব কথা মুছে দেয়—তুমি দু একটি নজির দেখ্তে চাও ?

মিনা। সাহেব ! শত ধিক্ তোমায় ! তোমার কথা কইতে লজ্জা বোধ হ'চ্ছে না ? আবার তুমি ঐ জঘন্য কথা নিয়ে—আমায় নজির দেখাতে চা'চ্ছ ? রাশ--রাশ কেতাব প'ড়ে বুঝি—তোমাদের ঐ জ্ঞান জন্মেছে ! তোমাদের মত লম্পটের জীবনে শত ধিক্ ! তোমাদের মত মহাপাতকীর মুখ দেখ্লেও পাপ আছে !

মাহি। তোমার এখনও এত তেজ ! এত দম্ভ ! যার জন্যে তেজ দম্ভ, সে ত—তোমায় লাথি মেরে পরিত্যাগ ক'রে গিয়েছে। এখনও তার চেহারা—দিনে রেতে স্বপ্ন দেখ্ছ নাকি ? তোমার সে আশার

মুখে ছাই দাও, তোমার সেই জানের জান—আজ শূলে চ'ড়্ছেন! সে—সু-খবর তুমি শোননি?

মিনা। নরাধম! অকৃতজ্ঞ জীব! ও কথা মুখে ব'ল্তে তোর জিব খ'সে প'ড়্লো না! তোরাই না তার দোস্ত ছিলি? তুই না—তাকে বড় পেয়ার ক'র্তিস্? যে মির্জ্জা সাহেবের দয়ায়—আজ সংসারে মানুষ ব'লে পরিচিত—যার দানশীলতায় বৃক্ষতল ছেড়ে, মোকামে গিয়ে বাস ক'রেছিস্—যার দানা পানীতে আজ বুক ফুলিয়ে, জনসমাজে বিচরণ ক'র্ছিস—সেই পবিত্রপ্রাণ—মির্জ্জাসাহেবের প্রাণদণ্ড হবে! পশু প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে—তাই দেখ্তে,সবাই মিলে ছুটে চ'লেছিস্! উঃ! কি নৃশংস বিশ্বাসঘাতক নরপশু! মা মেদিনী! এদের মত মহাপাতকার দেহের ভার—তুমি কেমন ক'রে বহন ক'র্ছ মা?

জঃ-সহ। আরে মিঞা! এখন চল, এতক্ষণে বোধ হয়—সব শেষ হ'য়ে গেল! ও রোগের ওষুধের ব্যবস্থা—পরে করা যাবে। যা দেখ্তে এলে, তা ভুলে গিয়ে, পথের মাঝে মিছে বকাবকি ক'র্তে লাগ্লে! এতক্ষণ বোধ হয়—সে কাজ শেষ হয়ে গেল!!

মিনা। কি ব'ল্লে—সব শেষ হয়ে গেল! শেষ হয়ে গেল—কি ব'ল্ছ? না—না—এখনও শেষ হয় নি। চল—চল—ছুটে চল! আমিও যাব! আমার সেথায় আজ মহৎ কার্য্য আছে! কি দেখ্ছ? কি দেখ্ছ?—এখনও তোমাদের অনেক দেখ্তে হবে,—অনেক ভুগ্তে হবে! সবে এই—পাপের প্রথম স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছ বৈ ত নয়! চল—চল—চল, আর না—ছুটে চল—ছুটে চল—বিলম্বে আমার বড় সাধে—বিষাদ ঘটবে!

মাহি। এ কে—এ! এ বেটীর চেহারা দেখ্লে যে প্রাণ কেঁপে উঠে! মিঞা! তুমি যাও—আমি আর সেথায় যাব না।

মিনা। সেকি বন্ধুবর? এরি মধ্যে যাবে না ব'ল্লে—চ'ল্বে কেন?

একটা নরহত্যা ক'র্‌বে—ভারি সাজগোজ ক'রে, তাই দেখ্‌তে চ'লেছ! ফিরে গেলে চ'ল্‌বে কেন? পাপীর শাস্তি পাপে! সে শাস্তিলাভে অরুচি কেন? ভয় কি মিঞা! পাপের সুন্দর বর্ম্মে তোমার দেহ—আচ্ছাদিত! পাপের স্বর্ণমণ্ডিত কাচখণ্ডে—তোমার চক্ষু আবৃত! ভয়ের কোন কারণ দেখ্‌ছি না! তুমি নির্ভয়ে চল! দেখ্‌বে, কেমন একটা মানুষকে হাত পা বেঁধে শূলে দিচ্ছে! কত আনন্দ হবে, কত আমোদ হবে, হা—হা—হা!!

মাহি। কি বিপদ্! তুমি সেথায় কি ক'র্‌তে যাবে?

মিনা। আমি সেথায় কি ক'র্‌তে যাব? সে কথা—সেথায় গেলে বুঝ্‌তে পার্‌বে! আমি কি ক'র্‌ব, তা সহস্র সহস্র নরচক্ষু দর্শন ক'র্‌বে—চল—তুমিও দেখ্‌বে চল, মাথার উপর—খোদা মালিক দেখ্‌বে, আর নীচে—দুনিয়ার মালিকের সহিত—বিস্তর নরচক্ষুতে—সে দৃশ্যের উপলব্ধি হবে। অমন দৃশ্য জীবনে আর কখন দেখনি! চল—অগ্রসর হও, আমায় অলক্ষ্যে কে যেন ডাক্‌ছে! আর আমি থাক্‌তে পার্‌ছি না, চল—চল—চল! আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

মাহি। চল মিঞা! এ বেটী আজ—কি একটা কাণ্ড কারখানা ক'র্‌বে দেখ্‌ছি—বেটী ক্ষেপে উঠেছে! কাজ নেই বাবা—মিছে কথা কাটাকাটিতে, বেটীর বুকের মধ্যে মস্ত ছোরা! চল মিঞা—চল!

মিনা। (বক্ষ হইতে ছুরি বাহির করিয়া) এইবার ধা'তে এসেছ! শান্ত ছেলের মত—পথ দেখিয়ে নিয়ে চল, হা হা! হা হা! এস—ত্বরিতপদে চ'লে এস।

মাহি। চল্ বেটী চল্! কি বিভীষিকা রে বাবা!

জঃ-স। হক ব'ল্‌ছি ভাই! এ বেটীকে দানায় ভর ক'রেছে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

-:*:

বোগদাদ ময়দানস্থ বধ্যভূমি।

পশ্চাতে মঞ্চোপরি বাদসাহের আসন।

বন্দীবেশে মির্জ্জান, নকীব, কোতোয়াল, রক্ষিগণ, দর্শকগণ।

নকী। দর্শকগণ! তোমরা কেউ গোলমাল ক'রো না! সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে—স্থিরভাবে অবস্থান কর! সাহান-সা—বাদসাহ ত্বরায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হবেন।

জঃ-রক্ষি। মুসাফির! সবকই চুপ্‌চাপ রও। খবরদার—হুঁসিয়ার—খবরদার!

মির্জ্জা। বিশ্বরঙ্গভূমে—এ হতভাগ্য অভিনেতার—বৈচিত্র্যময় জীবন-নাটকের অভিনয় কার্য্য, এতদিনে শেষ দৃশ্যে উপনীত! অনন্তকালের জন্য—এ জীবনের যবনিকা পতনের আর অধিক বিলম্ব নেই! ক্ষণকাল পরে এ অভিনেতার অস্তিত্ব—চিরদিনের মত—রঙ্গভূমির আলোকিত বক্ষ হ'তে, আঁধারের অনন্ত গর্ভে বিলীন হ'য়ে যাবে! যায় যাক্, তাতে খেদ নাই! কিন্তু মালিক! বিনা অপরাধে—অপরাধী সাজিয়ে—পশুর ন্যায় নিঃসহায় অবস্থায়, প্রাণ বধ ক'র্ব্বে,—আর ন্যায় ধর্ম্মের শাসন-দণ্ডধারী জগদীশ্বর—তুমি সহস্র চক্ষে, সেই দৃশ্য নীরবে দর্শন ক'র্‌বে! খোদা! তোমায় যে বুঝেছে—সে বুঝুক! আমি কিন্তু, তোমার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!

জঃ-রক্ষী। আরে! তোম্ কেঁও এত্‌না বক্ বক্ ক'র্‌তা?

নকী। রক্ষী! স্থির হও, দুদণ্ড পরে—যার সমস্ত শেষ হ'য়ে যাবে, তাকে আর বিরক্ত ক'রো না।

মির্জ্জা। দুদণ্ড পরে সমস্ত শেষ হবে! এ কথার ভাবার্থ—আমার মৃত্যু! মৃত্যু—তুমি সংসারমুগ্ধ—মানবের পক্ষে অতি ভয়াবহ বটে—কিন্তু আমার কাছে বড় সুন্দর—বড় আদরের—বড় প্রীতিকর! মৃত্যু! তুমি আমার ন্যায় মর্ম্মপীড়িতের আকাঙ্ক্ষার বস্তু! আমার ন্যায় সংসারতাপক্লিষ্ট—শ্রান্ত জীবনের—অনন্ত বিশ্রামদাতা! মানব-জ্ঞানাতীত—রহস্যময় মৃত্যু! তোমার পরপারে কি আছে জানি না, তবে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের অনুরূপ তুমি—তোমার আঁধারের পর—নিশ্চয়ই, চির প্রফুল্লিত আলোক-রাজত্ব! পুরাতনের পর—নিশ্চয়ই, নূতন জীবন—আমি নব জীবন লাভের জন্য বড় ব্যাকুল হ'য়েছি। সংসার-সমরাঙ্গনে—অবিরাম সংঘর্ষে, আমি আহত হ'য়ে—তোমার স্নিগ্ধ ক্রোড়ে, চিরনিদ্রার আশে আনন্দে অধীর হ'য়েছি!

(জনৈক ছদ্মবেশী বৃদ্ধ পথিকের মির্জ্জানের পার্শ্বে উপস্থিত হওন)

পথি। বাপ! তুমি অবোধের মত কি ব'কৃছ? মানুষ মাত্রেরই, সংসারে অশেষপ্রকার বিপদ্ আপদ্ আছে! তুমি খোদাকে ডাক, তাঁর দয়া হ'লে—তোমার সর্ব্ব বিপদ্ দূর হবে!

মির্জ্জা। শুভ্রবেশধারি!—আসন্ন-বন্ধু—কে তুমি! তুমি কি ব'ল্‌ছ? এখনও খোদা!

পথি। হ্যাঁ বৎস! এখনও খোদা! সর্ব্বসময়ে তিনি,—সৃষ্টিতে তিনি, স্থিতিতে তিনি, লয়েও তিনি! তিনি এখন লয়রূপে তোমার সম্মুখে,—তুমি ভীত না হয়ে, এক প্রাণে তাঁকে চিন্তা কর।

নকী। (উচ্চৈঃস্বরে) সাহান-সা—মহম্মদ-সা—সম্রাট্ সাহ বাহাদুর! (তিন বার)

রক্ষী। খবরদার! খবরদার! সবকই হুঁসিয়ার! বাদসাহ পৌছা।

(উজীর ও শরীররক্ষি পরিবৃত হইয়া সম্রাটের প্রবেশ।)

সকলে। জয়! সাহান-সা বাদসাহের জয়! জয় বোগদাদেশ্বরের জয়!

বাদ। উজীর! বন্দীকে আমার সম্মুখে আনয়ন কর। এবং পাপিষ্ঠের কৃত—নরহত্যা বিষয়ে, বাদসাহের দণ্ডাদেশ জানাও।

উজী। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা! রক্ষি! বন্দীকে বাদসাহের সম্মুখে হাজির কর।

বণি। (কুর্ণিসান্তে) দোহাই ধর্ম্মাবতার! দোহাই তুনিয়ার মালিকের—এ বান্দা সুবিচারের প্রার্থনা করে! এ যাতুকর—আমায় ধনে প্রাণে—জাহান্নমে দিয়েছে!

। স্থির হও—সওদাগর!

(মির্জ্জানকে বাদসাহের সম্মুখে আনয়ন)

বাদ। (স্বগত) এ কি! এ যে পরম সুন্দর যুবা পুরুষ! উজীর! বন্দীর হাতকড়ি উন্মোচন ক'রে দিতে বল।

(মির্জ্জানের হাতকড়ি উন্মোচন)

বণি। দোহাই—আল্লার! দোহাই মালিকের! দোহাই বাদসাহের! যুবক! বোগদাদ সহরবাসী—সম্রাটের এই সওদাগর প্রজা, তোমার বিরুদ্ধে, দরবারে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত ক'রেছে। অভিযোগে প্রকাশ—তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন—রজনীযোগে তোমার বাটীতে, নিমন্ত্রিত কোন এক ভদ্রলোককে—অসহায় অবস্থায়

অকারণ হত্যা ক'রেছ! সেই হত্যা কার্য্যে তোমার স্ত্রী—এই বণিকের কন্যা,বাধা প্রদানে অগ্রসর হওয়ায়—তুমি তাকেও হত্যা ক'র্‌তে উদ্যত হ'য়েছিলে! বিপন্ন-রমণী—কোন প্রকারে, উক্ত রজনীতে—তোমার বাটী হ'তে পলায়ন ক'রে, নিজের জীবন রক্ষা করে। সে কারণ তোমার পত্নীর পিতা—সওদাগর রহমান সেখ, তোমার নামে "নরহত্যা ও স্ত্রীহত্যায় উদ্যত হওয়া" এই দুই দফা অভিযোগ আনয়ন করে,—বিচারে রাজনীতি অনুসারে—তোমার শূল দণ্ডের বিধান হ'য়েছে। এক্ষণে নিজ পক্ষ সমর্থনে, তোমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে—সম্রাটের সমক্ষে ব্যক্ত কর।

বণি। দোহাই ধর্ম্মাবতার! দোহাই হুজুর! মালিকের—এ বান্দার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

বাদ। স্থির হও সওদাগর!

(ত্বরিতপদে উন্মাদিনী-বেশে মিনারের প্রবেশ)

মিনা। (বাদসাহের মঞ্চের নিম্নে হাঁটু গাড়িয়া উপবেশন করিয়া) বোগদাদেশ্বর! সাহান-সা বাদসাহ! দীন দুঃখীর রক্ষাকর্ত্তা! পাপীর শাস্তিদাতা! নরহত্যা অভিযোগে অভিযুক্ত—এই যুবক, হত্যা বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! আমিই প্রকৃত অপরাধী! আমিই হত্যাকারী!! আমার অপরাধের শাস্তি হ'ক! এ যুবককে মুক্তি প্রদান করুন!

বাদ। একি প্রহেলিকা? উন্মাদিনী-বেশে এ রমণী কে? ছুটে এসে সগর্ব্বে—নিজেকে নরহত্যাকারী ব'লে—স্বীকার ক'রে—শাস্তি চাচ্ছে! এ নারী কে? উজীর! আমার বোধ হ'চ্ছে—এ হত্যার মধ্যে প্রভূত রহস্য নিহিত আছে। উজীর! আমার নিকটে এস।

(উজীর ও বাদসাহের কথোপকথন)

ছদ্মবেশী বৃদ্ধ। বৎস। ভয় পেয়েছ? ভয়ের তোমার কারণ নেই—তবে খোদাকে বিস্মৃত হয়েছ ব'লে, বিভীষিকার তরঙ্গে প'ড়েছ।

মির্জ্জা। একি! গুরুজি! গুরুজি! সন্তানকে বিপদ্‌সাগরে ভাসিয়ে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত ছিলেন প্রভু! গুরুজি! মৃত্যুকালে অকৃতী সন্তান—চরণ দর্শনে পবিত্র হ'ল।

ছঃ বৃ। মৃত্যু! কার মৃত্যু? তোমার মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে। এখন সে কথার সময় নয়, আজ তোমার মহা পরীক্ষার দিন! বসোরাপতি তোমার উপর—যে কার্য্যের ভার অর্পণ ক'রেছিলেন, বোধ হয়, সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হ'তে পার নি। খোদাকে স্মরণ কর—হৃদয়ে বল পাবে, আর বোগদাদপতির পরওয়ানা বর্ণিত—চারটী সামগ্রীই তোমার সম্মুখে দেখ্‌তে পাবে। বীরপুরুষের ন্যায়—এক একটী ক'রে—মহাসমহাদরে সেগুলি তাঁকে দেখিয়ে দেবে! কাল নিশার অবসান হ'য়েছে,—আজ তোমার জীবনের সুপ্রভাত!

(ছদ্মবেশী বৃদ্ধ চকিতে জনমণ্ডলীর মধ্যে মিশাইয়া গেলেন।)

মির্জ্জান। (স্বগত) (করজোড়ে) খোদা! খোদা! কে তুমি দয়াময়? তোমায় এতদিন চিন্‌তে পারিনি প্রভু! কে তুমি দয়াল! তোমায় না ডাক্‌লেও তুমি কাছে এস! বিপন্নকে কোল দাও। তবে আজ এস প্রেমময়, করুণাময়—আমায় মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর! খোদা! সত্য সত্যই হৃদয়ের আঁধার দূরে গেল! খোদা! এ নয়ন মন এতদিন কোথায় ছিল? এই যে আমার সম্মুখে—সম্রাটের অভিলষিত সামগ্রী চতুষ্টয়!

বাদ। যুবক! প্রথমে আমি জান্‌তে চাই—তুমি কে? কোথায় তোমার বাসস্থান? আর এ রমণীই বা কে? কেনই বা তোমার কৃত

হত্যাপরাধ—রমণী স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে—নিজের মস্তকে—গ্রহণ ক'রে, প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হ'য়েছে ?

মির্জ্জা। বোগদাদেশ্বর! যখন অভয় প্রদান ক'রেছেন, তখন অভাগার জীবনদীপ—নির্ব্বাপিত হওয়ার পূর্ব্বেই—আমার সমস্ত কথাই সম্রাট্ চরণে নিবেদন ক'রছি।

মিনা। বাদসাহ! এ যুবকের কোন কথাই সত্য নয়! আমিই যথার্থ হত্যাকারী! অনর্থক সময় অতিবাহিত না ক'রে—আমার প্রাণদণ্ড হ'ক।

বাদ। (রুক্ষস্বরে) উজীর! উদ্ধত রমণীকে—নীরব হ'তে বল।

।। চুপ কর—রমণী! তোমার কথা পরে শোনা যাবে!

সাহান্‌সা—সম্রাট্! পারস্যদেশবাসী জনৈক স্বনামধন্য ওমরাহ্—এ দাসের জন্মদাতা! অভাগার নাম মির্জ্জান আলি! খোদার ইচ্ছায়—জীবনে সুখ সৌভাগ্যের প্রথম সূচনায়—কালের নির্দ্দয় ইচ্ছায়—আমার পরম পূজ্য জনক জননী—ইহলোক ত্যাগ করেন। নিরাশ্রয় অবস্থায়—ঘটনাচক্রে বসোরাধিপের কৃপা-দৃষ্টিতে পতিত হ'য়ে, তাঁরই আশ্রয়ে—পুত্রাধিক স্নেহমমতায় প্রতিপালিত হ'য়েছি। এক্ষণে বসোরাই আমার বাসস্থান! বসোরার নবাব সমীপে, সম্রাট্ প্রেরিত পরওয়ানায়—যে সমস্ত অভাবনীয় সামগ্রীর কথা বর্ণিত ছিল, সেই সমস্ত বস্তুর সংগ্রহের ভার, নবাব সাহেব—এ দাসের উপর অর্পণ করেন। অর্দ্ধ বৎসর কাল—বোগদাদে অবস্থানে, সংসার-সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ ক'রে—জাঁহাপনার ঈপ্সিত বস্তু সকল সংগ্রহ ক'রেছি। আজ্ঞা পেলে—সেগুলি সম্রাট্ চরণে উপহার দানে কৃতার্থ হই! দাসের বিনীত প্রার্থনা—সওগাদগুলি গ্রহণের পর—আমার অপরাধের বিচার হয়।

বাদ। উজীর! বসোরাধিপতি ত—আজ আমাদের গৃহে অতিথি হ'য়েছেন, কিন্তু তিনি ত এ সম্বন্ধে—কোন কথাই প্রকাশ করেন নি। ভাল—সে কথা পরে বিবেচনা করা যাবে। যুবক! তুমি অগ্রে—আমার পরওয়ানা লিখিত সামগ্রীগুলি দেখিয়ে দাও। পরে তোমার অপরাধের বিচার হবে।

বণি। (স্বগত) এ্যায় আল্লা—এ আবার কি ফ্যাসাদ ঘটালে?

মির্জ্জা। মনীষি সম্রাট্! আপনি প্রকারান্তরে—দুনিয়াকে বুঝ্তে চেয়েছেন! জাঁহাপনার পরওয়ানায়—চারিপ্রকার সামগ্রীর নাম লিপিবদ্ধ আছে, আমি এক একটী ক'রে সেই চার রকমের জিনিষ, সম্রাট্-চরণে সওগাদ দেব! আমার প্রথম সওগাদ—**অমৃতে গরল,** জনাব! বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—দুনিয়ার বক্ষে—অমৃতস্বরূপিণী রমণী! সেই সুধাময়ী রমণীতে গরল নিহিত আছে কিনা?—জাঁহাপনা! সে বিষয় আজ আমি চাক্ষুষ দেখিয়ে দেব। অভিযোগকারী সওদাগরের কন্যা—আমার পরিণীতা পত্নী। কিছু কাল পূর্ব্বে—যখন আমরা উভয়ে একত্রে বাস করি—সেই সময়ে—একদিন একটী ক্ষিপ্ত কুকুরকে বধ ক'রে—আমি আমার স্ত্রীর মন ও বিশ্বাস পরীক্ষার্থে—একটী পেটিকায় আবদ্ধ ক'রে রাখি। ঘটনার পরক্ষণে পত্নী আমার—গৃহ মধ্যে প্রবেশ ক'রে—শোণিতরঞ্জিত গৃহতল দেখে, ভয়ে বিস্ময়ে আমায় জিজ্ঞাসা করে—গৃহে এত রক্ত কিসের? আমি প্রকৃত কথা গোপন ক'রে, তাকে জানাই যে—আমি নরহত্যা ক'রেছি! লাস গৃহ-মধ্যে পেটিকায় আবদ্ধ আছে। কিন্তু সাবধান! দুনিয়ায় দ্বিতীয় প্রাণীর নিকটে ভুলেও তুমি—একথা জিহ্বাগ্রে আনয়ন ক'রো না। তাহ'লে আমার—তোমার স্বামীর—জীবন সংশয় হবে। জাঁহাপনা! আমার জীবনের সেই অমৃতরূপিণী সহচরী—মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে, তার

পিতার সাহায্যে—সম্রাট্ দরবারে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে—নরহত্যা অভিযোগ আরোপিত ক'রে, তাকে অকালে মৃত্যুর কবলে নিক্ষেপ ক'রেছে। স্থানোচিত—জন্মোচিত—অমৃতে ভীষণ হলাহল উত্থিত হ'য়েছে! সম্রাট্! আপনার সন্দেহ মোচনার্থে—আমার গৃহমধ্য হ'তে—উক্ত পেটিকাটী আনয়নের আদেশ প্রদান করুন।

বাদ। উজীর! যুবকের গৃহমধ্য হ'তে—কথিত পেটীকাটী—রক্ষীদের ত্বরায় এস্থানে আন্‌তে বল।

উজী। রক্ষিগণ! তোমরা মির্জ্জা সাহেবের গৃহ হ'তে—সাবধানে সেই পেটিকাটী, এখানে নিয়ে এস। নাজীর সাহেবের নিকট হ'তে কুঞ্জি নিয়ে যাও।

জঃ রক্ষী। যো হুকুম উজীর সাহেব! (প্রস্থান)

বাদ। যুবক! অতঃপর আমার অন্য সওগাদ গুলির মীমাংসা কর।

মির্জ্জা। বোগদাদেশ্বর! আমার দ্বিতীয় সওগাদ—গরলে অমৃত, সে জিনিষও আপনার সম্মুখে দেখুন—এই উন্মাদিনী যুবতী, এই বোগদাদ সহরের কোন নামজাদা বাইজীর কন্যা, অতি সামান্য দিনের জন্য আমি যুবতীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হই;—প্রথমে আমার ধারণা ছিল, যুবতী কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমণী—সেজন্য আমি যুবতীকে সাদি কর্‌বার প্রস্তাব ক'রেছিলেম, কিন্তু শেষ ঘটনা—অন্যপথে ধাবিত হয়! যুবতী আমার প্রণয়ে সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়েছিল। যখন আমি রমণীর প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হ'লেম, তখন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না ক'রে—আমি একে বিষবৎ পরিত্যাগ করি। এখন দেখুন জাঁহাপনা! সেই বিষময় স্থানে—বিষময়ীর ঔরসজাত—ফণিনীর গরলপূর্ণ হৃদয়ে—প্রকৃত প্রণয়ের অমোঘ প্রভাবে—অমৃতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'য়েছে! সেই পবিত্র অমৃতের—আস্বাদনে বঞ্চিত হ'য়ে, আজ যুবতী—দেওয়ানাবেশে

সংসারের যাবতীয় সুখ—বিসর্জ্জন দিয়ে আমার জীবন রক্ষার্থে—প্রাণ দিতে—স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছে। জাঁহাপনা! এই নিঃস্বার্থ প্রেমপাগলিনী আপনার "গল্পলে ক্ষ অন্ত" কি না—সে কথা জনাব বিচার করুন।

বাদ। যুবক! আমার অপর দুইটি সওগাদ!

মির্জ্জা। অশেষ গুণালঙ্কৃত নরপালক! আমার তৃতীয় সওগাদ—"বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য"! এই জিনিসটী দেখাতে—আমাকে বড় কুণ্ঠিত হ'তে হ'চ্ছে।

বাদ। মির্জ্জান! আমি তোমায় যখন অভয় দান ক'রেছি, তখন তোমার আশঙ্কার কারণ কি?

মির্জ্জা। "বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য"! দুনিয়ায় অর্থের মমতায়—যে সকল মানব দাসত্ব গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকে—প্রকৃত বিশ্বাসী ব'লে অনুমান হয়! আপনার এই রাজধানীর রক্ষক—কোতোয়াল সাহেব এবং রক্ষবৃন্দ—যাদের উপর এই নগরের শান্তি-রক্ষার ভার অর্পিত আছে, তাদের মধ্যে—বাদসাহের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী হ'তে সামান্য রক্ষিবৃন্দ পর্য্যন্ত—সকলেই স্ব স্ব—পদমর্য্যাদা রক্ষায়—নিতান্ত অক্ষম! এক সময়ে রজনীযোগে—এ দাস মত্ত অবস্থায় রাজপথে—জাঁহাপনার কর্ম্মচারিগণের চোকের উপর—সঙ্গিগণের সহিত বহুবিধ অরাজকতার সৃষ্টি ক'রেছে! অন্যান্য দুষ্টজনগণের দ্বারা—রাশি রাশি কুক্রিয়া সাধিত হ'তে দেখেছে। কিন্তু সকলেই আসরফির মোহন মূর্ত্তির মোহিনীতে—নিরাপদে স্বগৃহে প্রস্থান ক'রেছে! নরহত্যা অভিযোগে যখন আমায় গ্রেপ্তার করা হয়, সে সময়ে সমবেত রক্ষিগণ তাদের প্রভুর সহিত—আমাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার ক'রেছে। জনাব! বুঝুন—সেদিন যদি আমি—অর্থ সামর্থ্যে বলবান্ থাক্‌তেম, তাহ'লে বোধ হয়,

আমাকে ততদূর নির্য্যাতন ভোগ ক'র্‌তে হ'ত না। এমন কি, আমি নিরাপদে স্বদেশে পলায়ন ক'রে—এই অলীক বিপদে, নিশ্চয়ই মুক্তি-লাভ ক'র্‌তেম। অতঃপর বিচার করুন জনাব! দুনিয়ার বুকে অর্থের বিনিময়ে—বিশ্বাস ক্রয় করা যায় কি না? সাহান-সা! এই আপনার "বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য।"

(রক্ষিগণের পেটিকা লইয়া প্রবেশ)

বাদ। যুবক! তোমার বিবেক বুদ্ধি—বহুদর্শিতা—সংসারে আদর্শনীয়! রক্ষিগণ! পেটিকা উন্মোচন কর।

(রক্ষী কর্ত্তৃক পেটিকা উন্মোচন এবং তন্মধ্য হইতে একটী মৃত কুকুরের দেহ বাহির করণ। সকলের নাসিকায় বস্ত্র প্রদান)

উজী। কি ভয়ানক দুর্গন্ধ! সত্বর পেটিকা বন্ধ কর!

(রক্ষী কর্ত্তৃক পেটিকা বন্ধ করণ)

সকলে। জয় জয় খালিফের জয়! জয় জয় বোগদাদ সম্রাটের জয়! জয় জয় ধর্ম্মের জয়!

বাদ। উজীর! সওদাগরকে বন্দী কর।

সও। দোহাই আল্লার—দোহাই বাদসার—এতে আমার কোন দোষ নেই, যত দোষ—আমার সেই হতভাগী মেয়ের!

মির্জ্জা। (হাঁটু গাড়িয়া) সম্রাট্! দাসের প্রার্থনা—একটু অপেক্ষা করুন।

বাদ। উজীর! সওদাগরকে—নজরবন্দী রাখ। যুবক! এইবার আমার শেষ সওগাদ!

মির্জ্জা। হ্যাঁ জাহাপনা! এইবার আমার শেষ পরীক্ষা! কিন্তু জনাব! এই শেষবার—আমার হৃদয়ে আতঙ্ক সঞ্চার হ'চ্ছে!

বাদ। যুবক! তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি ত পূর্ব্বেই তোমায় —সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান ক'রেছি।

মির্জ্জা। সাহান-সা! আমার শেষ সওগাদ—"অভিষিক্ত গর্দ্দভ বাদসাহ" (স্বগত) খোদা! খোদা! আমার তুর্ব্বল হৃদয়ে আর একবার তোমার মহাশক্তির আংশিক বিকাশ দেখাও প্রভু! (প্রকাশ্যে) বোগদাদেশ্বর! খোদার প্রতিনিধি! এ দীন হীনের গোস্তাকি মার্জ্জনা ক'র্‌বেন —আপনার শেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু—তুনিয়ায় অভিষিক্ত গর্দ্দভ বাদসাহ। হে প্রবল প্রতাপান্বিত—অতুল বিভাবশালিন্ নরপতি! আমার শেষ উপহারে—সম্রাট্ নিজেকেই নিজে গ্রহণ করুন।

কোতো। খবরদার কম্‌বক্ত! খবরদার সয়তান!

(এক সঙ্গে সকলে তরবারি উন্মোচন করিয়া মির্জ্জানকে লক্ষ্য করণ)

বাদ। (মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া) ক্ষান্ত হও—সকলে অসি কোষ-বদ্ধ কর। যুবক! তোমার শেষ সওগাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আবশ্যক!

মির্জ্জা। (হাঁটু গাড়িয়া) দোহাই খালিফ—মার্জ্জনা করুন! আর আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না।

বাদ। যুবক! আমার আদেশ প্রতিপালনে বিলম্ব ক'রো না।

মির্জ্জা। জাহাপনার আদেশ উপেক্ষা করা—এ দাসের সাধ্যাতীত। জনাব! তুনিয়ায় যে সৌভাগ্যবান্ মহাজন—খোদার করুণায়, তাঁর প্রতিনিধিত্ব ক'র্‌তে, পুরুষানুক্রমিক—যশো-গৌরব মণ্ডিত রাজতক্তে উপবিষ্ট আছেন,—বিধাতার আশীর্ব্বাদে অবিচ্ছেদ সুখ শান্তি যাঁর

চির সহচর—বিদ্যায় বিভবে যিনি ধরণীতে অদ্বিতীয়,—সেই বোগদাদপতির কর্ত্তব্য পালনে—বিচার কার্য্যে—এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা যে নিতান্ত বিসদৃশ—সম্রাট্!! জনাব! একজন দুষ্টলোক—বিদ্বেষ বশতঃ দরবারে উপস্থিত হ'য়ে,—অপর একজন নিরপরাধী ব্যক্তির উপর নরহত্যার অভিযোগ আনয়ন ক'র্লে, আর ন্যায়দণ্ডধারী নিরপেক্ষ বিচারক সম্রাট্—সে বিষয়ে—কে হত্যাকারী? কাকে হত্যা ক'রেছে? —এসকলের কোন তথ্যই অনুসন্ধান না ক'রে, কর্ম্মচারীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী, একজনকে শূলদণ্ড প্রদান ক'র্লেন! এই কি ন্যায়োচিত কর্ম্ম!—রাজোচিত ধর্ম্ম! বিশেষ—যে ক্ষেত্রে মানবের জীবন মরণের কথা, তথায় সবিশেষ বিবেচনায়—বিচার কার্য্য সমাধা করা—উচিত নয় কি? কারণ—জীবন নষ্ট করা অতি সহজ বটে,—কিন্তু জীবন সৃষ্টি করা অসাধ্য! নরপতি! নিজেই বিচার ক'রে দেখুন—যে, এইরূপ কর্ত্তব্যশালী বাদসাহেরা—"অভিষিক্ত গর্দ্দভ বাদসাহ কি না?"

বাদ। (মঞ্চোপরি হইতে অবতরণ করিয়া) কে তুমি যুবক! অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে—অতুলন জ্ঞানপ্রভাবে—বোগদাদের খালিফের দর্প চূর্ণ ক'র্লে? তুমি যে হও! এস আমায় আলিঙ্গন দাও, (মির্জ্জানের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ) মির্জ্জান! বহুদিবসাবধি হৃদয়ে—ইন্দ্রিয়-পীড়নে অসহ্য যাতনা সহ্য ক'রে আস্‌ছি! আজ তোমার প্রদত্ত, জ্বলন্ত সত্যপূর্ণ দৃষ্টান্তে, আমার হৃদয়ের পাপের আঁধার দূরীভূত হ'ল! আজ হ'তে আমি নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হ'লেম! মির্জ্জান! যথার্থই তুমি খোদার প্রিয় সন্তান! তোমার ন্যায় মানব এ পৃথিবীর ভূষণ! মানবসমাজে—তুমি দেবতার ন্যায় পূজনীয়! বসোরাধিপ—মিত্রবরের আয়াসে, আজ আমি—আমার বহুদিনের

মনসাধ—সংসার-সমস্যার—কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের যথার্থ মীমাংসায় কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছি। এক্ষণে মির্জ্জান! বাপ! তোমার এ কঠোর সংসার-সংগ্রামের পুরস্কারস্বরূপ—আমার একমাত্র দুহিতা-রত্ন এবং বিবাহের যৌতুকস্বরূপ—কোটী মুদ্রা আয়ের—একটী নগর, তোমার করে সাদরে সমর্পণ ক'র্‌লেম! উদ্বাহক্রিয়া সময় মত সমাধা হবে!

মির্জ্জা। সাহানসা—দানশীলতা চিরদিনই মুক্তহস্ত!

সকলে। ধন্য ধন্য—সম্রাটের ন্যায়বিচার! জয় জয়—বোগদাদেশ্বরের জয়!

বাদ। প্রজাবৃন্দ! রাজ্য মধ্যে—তোমরা সকলে কল্য হ'তে—সপ্তাহব্যাপী আনন্দোৎসবে ব্যাপৃত থাক্‌বে। উজীর! বোগদাদ সহরের যাবতীয় প্রজামণ্ডলীর জন্য দিবসত্রয়—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পান ভোজনের ব্যবস্থা ক'র্‌বে। আমার বাসনা—রাজকীয় উৎসবের রীতানুসারী সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। অদ্যকার দরবার ভঙ্গ হ'ক।

উজীর। সম্রাটের আদেশ পালনে—এ দাস সতত প্রস্তুত! জাঁহাপনা! সওদাগর এবং তার কন্যার প্রতি কিরূপ আদেশ হয়?

মির্জ্জা। উদারচেতা সম্রাট্! আজ এ আনন্দের দিনে, এ দাস—সম্রাট্-চরণে—অপরাধী সওদাগর এবং তার কন্যার মুক্তি ভিক্ষা করে।

বাদ। মির্জ্জান! তোমার বাসনা পূর্ণ হ'ক। উজীর! অপরাধী সওদাগরকে সাবধান ক'রে দাও, যেন পুনরায় কখন—এরূপ ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়। এবার তাদের প্রথম অপরাধ ব'লে—এ আনন্দের দিনে—যুবকের অনুরোধে—তারা মুক্তি লাভ ক'র্‌লে।

বণি। সাহানসা—বাদসা—দুনিয়ার মেহেরবান্ মালিকের জয়!

বাদ। এস মির্জ্জান!

(বাদসাহের প্রস্থানোদ্যোগ ও মিনার কর্তৃক বাধা প্রদান)

মিনা। বাদসা! চ'ল্‌লেন যে! অভাগিনীর একটী প্রার্থনা আছে! একটু অপেক্ষা করুন!

বাদ। উজীর! যুবতীকে সাবধান ক'রে দাও, যেন সে দরবার সম্মুখে আর কখনও না উপস্থিত হয়।

উজীর। রমণী! অতঃপর বাদসার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য কর! অবহেলা ক'র্‌লে বিশেষ দণ্ড পাবে।

মিনা। বাদসা! চ'ল্‌লেন—শুন্‌লেন না? আমি দুঃখিনী রমণী ব'লে—আমার কথায় কর্ণপাত ক'র্‌লেন না! যাদুকরের প্রহেলিকায় ভুলে গেলেন! এই কি দুনিয়ার বাদসাহের ন্যায় বিচার! দুনিয়ার সংসারে আমি এতই অপরাধিনী! যার জন্যে, সংসার—সমাজ—এমন কি প্রজা-রঞ্জক বাদসাহ্ পর্য্যন্ত—আমায় ঘৃণার সহিত উপেক্ষা ক'র্‌লেন! কিন্তু শোন সম্রাট্!—শোন মির্জ্জা সাহেব!—তোমরা ঘৃণা ক'র্‌লে ব'লে, তোমাদের বহু উচ্চের মালিক—এই দীন দুনিয়ার পিতা—তিনি কখন তাঁর অভাগিনী কন্যাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন না! তাঁর কাছে নিশ্চয় সুবিচার পাব। মির্জ্জান! তুমি মিনারকে চিন্‌লে না,—একবার ভাব্‌লে না—যে দুর্গন্ধময় পঙ্কিল সলিল মধ্যে—যে পদ্মিনীর জন্ম, সে ফুল পয়গম্বরেরও চিরপ্রিয় বস্তু! হায় সংসার!—হায় মানব!—শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মেতে আছ! শুধু মরুভূমে মরিচীকা দেখে ছুটে চ'লেছ! পরিণাম যে জ্বলন্ত অনল—তা একবারও ভাব না! ভাল,—যাও—চির জীবন ছুটে মর—চির জীবন তিল তিল ক'রে পুড়ে মর! (হাঁটু গাড়িয়া) মির্জ্জান! দুনিয়ার শিক্ষাগুরু! এ জন্মে তোমার ঋণ—পরিশোধ হ'ল না! তোমার পবিত্র প্রণয়ে, এ অভাগী যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিল,—তাতেই সে—এ কুটিল সংসার-কারাগার হ'তে, নিজের চরম মুক্তির পথ চিনে নিয়েছে! মির্জ্জান! মালিক আমার! যদি

যথার্থই তোমায়—স্বামী ব'লে হৃদয়ে স্থান দিয়ে থাকি, তাহ'লে পরজন্মে নিশ্চয়ই—আমি তোমার পদসেবিকারূপে—তোমার চরণতলে স্থান পাব! মির্জ্জান! প্রাণপতি আমার! দেবতা আমার! জীবনসর্ব্বস্ব আমার! জগৎ সমক্ষে (বক্ষ হইতে ছুরিকা লইয়া) এই রূপে এই পাপ জীবনের অবসান হ'ক (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) উঃ! খোদা! দয়াময়! দুঃখিনী—কন্যাকে কোলে নাও।

বাদ। কি সর্ব্বনাশ! একি ক'র্‌লে উন্মাদিনী!

সকলে। হায়—হায়—হায়—পাগলী বুকে ছুরি মার্‌লে!

মির্জ্জা। মিনার! সত্যই তুমি পঙ্কিল সংসারে—পবিত্র নলিনী! তোমার প্রেমের মর্ম্মগ্রহণ মানবের সাধ্যাতীত! মিনার! তুমি চির জীবনের মত—দুনিয়াকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলে! গিয়েছ—বেশ ক'রেছ, এ সংসারে—যে স্থান তোমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল, সে স্থান তোমার পক্ষে—নিতান্ত অযোগ্য স্থান! যাও—নারী! যাও প্রেমময়ী! তোমার উপযুক্ত স্থানে গমন কর। সতী! তুমি শাপভ্রষ্ট রমণী! তোমার কর্ম্মফল অবসান!

বাদ। উজীর! এক্ষণে আমার আদেশ—রাজ্যের মোল্লাগণকে দিয়ে, যথোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত—রমণীর পবিত্র প্রাণহীন দেহ—সমাধিস্থ করাবে! এবং তথায়—রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পকরগণের সাহায্যে, শ্বেত মর্ম্মরের এক সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়ে, তার দ্বারদেশে এই বিস্ময়কর ঘটনা লিপিবদ্ধ করাবে।

মির্জ্জা। এ কার্য্য—উদারহৃদয় বাদসাহেরই যোগ্য বটে।

বাদ। এস মির্জ্জান! রাজপুরে গমন করি।

মির্জ্জা। (যাইতে যাইতে) মিনার! তোমার প্রতিজ্ঞা—তুমি ছত্রে ছত্রে

প্রতিপালন ক'রেছ! আমার পরাস্ত ক'র্‌তে—প্রাণবলি দিয়েছ! আমি অবনত মস্তকে—চির জীবন তোমার নিকট পরাস্ত রইলেম!

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

বোগদাদ—কবরভূমির সম্মুখস্থ রাজপথ।

অন্ধ, খঞ্জ, ভিখারিগণ, ও দুইজন বিদেশী পথিক।

সকলে। জয়! জয় বাদসার জয়! জয় জয় দীন দুঃখীর মা বাপের জয়!!

১ম পথি। হ্যাগা! তোমরা সব বাদসার জয়ধ্বনি ক'র্‌তে ক'র্‌তে—কোথায় চ'লেছ?

খঞ্জ। কেন—তুমি জাননা? আজ যে বাদসার বেটীর সাদি। পথে পথে সেপাই শাস্ত্রিরা সব—ঢেঁড়া দিয়ে গেল, তোমরা কি কিছুই খবর রাখনা? তোমরা কোথাকার লোক!

২ পথি। না বাপজান্! আমরা কিছুই জানি না। আমরা বিদেশী লোক—এই মাত্র এই সহরে পৌছেছি।

খঞ্জ। তা বেশ ক'রেছ,—ভাল সময়েই বোগ্‌দাদে এসেছ। আজ থেকে তিন দিন ধ'রে, সহরে হরদম্ আমোদ আহ্লাদ চ'ল্‌বে—আর

রাজ্যির—কাঙ্গাল গরীব, ছোট বড় সকলেই—তিন দিন দুবেলা পেটভরে খানা পাবে।

১ম পথি। বাপজান্! তোমাদের বাদসা বড দয়ালু! গরীব দুঃখীকে পেটভরে খানা দেওয়ার মত—নবাব বাদসা ত—আজকাল বড় একটা দেখা যায় না! আজকালকার বাদসা নবাবেরা জানে—নিজেরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে,—গরীব প্রজা অন্নাভাবে রইল বা মলো, তা তারা একেবারেই দেখে না! অন্নহীন, গৃহহীন, দীন প্রজা যে—নিরন্তর রাজপথে কেঁদে বেড়ায়—তাদের সে কান্নার শব্দ পর্য্যন্ত—তাদের কানে পৌছায় না!

খঞ্জ। কি জান মিঞা! বাদসা নবাবরা ত—যে সে লোক নয়,—তারা সব অনেক তফাতে—অনেক উঁচুতে—বড় বড় মোকামে—পাঁচ সাত তালার উপর বাস করে। কাজেই আমাদের কান্নাকাটী তারা শুন্‌তে পায় না! আরও কথা কি জান—না খেতে পেয়ে—আমাদের মত গরীব দুঃখীর—গলার আওয়াজ ধ'রে গিয়েছে,—কান্নার তেজ নেই,—কথারও জোর নেই! তাই তারা প্রজার অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না।

১ পথি। মিঞা সাহেব! তোমাদের বাদসা ত—মস্ত বড় মোকামে বাস করেন, তিনি কি ক'রে—দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজার দুঃখ বুঝ্‌তে পার্‌লেন?

খঞ্জ। ভাই সাহেব! আমাদের বাদসা—বাদসার সেরা বাদসা! সে বাদসা প্রজাকে কোল দেন,—প্রজার দুঃখে দুঃখিত হন। রাজ্যের প্রজা সাধারণ—তাঁর চক্ষে সন্তানের তুল্য, আর বাদসাও প্রজাগণের সাক্ষাৎ পিতৃস্বরূপ। কিছুদিন এদেশে বসবাস ক'র্‌লেই—সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে। এখন চ'লে এস, ভাই সাহেবরা!

২য় পথি। হ্যাঁ—চল ভাই সাহেবরা!

(সকলের প্রস্থান)

(কতকগুলি ফুল হস্তে—মির্জ্জানের প্রবেশ)

মির্জ্জা। মিনার! দেবি! জীবনে শত চেষ্টায়ও—যে পূজা লাভের উপযুক্ত হওনি—আজ মরণে—বিনা আয়াসে সে পূজার অধিকারিণী হ'য়েছ। মিনার! যে তুমি এক দিন—এক অতি সামান্য প্রাণীর পূজা পেতে—জীবনপাতেও প্রস্তুত হ'য়েছিলে, আজ তোমার নিঃস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনের ফলে,—পৃথিবী তোমায়—অনন্ত কালের জন্য—পূজা ক'র্‌তে ব্রতী হ'য়েছে! মিনার! প্রেমময়ী! পার্থিবজগতে তুমি মানবচক্ষে মৃত বটে—কিন্তু অপার্থিব—প্রেমের রাজত্বে, মানবের ধ্যান স্মৃতিতে—তুমি চির জাগরূক! চির অবিনশ্বর!! অভিমানিনী—মিনার! যত দিন এ অভাগা জীবিত থাক্‌বে—ততদিন হৃদয়-মন্দিরে তোমার স্মৃতি—ভক্তির সহিত পূজা ক'র্‌বে।

(অকস্মাৎ ফকীরের প্রবেশ)

ফকি। কি ক'র্‌ছ—মির্জ্জান বাপ!

মির্জ্জা। গুরুজি! পিতা! অভাগার জীবনদাতা! বহুদিন ধ'রে সন্তানকে আঁধারে রেখে—ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন! আর কত দিন ঘুর্‌বো? পিতা! কৃপা ক'রে সন্তানকে শান্তির উপায় ব'লে দিন।

ফকি। বৎস! স্থির হও, তোমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগ এত দিনে সমাপ্ত! ফকিরের উপদেশ মত চ'লেছিলে ব'লে—এখন তুমি অপার সুখ সৌভাগ্যের অধীশ্বর! মির্জ্জান! আর ত তোমার দুঃখ ক্ষোভের কোন কারণ দেখ্‌তে পাইনা।

মির্জ্জা। গুরুজি! সন্তানকে কি এখনও পরীক্ষা ক'র্‌ছেন? জীবনে কি, আমার পরীক্ষার শেষ হবে না?—প্রভু! দুনিয়ায় যদিও রাজা,

সম্পদ্, গুণবতী ভার্য্যা—খোদার কৃপায় সকলই পেয়েছি, তথাপি প্রভু! জীবনের উপর দিয়ে—এমন একটা ভীষণ ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হ'য়ে গেছে—তার দুর্দ্দমনীয় শক্তিতে—আমায় একেবারে জীবন্মৃত ক'রে গিয়েছে! প্রভু! সর্ব্বজ্ঞ আপনি—সন্তানের মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে, তার প্রতিকারের উপায় করুন!

ফকি। বৎস মির্জ্জান! বিধি-নিগ্রহে অল্প কালমধ্যে—তুমি সংসারে বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ ক'রেছ, তবে কেন আজ, অসার আসক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে—নিজেকে সন্তাপিত ক'রছ? দুনিয়ায় নিয়তির গতি কে রোধ ক'রতে পারে? বিধাতার কার্য্যে—আমাদের হাত কি? যখন অচ্ছেদ্য ভাগ্যসূত্রে—জীবকুলের নিয়তি আবদ্ধ, তখন অপরের ভাগ্য-ফলের জন্য তোমার অনুতাপ—অনুশোচনা যে নিতান্ত নিস্ফল, সে কথা কি আজও বুঝ্তে পারনি?

মির্জ্জা। গুরুজির কথা প্রত্যক্ষ সত্য! প্রভু! আমি শান্তির জন্য লালায়িত! সংসার-মোহে মুগ্ধ হ'লে কি—সে নির্ম্মল শান্তির অধিকারী হ'তে পার্‌বো?

ফকি। বৎস! মানব মাত্রেই অদৃষ্টের ফল ভোগে একান্ত বাধ্য! আমরা সকলে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার শুভ ইচ্ছায়, জনম মরণের আয়ত্তাধীন—সে হেতু সুখে—দুঃখে, আশায়—নিরাশায়, ঐশ্বর্য্যে—দীনতায়, সেই পরম মঙ্গলময়ের মুক্তিময় চরণ ভিন্ন সংসারে গতি নাই! তাঁর প্রদত্ত সর্ব্ব অবস্থাতেই সুখী থাকা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য! যে জ্ঞানাতীত শক্তিমান্ জগৎপিতা—সলিলে—রসস্বরূপ, সূর্য্য চন্দ্রে—প্রভাস্বরূপ, নীলাম্বরে—শব্দস্বরূপ, মেদিনীর অঙ্গে—পবিত্র গন্ধস্বরূপ, অনলে—বিশ্ববিধ্বংসী তেজ এবং সর্ব্বভূতে—জীবনী শক্তিস্বরূপ, সেই সর্ব্বগুণাতীত—দুনিয়ার মালিকের চরণে—যদি হৃদয়ের আসক্তি

আকাঙ্ক্ষা বসর্জ্জন দিতে পার, তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই সংসারে অবিচ্ছেদ শান্তি স্থখ ভোগের আধকারী হবে।

মির্জ্জা। প্রভুর উপদেশে—এতক্ষণে আমার মনের অশান্তি দূর হ'ল! মহাপুরুষের চরণে—দাসানুদাসের কাতর প্রার্থনা—যেন সন্তানের দেহে জীবন থাক্‌তে, সে—কখনও জীবনদাতার স্নেহ আশীষে বঞ্চিত না হয়! সম্পদে বিপদে—যেন অন্তরে স্মরণ মাত্রেই প্রভুর দর্শন পায়। (হাঁটু গাড়িয়া সেলাম করণ)

ফকি। খোদা তোমার মনোবাসনা পূর্ণ ক'র্‌বেন।

(দরবেশগণের প্রবেশ)

(দরবেশগণের প্রতি) তোমাদের এখানকার কর্ম্ম শেষ হ'য়েছে—এক্ষণে সকলে বসোরার বনপ্রান্তস্থিত নূতন মসজিদে গমন কর, আমি অবসর মত—তথায় উপস্থিত হয়ে, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রে দেব।

জঃ দর। প্রভুর আজ্ঞামত—আমরা এখনি বসোরা যাত্রা ক'র্‌ব।

ফকি। বাপ মির্জ্জান! আশীর্ব্বাদ করি,—পৃথিবীতে জয়ী হ'য়ে শান্তিতে জীবনাতিপাত কর!

(ফকির ও মির্জ্জানের প্রস্থান)

দরবেশগণের গীত।

আরে—কিসে দোস্তি কিয়া,
কেয়া ভূল উঠায়া
কাহে দিয়া হ্যায় জান।

কেয়া—ঝুটে লিয়ে, বাওরা হোয়ে
রতন্—নেহি কিও সন্ধান ॥
জিন্‌কো—এত্‌না পিয়ার কিয়া,
উসি কো পাস্—তোম কভি কুচ পায়া ?
দান দুনিয়াকা মালেক বিন্
কেয়া দেগা সয়তান !!
যো কই—খোদা কো সাথ—আসনাই কর্‌তা,
উও—জনম—করম—মাঝ, নেহি ফিন্ ঘুম্‌তা,
যো কুচ্ মাঙ্গ্‌তা—সব কুচ্ মিল্‌তা
মালেক ওহি ! এয়সা মেহেরবান্ !!

(দরবেশগণের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

-:*:-

বাদসা মহলের অভ্যন্তর।

মণিরত্ন-মণ্ডিত—উজ্জ্বল আলোকিত হর্ম্ম্যতল।

বাদসাহ, নবাব, সম্রাজ্ঞী, বেগম।

বাদ। মিত্রবর—বসোরাধিপ! আমার একটী জটিলতাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূরণের নিমিত্ত, আপনারা সকলেই বর্ণনাতীত ক্লেশ স্বীকার ক'রেছেন, সে জন্য আমি নবাবের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ। বিশেষ—কার্য্যটী যে নিতান্ত সহজ সাধ্য নয়—সে কথা বলাই বাহুল্য।

নবা। সম্রাট্! আপনার মনোভিলাষ পূরণ, আমার সাধ্যে কখনই সঙ্কুলান হ'ত না। খোদার কৃপায়—উপযুক্ত সময়ে মির্জ্জানকে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেম বলেই—আজ আমি বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছি। তবে একথা নিশ্চয় যে, খোদার মহীয়সী শক্তিতে—শক্তিমান্ না হ'লে দুনিয়ায় কোন কার্য্যই সমাধা হয় না! তিনিই সকল কার্য্যের মূলকর্ত্তা—মানব আমরা উপলক্ষ মাত্র! সম্রাটের কার্য্যোদ্ধারের প্রশংসাভাজন হবার প্রকৃত পাত্র—খোদার প্রিয় সন্তান—মির্জ্জান আলি!

বাদ। মিত্রবর! কথাগুলি বসোরাপতির উপযুক্ত বটে। মির্জ্জানের পরিচয়—তার কার্য্যকলাপ,—পূর্ব্বাপর সকল বৃত্তান্তই আমি তার

মুখে শ্রবণ ক'রেছি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা—অদ্যই আমরা উভয়ে, মির্জ্জান আলির হস্তে—আমাদের দুহিতাদ্বয়কে অর্পণ করি, সে বিষয়ে নবাবের এবং বেগম সাহেবার অভিমত কি ?

নবা। বাদসা! এ শুভ কার্য্য—সাহানসার অভিপ্রায় অনুযায়ী সমাধা হয়—সর্ব্বান্তঃকরণে এই আমাদের বাসনা!

বাদ। পরম স্নেহভাজন নবাব-মহিষীরও বোধ হয়, এ শুভ মিলনে অন্যমত নাই ?

বেগ। বোগদাদেশ্বর! নবাব-চরণাশ্রিত মতিহীনা রমণী—এ শুভ কার্য্যে, মহাজনগণের মতেরই একান্ত পক্ষপাতিনী!

বাদ। ধন্য তুমি রমণী! তোমার ন্যায় রমণীরত্ন ধরায় বিরল! প্রিয় নবাব! আমার বোধ হয়, তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী মানব—ধরায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ ক'রেছে! যার পার্শ্বে—এমন গুণবতী রমণী সদা বিরাজমান—সংসার তার পক্ষে স্বর্গতুল্য! সেদিন নবাব এবং নবাব-মহিষীকে যে মূর্ত্তিতে দেখেছিলেম—সে মূর্ত্তি জীবনে ভুল্‌ব না! কিন্তু সাবধান! সুহৃদ্! আর কখন অমন বেশে সজ্জিত হয়ো না—আমি শুন্‌তে পেলে কঠিন শাস্তি প্রদান ক'র্ব্ব!

সম্রা। জাঁহাপনা! আমার প্রিয় ভগ্নী—রূপে গুণে—রমণীকুলের আদর্শ-রত্ন।

বেগ। সম্রাট্! নবাব-চরণ-সেবিকার অযথা গৌরব বৃদ্ধিতে বাঁদি—বড়ই লজ্জিত হ'চ্ছে। জনাব! কৃপা ক'রে ও প্রসঙ্গে ক্ষান্ত হ'ন! জাঁহাপনার পার্শ্বশোভিনী আমার অভিন্নহৃদয়া—পূজ্য সোদরা যে, সৌন্দর্য্যে—মাধুর্য্যে—দুনিয়ার বুকে একমাত্র রমণীরত্ন!—জনাব! প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা ক'র্‌বেন, আমার বহিন কি সম্রাটের চরণতলে স্থান পাবার—উপযুক্ত পাত্রী নয় ?

সম্রা। বহিন্! একলা বুঝি পেরে উঠ্‌লে না ?

বাদ। সুন্দরি! তোমার কথার জবাব—তোমার বহিনের নিকট জিজ্ঞাসা কর।—নিজের জিনিসের সুখ্যাতি করা—নিতান্ত অসঙ্গত,—কি বল সুহৃদ্ ?

নবা। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—সম্রাট!

বাদ। দেখ মিত্রবর! একটা কথায়—আমি একটু চিন্তিত হ'য়েছি।

নবা। এমন কি বিষয়—সম্রাট্! যার জন্যে জনাবের প্রশান্ত হৃদয়ে চিন্তার উদয় হ'য়েছে।

বাদ। আমি ভাব্‌ছি, দু'টী বালিকার পাণিগ্রহণে—মির্জ্জান আলির ভবিষ্যৎ জীবন—অশান্তিময় হবে কি না ?

নবা। সাহান-সা! আমার বিশ্বাস—মির্জ্জান আলির ন্যায়—সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন—দৃঢ়চেতা মানবের শান্তি হরণ করা—রমণী জাতির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব! আর এক কথা, বেগম্ সাহেবার মুখে শুনেছি যে, এই অল্পদিনের মধ্যে—সম্রাট্‌দুহিতার সাথে—আমাদের সাজাদির এতদূর ভালবাসা জন্মেছে যে, মুহূর্ত্তের জন্যেও কেউ কাউকে—ছেড়ে থাকৃতে চায় না।

সম্রা। জাহাপনা! সুচরিত বসোরাপতির কথা সম্পূর্ণ সত্য! আমি নিজেও তাদের আচার ব্যবহারের প্রতি—বিশেষরূপে লক্ষ্য রেখে বুঝ্‌তে পেরেছি, যেন দুজনার মধ্যে কত দিনের পুরাতন সখীত্ব! ভালবাসার প্রগাঢ় বন্ধনে, যেন দু'জনে দু'জনার সমব্যথীরূপে, চির জীবনের মত মিলিত হ'য়েছে! দু'জনার এক-প্রাণতা দেখে, আমার বোধ হয়, যেন এক বৃন্তে দুটী বসরাইগুল্ ফুটে উঠেছে!

বেগ। বহিন! সেই মঙ্গলময় পয়গম্বরের শুভ ইচ্ছায়—পূর্ব্ব হ'তে, তারা উভয়েই, এক সাথে জীবনযাত্রায় প্রস্তুত হ'য়েছে! এক সাগর

উদ্দেশ্যে, যখন শত শত প্রবাহিনী—এক প্রাণে—এক পথে ধাবিত হয়ে—জলধির বিশাল হৃদয়ে মিলিত হ'চ্ছে—তখন উপযুক্ত সময়ে, সাগর তুল্য প্রশান্ত মানব-হৃদয়ে—মিশ্‌তে গিয়ে, আমাদের সুশিক্ষিত সরল সুন্দর স্রোতস্বিনী দু'টীতে বিরোধ ঘট্‌বে কেন—জাঁহাপনা?

বাদ। এমন সুন্দর লতিকায়—যে প্রাণোন্মাদিনী ফুলরাণী ফুটে উঠে—দুনিয়া আমোদিত ক'র্‌ছে,—সে ফুলের সদ্‌গুণে সন্দেহ করা—সত্যই বাতুলের কার্য্য!

বেগ। সম্রাটের মন্তব্য—উভয় পক্ষে একই রূপ।

নবা। বেগম! এ কথায় আমিও তোমার পক্ষ সমর্থন করি।

সম্রা। বহিন্‌! এমন সুদিন—বোধ হয় জীবনে আর হবে না!

বেগ। ও কি কথা ব'ল্‌ছ বহিন্‌! আমার বাসনা,—খোদা চিরদিন যেন, আমাদের মধ্যে এ পবিত্র ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তবে পরস্পর চাক্ষুষ দেখা হওয়া,—সে বড় বেশী কথা নয়। খানিক স্মরণ ক'র্‌লেই—আমরা রাজপুরে উপস্থিত হব! আমরা এমন আশা মনে স্থান দিতে পারিনি, যে—সম্রাট্ সম্রাজ্ঞীকে—কখন আমাদের দীন আবাসে—পূজনীয় রাজ-অতিথিরূপে অভ্যর্থনার অবসর পাব!

বাদ। সুন্দরীশ্রেষ্ঠে! আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—এবার আমরা উভয়ে বসোরাধিপের আতিথ্য গ্রহণ ক'র্‌ব।

নবা। জাঁহাপনা! আমি আজ দুনিয়ায়—যথার্থই ভাগ্যবান্! বোগদাদ-রাজদম্পতির পদার্পণে বসোরা রাজ্য যে পবিত্র হবে,—এ কথা কল্পনায়ও—কখন মনে স্থান দিতে সাহসী হইনি!

বেগ। প্রভু! আমরা নির্ম্মল চিত্তে—দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত আছি, সময়ে দেবতা সদয় হ'য়েছেন।

বাদ। কে আছিস?

জঃ তাতা। (সেলামান্তে) হুকুম মেহেরবান্!

বাদ। মির্জ্জা সাহেবকে, এখানে আস্তে বল্!

সম্রা। জহিরণ! শুভ সময় উপস্থিত,—জামিনা এবং মেহেরকে আমার আদেশ পালনে অগ্রসর হ'তে বল্।

জঃ তাতা। তস্লিম—ন্যায় চল্তেহুঁ!

(তাতারণীর প্রস্থান)

বাদ। আজকের দিন,—আমার জীবনে বড় মধুময় ব'লে বোধ হ'চ্ছে! একে ত—সংসারে সজ্জনসঙ্গ লাভ - জীবনের অতি প্রিয় বস্তু! তদুপরি সেই সজ্জনের সাথে, চির দিনের মত সৌহৃদ্য বন্ধন! সুহৃদ্বর! যথার্থই—আজ আমি—আত্মহারা!!

(এক পার্শ্ব দিয়া সজ্জিত বেশে মির্জ্জানের প্রবেশ)

(অন্যদিক্ দিয়া দুই পার্শ্বে দুই দল সহচরী-
পরিবৃত সাহজাদিদ্বয়ের প্রবেশ)

বাদ। মির্জ্জান! বাপ্! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ ক'রে,—তুমিই প্রকৃত মানব-জন্মের সার্থকতা সম্পাদন ক'রেছ! পরোপকাররূপ মহাব্রতে—জীবন উৎসর্গ ক'রে, প্রতিপদবিক্ষেপে—সংসারের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতায়—তুমি যেরূপ অমানুষী শক্তির পরিচয় দিয়ে,—নিজের উদ্দেশ্য সাধনে, কতকগুলি মহাসত্যের আবিষ্কার ক'রেছ, তোমার সেই কঠোর সংগ্রাম জয়ের পুরস্কার স্বরূপ—বিজয়ী বীর! আমাদের এই অতি আদরের সাহজাদিকে—তোমার করে—আনন্দের সহিত অর্পণ ক'র্লেম।

সম্রা। বৎস মির্জ্জান! আমার স্নেহের দুহিতাটীকে আদরে রেখো।

(মির্জ্জান এবং বাদসাহজাদির হাঁটু গাড়িয়া সেলাম করণ)

নবা। মির্জ্জান! আমি অন্তরের অসীম কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ—আমার অতি স্নেহের মম্‌তাজন্নেসাকে—চিরদিনের মত তোমার জীবনসাঙ্গিনী ক'রে দিলেম।

বেগ। খোদার চরণে প্রার্থনা করি—যেন তোমাদের এ পবিত্র মিলন চির শান্তিময় হয়।

বাদ। মির্জ্জান! তোমাদের পবিত্র মিলনের যৌতুক স্বরূপ—কোটী মুদ্রা আয়ের একটী রাজ্য—তোমাকে প্রদান ক'র্‌লেম। সময়ে রাজ্যের ফর্‌মান্ প্রাপ্ত হবে।

সম্রা। (পেটিকা হস্তে) বৎস! আমি তোমাকে আর অন্য কি উপহার দেব?—তবে এই মণিরত্ন-পরিপূর্ণ পেটিকাটি—আমার হৃদয়ের স্নেহ ভালবাসার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ গ্রহণ ক'র।

(মির্জ্জান কর্ত্তৃক পেটিকা গ্রহণ)

মির্জ্জা। রাজদম্পতির কৃপায়—দুনিয়ায় এ দাস আজ—মহামূল্য যৌতুক লাভ ক'রেছে।

নবা। মির্জ্জান! আমার উপহারের কথা—তুমি পূর্ব্বেই অবগত হ'য়েছ! আজ আবার বোগদাদেশ্বরের অভিমত গ্রহণার্থে—সে কথা পুনরায় প্রকাশ ক'র্‌ছি। খালিফ! এ অভাজন—ভাগ্যদোষে সংসারে পুত্রহীন। বসোরা রাজ্যের তক্ত—উত্তরাধিকারি-শূন্য। আমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা—জাঁহাপনার অনুকূল মত পেলে, সর্ব্বগুণাধার

. ! হেথায়—প্রত্যক্ষ সত্য—মিথ্যায় পরিণত হয়! স্বপ্ন-কাহিনী—
সম্ভব হয়!! আজ যে ব্যক্তি—জনসমাজে উপহাস উপেক্ষার পাত্র,
দেব মূর্ত্তিতে সে জগৎপূজ্য! হেথায় অমৃতে—গরল!
!! মানবত্বে—পশুত্ব! আবার পশুত্বে—দেবত্ব!!
! বিপদে—সম্পদ্!! উত্থানে—পতন, পতনে—উত্থান!!
ল রহস্যের—চরম লীলাভূমি!! সেই—বিশ্বনিয়ন্তার
আজ আমি—দুনিয়ার বক্ষে—ভীষণ "জীবন-সংগ্রামে"
লাভ ক'রেছি!
সত্য!—অতি—সত্য!!—বাপ্—মির্জ্জান! এ দুনিয়ার—এ তোমার
ই—

জীবন-সংগ্রাম!!!

ক্রোড়াঙ্ক

—:•*•:—

সজ্জিত আসনাইবাগ।

সিংহাসনোপরি মির্জ্জান—দুই পার্শ্বে মমত

সম্‌সেল্‌নিহার আসীন।

ফুলবালাগণের গীত।

এক সাগরে—দুটী নদী—আবেগে মধুর মি

আজ এক বোঁটাতে—তিনটী-ফুল—অমে

নিরমল প্রেমের রীতি—এই-ত চিরদিন,

মিলনে এক ক'রে দেয়—দুয়ে একে—তি

এদের—শুধু কায়াতে প্রভেদ, প্রাণে অ

প্রেমের প্রবাহ বহিছে

(দেখ) দুই নলিনী—এক অরুণে—কেমন হৃদে

যবনিকাপতন।